চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৫ তম বছর

নিশ্চিন্তের প্রতীক
Sister
সিস্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 16 July 2019 ■ আগরতলা, ১৬ জুলাই, ২০১৯ ইং ■ ৩০ আষাঢ় ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

অবিরাম বর্ষণে প্লাবিত রাজ্যের বিভিন্ন এলাকা, ত্রাণ শিবিরে চৌদ্দ সহস্রাধিক মানুষ, ফসলের মারাত্মক ক্ষতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জুলাই।। অবিরাম বর্ষণে ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলায় বন্যা পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে। কারণ, হাওড়া নদীর জলস্তর বিপদসীমায় উঠানামা করছে। ইতিমধ্যে পশ্চিম জেলায় ৪৬টি শরণার্থী শিবিরে প্রায় ১২৮৩৭ জন আশ্রয় নিয়েছেন। সারা ত্রিপুরা মিলিয়ে মোট ১৪ হাজার ৪৯০ জন শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নিয়েছেন। পশ্চিম জেলার জেলাশাসক ড় সন্দীপ এম মহাত্মে জানিয়েছেন, হাওড়া নদীর জলস্তর আজ সকালের ভারী বর্ষণে পুণরায় বাড়তে শুরু করেছিল। কিন্তু, এখন জলস্তর স্বাভাবিক রয়েছে। তবে, সমস্ত দূর্যোগ মোকাবিলায় প্রশাসন প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছে। গত দু'দিনের অবিরাম বৃষ্টিপাতের ফলে রাজ্যে বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। টানা বর্ষণের ফলে রাজ্যের বিভিন্ন এলাকার নিম্নাঞ্চল যেমন প্লাবিত হয়েছে, তেমনি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কৃষিজমিও। পরিস্থিতি মোকাবিলায় জেলা ও মহকুমা প্রশাসন থেকে সার্বিক প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে।

তিনদিন ধরে অবিরাম বর্ষণে স্বাভাবিকভাবেই বিভিন্ন নদীর জলস্তর বাড়তে শুরু করেছে। রবিবার হাওড়া নদী পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় আগরতলায় বিপদসীমা অতিক্রম করেছিল। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা শাসকের কথায়, ১৩ জুলাই ৯৫ এমএম, ১৪ জুলাই ১৬৫ এমএম এবং আজ দুপুর বারটা পর্যন্ত ৫১ এমএম বৃষ্টিপাত হয়েছে পশ্চিম জেলায় বিভিন্ন এলাকায়। বিশেষ করে আগরতলায় টানা বৃষ্টিতে মারাত্মক প্রভাব পড়েছে। তিনি বলেন, অবিরাম বর্ষণে গতকাল হাওড়া নদীর জলস্তর ১৩.৭ মিটারে পৌছে গিয়েছিল। সাধারণত, ১০.৫ মিটার অতিক্রম হলেই বিপদসীমা ছাড়িয়ে যায় জলস্তর। কিন্তু, রাতের দিকে জলস্তর অনেকটাই নেমে গিয়েছিল।

তিনি জানান, গতকাল রাত থেকে ফের বৃষ্টিপাত শুরু হয়েছে। আজ সকালেও প্রচন্ড বৃষ্টিপাত হয়েছে। তাতে, দুপুর সাড়ে বারটা নাগাদ প্রাপ্ত খবর অনুযায়ী অনুযায়ী হাওড়ার জলস্তর ১০.৩ মিটারে পৌছে গিয়েছে। তাঁর দাবি, বন্যা পরিস্থিতির উপর প্রশাসন প্রতিনিয়ত নজর রেখে চলেছে। হাওড়ার বাঁধ সংলগ্ন এলাকায় বাসবাসকারীদের সতর্ক করা হয়েছে। তাঁর কথায়, হাওড়ার বাঁধের অবস্থার উপরণ কড়া নজর রাখা হয়েছে। কোন অবস্থাতে বাঁধ ক্ষতিগ্রস্থ না হয়, সেদিনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়েছে প্রশাসন।

পশ্চিম জেলা শাসকের বক্তব্য, গতকাল আগরতলায় বন্যা পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ায় ৩০টি শরণার্থী শিবির খোলা হয়েছে। তাতে ১৭০০ পরিবারের প্রায় ৭০০০ মানুষ আশ্রয় নিয়েছেন। শিবিরে বসবাসকারীদের পানীয় জল, খাবার ও ঘুমানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। তিনি জানান, অবিরাম বর্ষণে আগরতলা শহরেও প্রভাব পড়েছে। আগরতলায় বিভিন্ন রাস্তা জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। তাঁর কথায়, আগরতলায় বর্তমানে ১৪টি পাম্প জল নিস্কাশনে ব্যবহৃত হচ্ছে। তাতে, স্বল্প সময়ের মধ্যেই অনেক রাস্তায় জল নেমে গিয়েছে। কিন্তু, কয়েকটি রাস্তা এখনো জলমগ্ন হয়ে রয়েছে। তিনি আশা প্রকাশ করে বলেন, রাতের মধ্যে সমস্ত জল নেমে যাবে।

এদিকে, রাজ্য দূর্যোগ মোকাবিলা দপ্তর থেকে প্রাপ্ত সর্বশেষ রিপোর্টে জানা গিয়েছে, পশ্চিম জেলায় ৪৬টি ত্রাণ শিবির খোলা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্লাবিত এলাকার দূর্গতদের ত্রাণ শিবিরে খাবার পরিবেশন করা হয়। সোমবার আগরতলায় তোলা নিজস্ব ছবি।

লোকসভায় পাশ এনআইএ সংশোধনী বিল ২০১৯

নয়াদিল্লি, ১৫ জুলাই।। সংসদের নিম্নকক্ষ লোকসভায় পাশ হল ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি (এনআইএ) সংশোধনী বিল, ২০১৯। ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি (এনআইএ) সংশোধনী বিল, ২০১৯ নিয়ে সোমবার লোকসভায় ভোটাভুটি হয়। এরপরই লোকসভায় পাশ হয়ে যায় ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি সংশোধনী বিল, ২০১৯। এনআইএ-র ক্ষমতা বিস্তৃত করতে এই বিলের প্রস্তাব করা হয়, যা এনডিএ সরকারের সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে শূন্য সহনশীলতা বা জিরো টলারেন্সের নীতির অংশ হিসাবে দেখা যেতে পারে।

২০০৯ সালে বাণিজ্য নগরী মুম্বইয়ে সন্ত্রাসবাদী হামলায় ১৬৬ জনের মৃত্যুর পর এনআইএ গঠিত হয়েছিল। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী কিশান রেড্ডি বলেন, 'আমরা শূন্য সহনশীলতার সঙ্গে সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলা করতে চাই এবং জাতীয় স্বার্থে এই বিল পাশ করা হয়েছে।' অন্যদিকে, এদিন লোকসভায় এই বিল নিয়ে আলোচনা চলাকালীন উত্তর প্রদেশের বিজেপি সাংসদ সত্যপাল ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

লোকসভায় পেশ মোটর ভিহিক্যাল সংশোধনী বিল, হেলমেট না পরে বাইক চালালে ১০০০ টাকা জরিমানা

নয়াদিল্লি, ১৫ জুলাই।। কংগ্রেস এবং তৃণমূল কংগ্রেসের প্রবল বিরোধিতা সত্বেও সোমবার লোকসভা পেশ করা হয় মোটর ভিহিক্যাল সংশোধনী বিল ২০১৯।

প্রস্তাবিত বিলে ট্রাফিক নিয়ম ভঙ্গ করলে বিপুল অঙ্কের জরিমানার উল্লেখ রয়েছে। নতুন বিলে পথ সুরক্ষা সুনিশ্চিত করতে নাবালকদের গাড়ি চালানো, লাইসেন্স ছাড়া ড্রাইভিং, বিপজ্জনক ভাবে গাড়ি চালানো, মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালানো, নির্ধারিত মাত্রার চেয়ে বেশি বেগে গাড়ি চালানো এবং নির্ধারিত মাত্রার চাইতে বেশি পরিমাণ পণ্য বহনের ক্ষেত্রে কঠোর শাস্তির প্রস্তাব করা হয়েছে এই বিলে।

বিলে বলা হয়েছে, বাইক বা গাড়ি চালাতে চালাতে ফোনে কথা বললে ৫ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা। হেলমেট না পড়া অবস্থায় বাইক চালালে ১০০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা হবে, সঙ্গে ৩ মাস বাজেয়াপ্ত হবে লাইসেন্স। অতিরিক্ত গতিতে গাড়ি চালালে ৫০০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা হবে। বর্তমানে যার পরিমান ১০০০ টাকা। অ্যাম্বুল্যান্স এবং দমকলের মতো আপদকালীন গাড়িকে রাস্তা না ছাড়লে ১০ হাজার টাকা জরিমানা দিতে হবে বলা হয়েছে। লাইসেন্স না থাকা সত্ত্বেও গাড়ি চালানোর ক্ষেত্রেও সমপরিমাণ জরিমানা ধার্য করা হবে।

আপদকালীন গাড়িকে রাস্তা না দিলে এবং লাইসেন্স না পাওয়া সত্ত্বেও গাড়ি চালানোর ক্ষেত্রে ১০ হাজার টাকা করে জরিমানার প্রস্তাব করা হয়েছে। অ্যাপ ক্যাবের চালক পথ আইন ভাঙলে ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানার প্রস্তাব রয়েছে। দেশের ১৮টি রাজ্যের পরিবহণমন্ত্রীদের সুপারিশ মেনে এই প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে, যাতে সংসদের স্থায়ী কমিটি সবুজ সঙ্কেত দিয়েছে। ট্রাফিক বিধি ভঙ্গ করলে ৫০০ টাকা জরিমানা ধার্য করা হয়েছে। আগে এ ক্ষেত্রে ১০০ টাকা জরিমানা নেওয়া হত। ট্রাফিক পুলিশের নির্দেশ অমান্য করলে আগের ৫০০ টাকার পরিবর্তে এখন ন্যূনতম ২,০০০ টাকা জরিমানা করা হবে।

অনুমোদনের জন্য বিলটি দীর্ঘদিন পড়ে ছিল। ষষ্ঠদশ লোকসভার মেয়াদ শেষ হয়েযাওয়ার পর তা বাতিল হয়ে যায়। আধিকারিকটির কথায়, 'প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা মোটর ভেহিকলস (অ্যামেন্ডমেন্ট) বিল অনুমোদন করেছে। বিভিন্ন ট্রাফিক নিয়ম ভাঙার ক্ষেত্রে বিপুল জরিমানার উল্লেখ রয়েছে এই বিলে।' এ প্রসঙ্গে আধিকারিকটি বলেন, 'নতুন নিয়ম অনুযায়ী, নাবালক চালকের অভিভাবক বা গাড়ির মালিককে দোষী বলে গণ্য করা হবে। সে ক্ষেত্রে ২৫ হাজার টাকা জরিমানা এবং তিন বছরের হাজতবাসের উল্লেখ করা হয়েছে। তা ছাড়াও সংশ্লিষ্ট গাড়ির রেজিস্ট্রেশন বাতিল করা হবে।'

১৯৮৮ সালের মোটর ভিহিক্যাল আইনকে সংশোধন করা হয়েছে এই বিলে। সংশ্লিষ্ট বিলে পথ নিরাপত্তা, নাগরিক পরিষেবাকে উন্নত করা, জন পরিবহণকে শক্তিশালি ভাবে স্বয়ংক্রিয় এবং ডিজিটাইজেশনের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই বিল পাশ হলে রাজ্য সরকারের ক্ষমতা খর্ব করা হবে বলে দাবি তুলেছিল কংগ্রেস এবং তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদেরা। এদিন বিরোধী সাংসদদের আশ্বস্ত করে কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহনমন্ত্রী নীতিন গড়করি বলেন, এই বিল কোনও ভাবে রাজ্যের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আইপিএফটির পৃথক রাজ্য পাত্তা দিলেন না কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ জুলাই ।। ত্রিপুরায় পৃথক রাজ্যের দাবি পাত্তা দেয়নি দিল্লি। কারণ, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ আইপিএফটি নেতৃত্বের সঙ্গে এই ইস্যু নিয়ে কোনও আলোচনাকে এগোতে দেননি। মডালিটি কমিটির রিপোর্ট এবং ষষ্ঠ তফশিলি সংশোধন-সহ একাধিক ইস্যুতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ-এর সঙ্গে আলোচনা করেছেন আইপিএফটি-র শীর্ষ নেতৃত্ব। বিশেষ করে তাঁরা পৃথক রাজ্য ইস্যুতে চাপ বাড়াতে চেয়েছিলেন। কিন্তু, পৃথক রাজ্য ছাড়া অন্য বিষয়গুলি নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছ থেকে ইতিবাচক সাড়া মিলেছে বলে জানিয়েছেন আইপিএফটি-র সহকারী সাধারণ সম্পাদক মঙ্গল দেববর্মা।

সোমবার তিনি দিল্লি থেকে টেলিফোনে জানিয়েছেন, মডালিটি কমিটির রিপোর্ট প্রকাশ-সহ একাধিক ইস্যুতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে এক স্মারকপত্র দেওয়া হয়েছে। তাতে, বিশেষভাবে গুরুত্ব পেয়েছে অতি শীঘ্র মডালিটি কমিটির রিপোর্ট প্রকাশ, ষষ্ঠ তফশিলি সংশোধনী বিল, ককবরক ভাষাকে অষ্টম তফশিলে অন্তর্ভুক্ত-সহ রোমান হরফেই ককবরক ভাষা, টেরিটরিয়াল কাউন্সিলকে অধিক ক্ষমতা প্রদান ইত্যাদি একাধিক বিষয়। শুধু তা-ই নয়, পৃথক রাজ্য ইস্যুতেও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে আলোচনা হয়েছে।

মঙ্গলের কথায়, পৃথক রাজ্য ইস্যু ছাড়া বাকি সমস্ত বিষয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা ইতিবাচক ছিল। কারণ, তিনি ওই দাবিগুলি পূরণে আশ্বাস দিয়েছেন। তাছাড়া, কোথায় জট লেগে রয়েছে, তা খোঁজে সমাধান করবেন বলে মন্ত্রী তাঁদের আশ্বাস ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

গুলিবিদ্ধ হয়ে শিশুর মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জুলাই ।। রহস্যজনক ভাবে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা গেল ছয় বছরের এক শিশু। ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার বিকালে অম্পিতে। মৃতার নাম ওয়াংসুক কলই। জানা গিয়েছে, বাড়ির পাশে অন্যান্য শিশুদের সাথে খেলার সময় আচমকা ওয়াংসুকের মাথায় চারটি গুলি লাগে। রক্তাক্ত অবস্থায় সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। বাড়ির লোকজন তাকে উদ্ধার করে অম্পি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তার অবস্থা সংকটজনক হওয়ায় সাথে সাথেই আগরতলায় জি বি হাসপাতালে রেফার করা হয়। জিবিতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়েছে।

শিলচরগামী রেলের ইঞ্জিন বিকল হওয়ায় আড়াই ঘন্টা দুর্ভোগ পোহালেন যাত্রীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ১৫ জুলাই ।। রেল দপ্তরের উদাসিনতার কারনে চরম বিপাকে রেল যাত্রীরা। রাজধানী আগরতলা থেকে সকাল ১১ টার শিলচরগামী দূরপাল্লা যাত্রীবাহী ট্রেনের ২০০০৪ নম্বরের ইঞ্জিন আচমকা বন্ধ হয়ে পড়ে। জহরনগর রেলওয়ে স্টেশন থেকে ছেড়ে কিছুদূর গিয়ে লংতরাই ট্যানেলের আগে বন্ধ হয়ে পড়ে ট্রেনের ইঞ্জিনটি। প্রায় আড়াই ঘন্টা পর আরেকটি ইঞ্জিন এনে পুনরায় শিলচরের উদ্দেশ্য রওয়ানা দেয় যাত্রীবাহী ট্রেন।আর তাতে ট্রেনে থাকা সকল যাত্রীদের চরম দুর্ভোগ পোহাতে হয়।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ,সোমবার সকাল ১১ টায় আগরতলার বাধারঘাট রেলওয়ে স্টেশন থেকে ২০০০৪ নম্বর ইঞ্জিনের আগরতলা শিলচর গামী দূরপাল্লা যাত্রীবাহী ট্রেনটি ছাড়ে। দুপুর ১ টা নাগাদ জহরনগর রেলওয়ে স্টেশন পেরিয়ে বড় টার্নেলে প্রবেশ করার কিছুটা আগে আচমকা রেলের ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে পড়ে। প্রথমে ট্রেনে যাত্রীরা কিছু বোঝে উঠতে পারেননি।কেউ কেউ বলছেন ট্যানেল নাকি মাটির ধ্বস পড়েছে,আবার কেউ কেউ বলছেন ট্রেনের ইঞ্জিন বিকল হয়ে পড়েছে।সেই বেপারে যাত্রীদের কাছে কোন কিছু বলেননি রেল দপ্তরের কোন আধিকারিক বা ট্রেন চালক। উল্টো যাত্রীরা চালকের কাছে ট্রেন দাঁড়ানোর কারন জানতে চাইলে চালক ট্রেনের ইঞ্জিনের দরজা বন্ধ করে দেন।আর তাতে যাত্রীদের মধ্যে তীব্র বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়।

জনৈক অমকার রায় নামের এক যাত্রী দূরপাল্লা যাত্রীবাহী ট্রেনের দূরবস্থার চিত্র টুইটারের মাধ্যমে রেল মিনিস্ট্রির কাছে টুইট করেন। অবশেষে আড়াই ঘণ্টা পর নতুন একটি ইঞ্জিন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পৃথক স্থানে যান দূর্ঘটনায় আহত পাঁচ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জুলাই।। আজ করবুক মহকুমার অধীন ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকায় রোস্তামবাড়ী বিএসএফ ক্যাম্প সংলগ্ন এলাকায় একটি কমান্ডার জীপ দূর্ঘটনায় পড়ে। তাতে কয়েকজন সামান্য আঘাতপ্রাপ্ত হন। শিলাছড়ি থেকে করবুক অভিমুখে যাওয়ার পথে টিআর-০১-৪৩৮৩ নম্বরের কমান্ডার জীপটি দূর্ঘটনায় পড়ে। জানা গিয়েছে, জীপটি কাঁটাতারের বেড়ার সাথে ধাক্কা লাগে। ওই রাস্তাটি সরু হওয়ায় চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন। এদিকে, অত্যাধিক গতির দরুন বাইক চালাতে গিয়ে দূর্ঘটনার শিকার বাইক ও স্কুটি। দূর্ঘটনাটি সংগঠিত হয়েছে সোমবার রাত আনুমানিক ১২ টা নাগাদ রাজধানী আগরতলার শকুন্তলা রোডে। ঘটনার বিবরনে জানা যায়, একটি স্কুটি বটতলার দিক থেকে মোটর স্ট্যাণ্ডের দিকে যাচ্ছিল। আর রাজধানীর শকুন্তলা রোডে আসতেই অপরদিক থেকে আসা একটি পালসার বাইক রাস্তায় থাকা ডিভাইডারে ধাক্কা খেয়ে স্কুটিকে সজোরে ধাক্কা মারে।এতে বাইক চালক এবং বাইকে থাকা অপর আরোহী অল্প বিস্তর আহত হলেও স্কুটি চালক গুরুতর আহত হন।সাথে সাথে অগ্নি নির্বাপক কর্মীরা ছুটে এসে প্রত্যক্ষদর্শীদের সহযোগিতায় গুরুতরভাবে আহত স্কুটি চালককে হাসপাতালে নিয়ে যায়। এবিষয়ে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, বাইকের অত্যাধিক গতির ফলেই এই দূর্ঘটনা বলে জানান প্রত্যক্ষদর্শীরা। ঘটনায় প্রত্যক্ষ দর্শীরা উত্তেজিত হয়ে বাইক চালককে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ইউপিএসসিতে সাফল্য অর্জনকারীদের আর্থিক সাহায্য করবে রাজ্য সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জুলাই।। ইউপিএসসি প্রিলিমিনারি এবং মেইন পরীক্ষায় সাফল্য অর্জনকারীদের আর্থিক ভাবে সহায়তা দেওয়ার চিন্তাভাবনা করছে ত্রিপুরা সরকার। সে-মোতাবেক ত্রিপুরা মন্ত্রিসভায় একটি প্রকল্প অনুমোদনের জন্য আনবে শিক্ষা দফতর। তাতে ইউপিএসসি প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় সাফল্য অর্জনকারীদের ১ লক্ষ টাকা এবং মেইন পরীক্ষায় সাফল্য অর্জনকারীদের ২০ হাজার টাকা সাহায্যের সাথে অন্য সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হবে। এছাড়া, মেডিক্যাল ও ইঞ্জিনিয়ারিঙে প্রবেশিকা পরীক্ষায় সাফল্য অর্জনে প্রতিভাশালী ৩০ জন ছাত্রছাত্রীকে বিশেষ কোচিঙের ব্যবস্থা করবে রাজ্য সরকার। সাথে মুখ্যমন্ত্রী বিজ্ঞান প্রতিভা অন্বেষণ এবং শিক্ষামন্ত্রী গণিত প্রতিভা অন্বেষণ প্রকল্পও শুরু করতে চলেছে সরকার।

বিজ্ঞানে উৎসাহ বাড়াতে আনছে আরও প্রকল্প

আইএএস, আইপিএস, আইএফএস এবং আইআরএস-এর জন্য ইউপিএসসি-তে বাছাই হতে হয়। এ-ক্ষেত্রে ত্রিপুরা থেকে ২০১২, ২০১৩, ২০১৪, ২০১৫ সালে একজন করে এবং ২০১৭ সালে তিনজন প্রিলিমিনারি উত্তীর্ণ হয়েছেন। তাই এখন, ত্রিপুরা সরকার ইউপিএসসি পরীক্ষায় যাঁরা প্রিলিমিনারি এবং মেইন উত্তীর্ণ হবেন, তাঁদের আর্থিকভাবে সহায়তা দেবে। সূত্রের খবর, প্রিলিমিনারি উত্তীর্ণ হলে মেইন পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য ত্রিপুরা ১ লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্যতা দেবে। তাছাড়া, মেইন উত্তীর্ণ হলে ইন্টারভিউ-তে অংশ নেওয়ার জন্য ২০ হাজার টাকার সাথে দিল্লিতে ত্রিপুরা ভবনে বিনামূল্যে থাকা এবং সরকারি গাড়িতে যাতায়াতের সুবিধা প্রদান করা হবে। এই প্রকল্পটি শীঘ্রই মন্ত্রিসভায় অনুমোদনের জন্য আনবে রাজ্য শিক্ষা দফতর।

এদিকে, সুপার-৩০ প্রকল্পের অধীন মেডিক্যাল ও ইঞ্জিনিয়ারিঙে প্রবেশিকা পরীক্ষায় ভালো ফলাফলের জন্য ৩০ জন প্রতিভাশালী ছাত্রছাত্রীকে বিশেষ প্রশিক্ষণের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নাবালিকাকে প্রকাশ্যে অপহরণ চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে কুমারঘাটে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জুলাই।। কুমারঘাটের নিদেবী এলাকায় এক নাবালিকা অপহরণের ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। এ ব্যাপারে অপহরণকারীর নামধাম উল্লেখ করে থানায় অভিযোগ করা হলেও ৫ দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পরও পুলিশ অপহৃতা নাবালিকাকে উদ্ধার করতে পারেনি। গত বুধবার কুমারঘাট থানাধীন নিদেবী গ্রামের বাসিন্দা চন্দন চক্রবর্তীর ১৪ বছরের এক নাবালিকা কন্যাকে দিনে দুপুরে অপহরণের ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে কুমারঘাটের নিদেবী এলাকায়। ঘটনায় অপহৃতা মেয়ের পরিবার অভিযোগের আঙুল তুলছেন পার্শ্ববর্তী ফটিকরায় তারাপুর গ্রামের বাসিন্দা মৃত ইব্রাহিম খার গুনধর পুত্র বছর ২৭ এর জালাল খার দিকে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ ফটিকরায় তারাপুর এলাকার অভিযুক্ত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের যুবক জালাল খা নিদেবী এলাকার বিভিন্ন বাড়িতে সুপারির ব্যবসা করে আসছিল বেশ কিছুদিন ধরে। সেই সুবাদে এলাকার বাসিন্দা চন্দন বাবুর বাড়িতে ঐ অভিযুক্ত প্রায়ই তার মোবাইল ফোন চার্জ দিতে আসত কিন্তু এর পেছনে ছিল তার বদ উদ্দেশ্য। মোবাইল চার্জের নাম করেই সে চন্দনবাবুর মেয়েকে অপহরণের ফন্দি আটতে শুরু করে। অবশেষে সে তার পরিকল্পনা সফল করতে সক্ষম হয় গত বুধবার। অপহৃতার বাড়ির লোকের বক্তব্য গত দুপুরে তার বান্ধবীর বাড়ি যাবার নাম করে নাবালিকা বাড়ি থেকে বেড়িয়ে যায়। পেছনে ছিল অভিযুক্ত জালালের প্রলোভন। দুপুর গড়িয়ে সন্ধ্যে হলেও বাড়ি আসেনি ঐ নাবালিকা মেয়েটি। শুরু হয় খোজাখুজি।

অবশেষে মেয়ের বাড়ির লোকজন জানতে পারেন তাকে বাইকে করে অপহরণ করেছে জালাল খা। অন্যদিকে অভিযুক্ত যুবকের বাড়ির লোকেদের দাবি জালালের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিজেপির অনাস্থা, বৃহস্পতিবার কর্ণাটকে অগ্নিপরীক্ষায় কুমারস্বামীর

বেঙ্গালুরু, ১৫ জুলাই।। গত দু'সপ্তাহে কর্ণাটকে শাসক কংগ্রেস-জেডিএস জোটের ১৮ জন বিধায়ক পদত্যাগ করেছেন। এরপর সোমবার সকালেই বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনে। সোমবার মুখ্যমন্ত্রী এইচ ডি কুমারস্বামী বলেন, তাঁর সরকার স্থিতিশীল। তিনি বিধানসভায় গরিষ্ঠতার প্রমাণ দিতে তৈরি। বিরোধী নেতা বিএস ইয়েদুরাপ্পা স্পিকারকে অনাস্থা প্রস্তাব পেশ করেছেন এবং এদিনই গুরুত্ব দিয়ে এই প্রস্তাবের উপর আলোচনা করা হোক। পরে বিধানসভায় স্পিকার বৃহস্পতিবার পর্যন্ত অধিবেশন মুলতুবি ঘোষণা করেন এবং ওইদিনই আস্থা প্রস্তাবের দিন ঘোষণা করেন। ঘোষণায় জানানো হয়, আগামী ১৮ জুলাই বেলা ১১ টায় বিধানসভায় আস্থাভোট হবে।

শুক্রবারই কংগ্রেস ও জেডিএস তাদের বিধায়কদের বিভিন্ন রিসর্টে সরিয়ে নিয়ে যায়। অভিযোগ, বিজেপির থেকে বিধায়কদের বাঁচাতে আলাদা রাখা হয়েছে। কুমারস্বামী বলেন, আমি একেবারেই উদ্বিগ্ন নই। আস্থাভোটে জয় নিয়ে আমি আত্মবিশ্বাসী। কংগ্রেস ও জেডি এস জোট এখনও বিদ্রোহী বিধায়কদের ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করে যাচ্ছে। জোটের ১৬ জন ও দুই নির্দল বিধায়ক ইস্তফা দিয়েছেন। স্পিকার কে রমেশ কুমার এখনও ইস্তফা গ্রহণ করেননি। গত শুক্রবার তিনি সুপ্রিম কোর্টে বলেন, সকলে স্বেচ্ছায় ইস্তফা দিতে চাইছেন নাকি কেউ তাঁদের ভয় দেখিয়ে ইস্তফা দিতে বাধ্য করছে, খতিয়ে দেখা দরকার। সেজন্য তাঁর কিছু সময় প্রয়োজন।

স্পিকার যদি ইস্তফা গ্রহণ করেন তাহলে শাসক জোটের বিধায়কের সংখ্যা দাঁড়াবে ১০০। বিধানসভায় গরিষ্ঠতা প্রমাণের জন্য প্রয়োজন হবে ১০৫ জনের সমর্থন। বিরোধী বিজেপির এখনই ১০৫ জন বিধায়ক আছেন। তাছাড়া দুই নির্দল বিধায়কও তাদের সমর্থন করবেন। গত ৬ জুলাই ১০ জন বিধায়ক ইস্তফা দিয়েছিলেন। তাঁদের মুম্বইয়ে উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তাঁরা আছেন পাঁচতারা রেনেসাঁস হোটেলে। বিধায়করা এদিনই মুম্বই পুলিশকে চিঠি দিয়ে বলেছেন, কংগ্রেস নেতারা তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে চাইতে পারেন। তাঁদের যেন হোটেলে ঢুকতে না দেওয়া হয়।

কোর্টের নির্দেশে গত বৃহস্পতিবার বিদ্রোহী বিধায়করা মুম্বই থেকে বেঙ্গালুরুতে গিয়ে দ্বিতীয়বার স্পিকারের কাছে ইস্তফাপত্র দিয়ে আসেন। কারণ স্পিকার বলেছিলেন, এর আগে যে ইস্তফাপত্রগুলি জমা পড়েছে, তা যথাযথভাবে লেখা হয়নি। বিদ্রোহীরা সুপ্রিম কোর্টে অভিযোগ করেন, স্পিকার কংগ্রেসকে সময় দেওয়ার জন্য ইস্তফা নিতে টালবাহানা করছেন। গত সপ্তাহে কংগ্রেসের 'ট্রাবল শুটার' ডি কে শিবকুমার রেনেসাঁস হোটেলে বিদ্রোহীদের সঙ্গে দেখা করতে যান। কিন্তু পুলিশ তাঁকে হোটেলে ঢুকতে দেয়নি।বিধানসভার অন্যান্য কাজের আগে সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রমাণ করা উচিত মুখ্যমন্ত্রী কুমারস্বামীর। সোমবার এমনই দাবিও করেছেন বিজেপি বিধায়ক সুরেশ কুমার।

এদিন বিধানসভা চত্বরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সুরেশ কুমার বলেন, রাজ্যবাসীর কাছে সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রমাণ করার দায়িত্ব মুখ্যমন্ত্রী কুমারস্বামীর। তিনি নিজের স্পিকারকে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ◻ বর্ষ-৬৫ ◻ সংখ্যা ২৭৩ ◻ ১৬ জুলাই ২০১৯ ইং ◻ ৩১ আষাঢ় ◻◻ মঙ্গলবার ◻ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

জলবন্দী স্মার্টসিটি

কাড়ি কাড়ি টাকা ব্যয় করিয়াও রাজধানী শহর আগরতলাকে জল যন্ত্রণা হইতে মুক্ত করা গেল না। অথচ প্রতিশ্রুতির পর প্রতিশ্রুতি ছিল। এই কাড়ি কাড়ি টাকা ব্যয়ের পরামর্শ দাতারা হয়তো ফুলিয়া ফাঁপিয়া উঠিয়াছেন। অতীতের সমস্ত রেকর্ড ছাপাইয়া জল দাঁড়াইয়া গিয়াছে শহরে। কার্য্যত শহর জলবন্দী। বর্ষণ শুরু হইলে দোকানীরা ঝাপ বন্ধ করিয়া বাড়ী মুখো হন। কিন্তু এমন হইবার কথা ছিল না। কারণ, নতুন বিজেপি সরকার ক্ষমতায় বসিয়াই কাড়ি কাড়ি টাকা ঢালিয়াছে। ড্রেন সংস্কার, পাইপ বসানো ইত্যাদি কাজ করা সত্ত্বেও জল যন্ত্রণা লাঘব হইয়াছে এমন বলিবার সুযোগ নাই। বরং দেখা যায় অতীতে যেখানে জল দাঁড়াইত না সেখানে জল দাঁড়াইয়া যাইতেছে। শহরের প্রাণ কেন্দ্র জেকসান গেইট হইতে শকুন্তলা রোড আরএসএমস চৌমুহনী এবং রবীন্দ্র ভবন পর্য্যন্ত যেন এক সমুদ্র জল। চারিদিকে জল আর জল।যেন জল নগরী। অথচ গত বছর খোদ মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বনমালীপুরে নিজে জলে নামিয়া দূর্গতদের পাশে দাঁড়াইয়া এই সমস্যা নিরসনে ব্যবস্থা নিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। তাঁহারই ঐকান্তিক চেষ্টাতে বিস্তর অর্থ ব্যয় করিয়া বৃষ্টির জল দ্রুত সরানোর জন্য বিভিন্ন প্রযুক্তির সাহায্যে কাজ শুরু হইয়াছিল। কিন্তু সেই চেষ্টা কতখানি সাফল্যও পাইয়াছে তাহাই এখন বড় প্রশ্ন। কোনও কোনও এলাকায় জল দ্রুত সরাইবার ক্ষেত্রে কিছু সাফল্য হয়তো মিলিয়াছে কিন্তু সামগ্রিক ক্ষেত্রে জল যন্ত্রণা বাড়িয়াছে। আসলে, শহরে জল নিষ্কাশনের ক্ষেত্রে নালা নর্দমাগুলি অবৈজ্ঞানিকভাবে কংক্রিকেটের ঢাকনা দেওয়ায় সমস্যা বাড়িয়াছে। দেখা গিয়াছে কোথাও ঢাকনা ভাঙ্গা হইতেছে। আবার উঁচু করিয়া ঢাকনা দেওয়ার উদ্যোগ চলিতেছে। আসলে এই জটিল সমস্যা নিরসনে তেমন কোনও দক্ষ কারিগরি সহায়তা নেওয়া হইতেছে বলিয়া মনে হয়।

শহর আগরতলাকে জল যন্ত্রণা মুক্ত করিতে হইলে উচ্চ প্রযুক্তি সম্পন্ন দক্ষ ইঞ্জিনিয়ারদের পরামর্শ নিতে হইবে। এতকাল যেসব ইঞ্জিনিয়ারদের বুদ্ধি ও টেকনিক কাজ হইয়াছে তাহা যে সার্থকতার মাটি পায় নাই তাহা তো প্রমাণিত।

শহর আগরতলা যদি এইভাবে জলের তলায় ডুবিতে থাকে সেখানে স্মার্ট সিটির তকমা পরিবে কি ভাবে? সত্যিকারের স্মার্ট সিটি করিতে হ ইলে প্রথমেই এই জল যন্ত্রণা হইতে শহর আগরতলাকে মুক্ত করিতে হইবে। বৃষ্টিতে বন্যা হয় আর বন্যায় শত শত মানুষ বিপদগ্রস্ত হয়। এই ত্রিপুরাও বন্যার মুখে। চার হাজারেরও বেশী দূর্গত মানুষ ত্রাণ শিবিরে আশ্রিত। বন্যা নতুন কোনও ঘটনা নহে। তাহা রোধ করা কঠিন সন্দেহ নাই। কিন্তু রাজধানী শহর আগরতলা জলে ডুবিয়া যাওয়ার ঘটনা প্রতিরোধে কি মাস্টার প্ল্যান নেওয়া হইবে তাহাই বড় কথা। আধুনিক প্রযুক্তি কি ব্যাপক সাফল্যের চূড়ায় উঠিতেছে ভাবিতেও অবাক লাগে। সমুদ্রের মাঝে একশত তলা দালানবাড়ী তৈরি হইতেছে। প্রযুক্তির দুর্দান্ত সাফল্য যখন দিকে দিকে তখন আগরতলাতে জল যন্ত্রণা মুক্ত করিতে সেই প্রযুক্তি সহায়তা নেওয়ায় যাইতে পারে। ইহা হয়তো ব্যয় সাধ্য ব্যাপার। তবু উদ্যোগ নেওয়া উচিত। কেন্দ্রের সহায়তায় রাজ্য আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে রাজধানী শহরকে জল যন্ত্রণা মুক্ত করা যাইতে পারে। এক্ষেত্রে অত্যাধুনিক প্রযুক্তিকে ব্যবহার না করিলে সুফল কতখানি মিলিবে প্রশ্ন আছে। এই জল যন্ত্রণা হইতে শহরকে মুক্ত করিতে না পারিলে স্মার্ট সিটি নামেই হইবে। তিলোত্তমার স্বপ্নও অধরাই থাকিয়া যাইবে।

সব্যসাচী দত্তকে আইনি নোটিশ পাঠালেন কাউন্সিলর

কলকাতা, ১৫ জুলাই (হি.স): বিধাননগরের মেয়রকে আইনি নোটিশ পাঠালেন কাউন্সিলর সুভাষ বসুর স্ত্রী শর্মিষ্ঠা বসু। আগামী তিন দিনের মধ্যে নিঃশর্তে ক্ষমা না চাইলে সব্যসাচী দত্তর বিরুদ্ধে মানহানির মামলা দায়ের করা হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বিধাননগর পুরসভার ৬নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সুভাষ বসু।

ওই কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ করেছেন সব্যসাচী দত্ত। বিধাননগরের মেয়রের এই অভিযোগ 'ভুয়ো' বলে দাবি করে আইনি নোটিশ পাঠিয়েছেন সুভাষ বসু। সোমবার এই প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে বিধাননগর পুরসভার ৬নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সুভাষ বসু জানিয়েছেন, গত কয়েকদিন সংবাদমাধ্যমের সামনে ভিত্তিহীন বক্তব্য রেখেছিলেন সব্যসাচী দত্ত। তাতে সামাজিক ভাবে মানসম্মান হানি করেছেন। তার জন্য আইনি নোটিশ পাঠানো হয়েছে।

অভিযোগ,ওই কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ জানিয়ে বিভিন্ন হোয়াটস অ্যাপ গ্রুপে মেসেজ ফরওয়ার্ড করেছেন সব্যসাচী দত্ত। যার জেরেই সব্যসাচীর বিরুদ্ধে আইনি নোটিশ দিয়েছেন ওই কাউন্সিলর।

সুভাষ বোসের অভিযোগ, সাংবাদিক সম্মেলন করে মেয়র সব্যসাচী দত্ত দাবি করেন, কাউন্সিলার সুভাষ বসু ও তাঁর স্ত্রী এলাকায় বেশ কিছু বেআইনি প্রমোটিংয়ের সঙ্গে জড়িত। সেই মন্তব্যের ভিত্তিতেই ওই নোটিশ দেওয়া হয়েছে। সব্যসাচী দত্তর ওই মন্তব্যের ফলে তাঁর মানহানি হয়েছে বলে দাবি করেছেন সুভাষ বসু। মন্তব্যে জন্য ৩ দিনের মধ্যে ক্ষমা চাওয়া না হলে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে। মানহানি হয়েছে বলেই সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবীর হাত দিয়ে তাঁরা ওই নোটিশ পাঠাতে বাধ্য হয়েছেন বলে জানান সুভাষ বসু। যদিও রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, সব্যসাচী দত্তকে কোণঠাসা করতেই এই আইনি নোটিশ।

আবার সব্যসাচী দত্তের বিরুদ্ধে পাল্টা দুর্নীতির অভিযোগ করেছেন জনৈক কাউন্সিলর। এ প্রসঙ্গে সুভাষ বসু বলেন, 'ব্যক্তি সব্যসাচী দত্ত যে ধরনের মানুষ, সব কাউন্সলিররা অনাস্থা এনেছেন। তবুও কী স্বার্থে ছল চাতুরি, আইনি কুশীলতা করে পদে থাকার জন্য মরিয়া চেষ্টা করছেন। কারণ কী ? বুদ্ধি দিয়ে ভাবলে কারণ জানা যাবে। ওঁর অনেক গুলো অসমাপ্ত দুর্নীতির কাজ এখনও পর্যন্ত হয়ে ওঠেনি। মাফ করবেন দুর্নীতির কথা বলতে হল। আজ ওঁর জায়গায় যে কেউ থাকলে নিজের সম্মান বজায় রেখে ইস্তফা দিয়ে চলে যেতেন।

আমার কোনও সমস্যা নেই, নিজের সিদ্ধান্তেই পদত্যাগ করেছেন সিধু : অমরিন্দর

চন্ডীগড়, ১৫ জুলাই (হি. স.) : কংগ্রেস নেতা নভজ্যোত সিং সিধুর পদত্যাগ নিয়ে এবার মুখ খুললেন পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ক্যাপ্টেন অমরিন্দর সিং। রবিবার মন্ত্রিত্বের পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন সিধু। তাঁর পদত্যাগ করা নিয়ে বিস্তর সমালোচনাও হয়েছে। এবার মুখ্যমন্ত্রী অমরিন্দর সিং এই বিষয়ে জানালেন, 'ওর সঙ্গে আমার কোনও ব্যক্তিগত সমস্যা নেই। মন্ত্রিসভায় রদবদলের পর এমনকি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বও দিয়েছিলাম নভজ্যোত সিং সিধু-কে। নিজের সিদ্ধান্তেই পদত্যাগ করেছেন তিনি। আমার দফতরে জানিয়েছি যে, ইতিমধ্যেই পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন সিধু। তাঁর চিঠি পড়ে তারপর সিদ্ধান্ত নেব।'

প্রসঙ্গত, রবিবার সকালে মাইক্রো ব্লগিং সাইট টুইটারে, গত জুন মাসে ততালীন কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধীর কাছে দেওয়া পদত্যাগপত্রটি টুইট করেন সিধু। সেই চিঠিতে পঞ্জাব মন্ত্রিসভায় মন্ত্রিত্বের পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার কথাটি রাহুল গান্ধীকে জানিয়েছিলেন তিনি। তারপর তাঁর এই পদত্যাগের বিষয়টি উড়িয়ে দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ক্যাপ্টেন অমরিন্দর সিং-এর দফতর থেকে স্পষ্ট জানান হয়, মুখ্যমন্ত্রীর অফিসে সিধুর পক্ষ থেকে কোনও পদত্যাগপত্র গ্রহণ করা হয়নি, জুন মাসের ওই চিঠিটি কংগ্রেস সভাপতিকে উদ্দেশ্য করে লেখা হয়েছিল। এদিন মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেছেন, 'আমি কোনওদিন নভজ্যোত সিধুর স্ত্রী-এর বিরোধিতা করিনি। বরং, রাহুলজির কাছে অনুরোধ করেছিলাম যাতে ওর স্ত্রীকে বাথিন্দা থেকে প্রার্থী করা হয়। কিন্তু, তখন সিধু নিজেই বলেছিলেন, বাথিন্দা নয় চন্ডীগড় থেকে লড়বেন তাঁর স্ত্রী। তবে, এই সিদ্ধান্ত কংগ্রেস পার্টির নেওয়ার কথা, তাঁর নিজের নয়।' অন্যদিকে, এদিন পার্লামেন্টে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে সৌজন্যমূলক সাক্ষাতও করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ক্যাপ্টেন অমরিন্দর সিং।

সে কখনও ক্লান্ত বা অবসন্ন হবে না

মনোজ মিত্র

উঠোনের মধ্যিখানে একটা ঝাঁকড়া বকুল গাছ। আমি আর কালী বন্দ্যোপাধ্যায় বসে আছি বকুলতলার ঝিরঝির বাতাস। অদূরে রাস্তার ধারে দাঁড় করানো ছোট বড় চার পাঁচটা গাড়ি ভর্তি করে মালপত্র তোলা হচ্ছে। ভরদুপুরের মাতন্ড তন্ডব এখন উধাও। বকুল গাছের পাতার ফাঁকফোঁকর দিয়ে শান্ত কোমল আলোর বলগুলো আমাদের শরীরে গড়াগড়ি খাচ্ছে। আজ আমরা প্রথম কিস্তির সুটিং শেষ করে কলকাতায় ফিরছি।

কালীদা হঠাৎ বলে উঠলেন, এই কথাটাই আমি ডিরেক্টর ভদ্রলোককে বোঝাচ্ছিলাম আপনার ছবিতে সব কথা আপনি নিজেই বলে দিচ্ছেন। ফাঁকফোকর যদি না থাকে, চিত্রনাট্যের চরিত্রগুলো বলবে কি শোনাবে কি মূকবধির একরাশ চরিত্র ঘুরবে ফিরবে কিন্তু তাদের হৃদয়ের কথা একানে হয় না। তা কোথায় হবে ? আপনি কাঙালের ধনের মতো ঝোলায় পুরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। আরে মশাই, আপনার তো সে বাঁকুঠাকুরের নিয়ম দেখছি. বিয়ের আগেও না, পরেও না— কনের মুখ দেখবেন ফুলশয্যা পার করে।

হঠাৎ রাস্তায় ওপর ডাঁক উঠল— পাখি চাই, পাখি. ... লাল নীল ময়না...

গাঁয়ের স্ফেরিওয়ালা রাস্তার ওপর গাড়ি ঘিরে ছেলেপুলের ভিড় দেখে হাঁক পেরেছে— পাখি চাই, পাখি .. দোয়েল, শালিখ, ময়না....

দেখলাম, পাখিওয়ালা যাদের উদ্দেশ্যে হাঁক ছেড়েছিল, তারা খেয়াল করার আগে, কালীদা উঠে দাঁড়িয়েছেন,— এই যে, পাখিওয়ালা, এদিকে এসো— এদিকে এদিকে— বারি সুন্দর পাখি তোমার কত্তা।

এমন কিছু না। হালকা পলকা শোলায় ঘরে বানানো পাখির আদলের কয়েকটা ছেলেভুলনো, মূর্তি। সাদা শোলার ওপরে চড়া রং, করা, ডানা ল্যাজায় এক রং নয় ককনও, যাকে বলে হরেকরকম্বা।

— কি রে, উড়বি না কি? অয়, সারাদিন উড়তে পারিনি। এই রঙিন বি কেলে তোদের।

— বাবু বাবু, শোলার জিনিস। গুঁতো— ঠোঁকা খেলে, ভেঙে যাবে।

পাখিওয়াঢ়া হাত বাড়িয়ে ছুটে এলো।

--- ভাঙরেই তো। নশ্বর পৃথিবীতে ভাঙার জন্যই সব। ভাহা গড়ো— তেমে থেকে না। এই তো খেলা রে ভাই। দুই একটা মানুষ কেমন করে আরেকটা মানুষ হয়ে উঠে? কেউ বলেন চরিত্রে ঢুকে পড়ো, কেউ বলেন তাকে ভালবাসো, বলেন তুমি তার ঘাড়ে ভর করো বা সে তোমার ঘাড়ে চাপুক, তাহলেই হবে।

রংমহলে জহর রায় বলতেন, ক্যারেক্টারটা আমার ভেতর পচে উঠুক, তখন দেখো কি করি। এ ঢুকে পড়া, ডুবে যাওয়া গাড়ে বর করা, পচে ওঠা প্রত্যেকটা কথার মানে আছে, মানের পিছনে অভিজ্ঞতালব্ধ সত্যও আছে।

বহুকাল পরে কালী বন্দ্যোপাধ্যায় অভিনীত নীল আকাশের নীচে দেখানো হল টিভিতে। পরদিনই কালীদার সঙ্গে দেখা ইন্দ্রপুরীতে। জিজ্ঞেস করলেন, আরে অ্যাদ্দিন পরে দেখে ছবিটা কেমন লাগল, বলছ না কেন? দেখলে লোকটা কি অকরে গেল সারাক্ষণ?

ঘাড়বে গিয়ে বলি— কে, কার ওপর অত্যাচার করল?

--- বলছি ওই চিনে ফেরিওয়ালার কথা। উফ্ লোকটা একবারও দম ফেলতে দেয়নি। আমাকে কি খাটান খাটিয়ে নিয়েছে বলো? দেখলে তো, একটা শটেও আমাকে বসতে দিল না। সে সময়ে শরীরের জোর ছিল, সহ্য ও করেছি অত্যাচার। এখন হলে পারতাম না।

কালীদা আরও গম্ভীর হয়ে প্রায় আপনমনে হাবলতে লাগলেন, ভালবাসায় জোর থাকবে না? আমি যে ওই ফেরিওয়ালার প্রেমে পড়ে গিয়েছিলাম। আলটপকা এসব শুনলে অবশ্য একজন নবীন শিল্পী ভীষণ ঘাবড়েও যেতে পারে, অভিনয় নামক কমটিকে তার বেশ রহস্যময় ঠেকতে পারে। সত্যিই তো, নাট্যকারসৃষ্ট চরিত্রটা তো জুতো জামাকাপড় নয়, ইচ্ছেমতো পায়ে গায়ে গলিয়ে নেব— ভূতও নয় যে আপনা থেকে আমার ঘাড়ে ভর করবে। আমি তার মুঠোর মধ্যে— হ্যাঁ বলতে বলহ্যোঁ বলছি, না বলতে বললে না বলছি। আবার ব্যাপারটা এমন কিছু ধাঁধারও নয়। ঠেকায় পণলে সবাই অন্য মানুষ হয়ে উঠতে পারে, ওঠেও। জীবনের এক এক ক্ষেত্রে আমরা তো এক একরকম মেজাজেথাকি। শোকে ভেঙে পণা ব্যক্তিকেও দেখেছি পরেরদিনই মাছের বাজারে দরাদরি করতে বা সামাজিক প্রতিবাদ মিছিলে সবার সঙ্গে গলা মেলাতে। অন্য পারলে ননটনটীরা তা পারবেনই তাদের প্রাণশক্তি আর পাঁচজনের থেকে বেশি বইকি। তাছাড়া, মানুষের হৃদস্পন্দন অচল অনড় কিছু নয় অলস পায়ে বাঘটা গাছের আড়ালে ঘুরে বেড়াচ্ছে হঠাৎ শিকার দেখতে পেয়ে একশো কিলোমিটার বেগে ছুটছে। জীবজগতে হৃদস্পন্দনের এমত হ্রাসবৃদ্ধি পরিস্থিতি, প্রয়োজন অনুযায়ী সর্বক্ষণ ঘটছে তাই মনে হয়— চরিত্র পচ্চাও বা তার ঘাড়ে ভর করো— এস বা না বলে, ভাবী অভিনেতাদের যদি বলা হয়, চরিত্রটা মোটেই তোমার থেকে আলাদা কেউ নয়, ভেবে দেখো এহেন পরিস্থিতি পণলে তুমিও এই করতে বস্তুত তোমার মধ্যেই চরিত্রটা লুকিয়ে আছে— প্রকৃতপক্ষে তুমিই সেই অভিনয়ে তোমার তুমি আড়াল থেকে শুধু বেরিয়ে আসবে— তাই বাইরে না খুঁজে তুমি তোমার মধ্যেই তার সন্ধান করো--- তাহলেই বোধহয় কাজের কাজ কিছুটা হওে হতে পারে। অভিনয় কর্মটিকে তখন আর কারও দুসাধ্য ঠেকবে না। সত্যিই তো, কোনও চরিত্রের মধ্যে এমন কিছু থাকতে পারে, কি যা আমার মধ্যে নেই বা ছিল না। বা কোনওদিন থাকবে না? আমাদের চিন্তা আবেগনানুভূতি ইচ্ছা বা উদ্দীপক সংবেদন প্রত্যক্ষণের মৌল পরিকাঠামো যখন এক এবং অভিন্ন, সে সম্ভাবনা উড়িয়ে বা দিই কি করে? সমস্যাটা খোঁজার, আত্মানুসন্ধানের.

তবে সব চরিত্রের সব পরিস্থিতি যে শিল্পী তার চেনা জীবনের ছকের মধ্যে পেয়ে যাবেন, এমন অবস্যই নয়। অচেনা, অজানা, অকল্পনীয় জটিলতাও থাকে, যখন চরিত্রটিকে আর নিজের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় না, ধরা ছোঁয়ার বাইরে হাঁটে সে। যেমন অয়েদিপাউস, যেমন ওথেলো, যেমন রক্তকরবীর নন্দিনী। কোথায় খুঁজে পাবে তাদের। আবার নিজের ভেতরেই পেতে যেতে পারি না, তাও কিন্তু নয়। হ্যাঁ জীবন হয়তো ওথেলোর মতো অমনতীব্র ভালবাসার আস্বাদন কখনও পাইনি, কিন্তু অমন করে ভালবাসতে বা ঘৃণা করতে পারি না, তা মেনে নেব কেন?তেমন পাত্রী জোটেনি বলেই তেমন ভালবাসার দরকার পড়েনি। নইলে প্যাশন আমার মধ্যেই মজুত। সারা জীবনে ব্যবহার করা যায়নি বলেই শুধু বৃত্তিটায় মরচে পড়ে আছে, ব্যাপার তো তাই। জীবনে আমি খুন করিনি ঠিকই, কিন্তু তেমন পরিস্থিতিতে পড়লে আমি যে কারও গলায় ফাঁস পরাতে পারি না তাও কি সত্যি? চাঁদের কলঙ্কের মতো মানুষের ব্যক্তিত্বে আছে অন্ধকার প্রদেশ। আর সেখানেই মজুত থাকে ব্যক্তিমানুষের নিজেকে অতিক্রম করার শক্তি সংকেত। ফ্রয়েডিয় চিন্তাবাদি নোবিজ্ঞানী ইয়ুং মএমন করেই ব্যক্তিত্বের অপরিমেয়তার ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। নিজেকে অভাবিত জায়গায় বিশ্বাসযোগ্যতাদাঁড় করানোটাই অভিনয়। অন্তরের অন্ধকার খুঁড়ে গুপ্তধন উদ্ধারের কল্পনাশক্তি যাদের আছে, তারাই শিল্পী। শিল্পমাত্রই তাই মাইমেসিস বা অনুকৃতি নয়। অন্তত অভিনয় শিল্পের জন্য খুঁজতে হয় স্বতন্ত্র সংজ্ঞা। বহির্বিশ্বের অনুকৃতি নয়--- অভিনয়ন নিজের সুপ্ত সত্তার জাগরণের নাম অভিনয়।

গোটা রাত্রি নির্জন ছাদে বসে কাটিয়েছিলেন কালী বন্দ্যোপাধ্যায়--- পরেরদিন জরাসন্ধর লৌহকপাট অবলম্বনে তপন সিনহার ছবির শুটিংে ফাঁসির মঞ্চে উঠতে হবে তাকে জীবনে যে অভিজ্ঞতাই নেই, তাকজনেরই বা বা থাকে--- কি করে সিনেমায় তার রূপ দেবেন তিনি? কতখানি ভাবাবেগে অস্থির হবে, না কি সথবির হবে ফাঁসির আসামি সে কঠিন মুহূর্তে কতটা সংযত থাকতে পারে— স্তব্ধ আকাশের দিকে চেয়ে কালী বন্দ্যোপাধ্যায় এসবের উত্তর জানতে চেয়েছিলেন। হৃদস্পন্দনের সঠিক মাপটা খুঁজছিলেন।

প্রকৃতি যে আমাদের হৃদস্পন্দনের নিয়ন্ত্রণ করে, তা কি আমরা টের পাই না? নদীর ধারে হাঁটতে গিয়ে কি প্রবাতের বাতাসে রৌদ্রালোকিত দানবনে ছুটতে গিয়ে--- কি পাহাড় সমুদ্রের মুখোমুখি হয়ে কিংবা ফাঁসির মঞ্চে বা দিয়ে বুঝি না কি তার তান লয় ছন্দে বদলে যাচ্ছে নিয়ত?

এসব গল্পকথা নয়, অন্তত আমাদের দেশে তো নয়ই। অভিনয় আর অভিনেতার এই যে তন্ময়ভাবচৈতন্যদেব থেকে গিরিশচন্দ্রের তার যদি প্রমাণ মিলে থাকে, এটাই আমাদের ভূখন্ডের অভিনয়শিল্পীর স্বীকৃতি ঐতিহ্য। আমাদের এই কৃষিনির্ভর ভূকন্ডের লোকনাট্যগুলোর দিকে তাকালে বোঝা যাবেনাট্যের, মঞ্চের অথবা চলচিচত্রের বৃদ্ধি বিকাশ ঘটেছে মৃত্তিকার গুণগান গেয়ে, শস্যফসল বনসম্পদের বন্দনার মধ্য দিয়ে। চরিত্রের সব পরিস্থিতি যে শিল্পী তার চেনা জীবনের ছকের মধ্যে পেয়ে যাবেন, এমন অবশ্যই নয়। অচেনা, অজানা, অকল্পনীয় অকল্পনীয়জটিলতাও থাকে, যখন চরিত্রটিকে আর নিজের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় না, ধরাছোঁয়ার বাইরে হাঁটে সে। যেমন অয়েদিপাউস, যেমন ওথেলো যেমন রক্তকরবীর নন্দিনী। কোথায় খুঁজে পাব তাদের। আবার নিজের ভেতরেই পেতে যে যে পারি না। তাও কিন্তু নয়। হ্যাঁ জীবনে হয়তো ওথেলোর মতো অমন তীব্র ভালবাসার আস্বাদন কখনও পাইনি, কিন্তু অমন করে ভালবাসতে বা ঘৃণা করতে পারি না। তো মেনে নেব না। তেমন পাত্রী জোটেনি বলেই তেমন ভালবাসার দদ্বজর কার পড়েনি। নইলে প্যাশন আমার মধ্যেও মজুত। সারা জীবনে ব্যবহার করা যায়নি। বলেই শুধু বৃত্তিটায় মরচে পড়ে আছে, ব্যাপার তো তাই। জীবনে আমি খুন করিনি ঠিকই, কিন্তু তেমন পরিস্থিতিতে পড়লে আমি যে কারও গলায় ফাঁস পরাতে পারি না— তাও কি সত্যি? চাদের কলঙ্কের মতো মানুষের ব্যক্তিত্বে আছে অন্ধকার প্রদেশ। আর সেখানেই মজুত থাকে ব্যক্তিমানুষের। নিজেকে অতিক্রম করায় শক্তি সংকেত। ফ্রয়েডীয় চিন্তাবিদ মনোবিজ্ঞানী ইয়ুং এমন করেই ব্যক্তিতেত্রে অপরিমেয়তার ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। নিজেকে অভাবিত জায়গায় বিশ্বাসযোগ্যভাবে দাঁড় করানোটাই অভিনয়। অন্তরের অন্ধকার খুঁড়ে গুপ্তধন উদ্ধারের কল্পনাশক্তি যাদের আছে, তারাই শিল্পী। শিল্পমাত্রই তাই মাইমেসিস বা অনুকৃতি নয়। অন্তত অভিনয় শিল্পের জন্যে খুঁজতে হয় স্বতন্ত্র সংজ্ঞা। বহির্বিশ্বের অনুকৃতি নয় অভিনয়—নিজের সুপ্ত সত্তার জাগরণের নাম অভিনয়। গোটা রাত্রি নির্জন ছাদে বসে কাটিয়েছিলেন কালী বন্দ্যোপাধ্যায়।--- পরেরদিন জরাসন্ধর লৌকপাটি অবলম্বনে তপন সিনহার ছবির শুটিংয়ে ফাঁসির মঞ্চে উঠতে হবে তাকে। জীবনে যে অভিজ্ঞতা নেই। তা কজনেরই বা থাকে— কি করে সিনেমায় তার রূপ দেবেন তিনি? স্থবির হবে ফাঁসির আসামি সে কঠিন মুহূর্তে কতটা সংযত থাকতে পারে--- স্তব্ধ আকাশের দিকে চেয়ে কালী বন্দ্যোপাধ্যায় এসবের উত্তর জানতে চেয়েছিলেন। হৃদস্পন্দনের সঠিক মাপটা খুঁজছিলেন।

প্রকৃতি যে আমাদের হৃদস্পন্দন নিয়ন্ত্রণ করে, তা কি আমরা টের পাই না? নদীর ধারে হাঁটতে গিয়ে কি প্রভাতের বাতাসে রৌদ্রালোকিত ধানবনে ছুটতে গিয়ে কি পাহাণ সমুদ্রের মুখোমুখি হয়ে কিংবা ফাঁসিরমঞ্চে পা দিয়ে বুঝি না কি তার তান লয় ছন্দ বদলে যাচ্ছে নিয়ত?

এসব গল্পকথা নয়, অন্তত আমাদের দেশে তো নয়ই। অভিনয় আর অভিনেতার এই যে তন্ময়ভাব— চৈতন্যদেব থেকে গিরিশচন্দ্রের তা যদি প্রমাণ মিলে থাকে, এটাই আমাদের ভূখন্ডের অভিনয়শিল্পীর স্বীকৃতি ঐতিহ্য। আমাদের এই কৃষিনির্ভর ভূখন্ডের লোকনাট্যগুলোর দিকে তাকালে বোঝা যাবেনাট্যের, মঞ্চের অথবা চলচিচত্রের বৃদ্ধি বিকাশ ঘটেছে মৃত্তিকার গুণগান গেয়ে, শস্যফসল বনসম্পদের বন্দনার মধ্য দিয়ে। চরিত্রের সঙ্গে একীভূত হওয়ার এই যে প্রয়াস, তজ্জতনি উন্মাদনা এবং পরিপূর্ণ আত্মনিবেদন— এর মূলে আছে বোধহয় পূর্ববিশ্বের শিল্পীদের মৃত্তিকার প্রতি আসক্তি। এদেশের শিল্পীদের প্রতি গহিন অর্ন্তালোকে বুজি বা নির্জান মানসলোকে সক্রিয় আছে এক আদিম ভৌমটান। ভূমির চেতনা কবিশল্পীকে নানা আভরণে বিভূষিত করে। তাকে দেয় উপলব্ধির গাঢ়তা, অনুভূতির সূক্ষ্মতা, তন্ময়তা, আবেগ প্রক্ষোভের অগ্নিময়তা, কল্পনার গতিশীলতা, মায়া-মমতা, সহানুভূতিশীল— এই রকম আরও অনেক কিছুর সঙ্গে জীবনজীবিকার স্বপক্ষে ইতিবাচকতা। বুদ্ধি দিয়ে কাটাছেঁড়া না করে, শিল্পী ভালবেসে চরিত্রটাকে কাছে টেনে নেয়--- হয়ে উঠতে চায় তার মতো। ভৌমটানের বিপরীতে রাখি নগরটানকে। এই ভিন্নগোষ্ঠীর শিল্পীরা অধিকতর আস্থা রাখে কলাচাতুর্যে, রীতিপ্রকরণে। যে চরিত্রেই দেখা দিতে হোক না, কখনইও পুরোপুরি তার মতো হতে চায় না, স্বীয়ব্যক্তিত্বকে আড়াল করতেও রাজি নয় তারা।

মৃত্তিকার টান আমাদের থিয়েটারকে দিয়েছে প্রগাঢ় আসক্তি, প্রবলতার কল্পনাশক্তি। সে কখনও ক্লান্ত বা অবসন্ন হবে না। আর যেহেতু গাছের দুটো কদমফুল বা দুটি জ্যোৎস্নারাত্রি তবু কোনওদিনও এরকম হলেও হতে পারে, দুটি মানুষ কখনও এরকম হবে না— মানসনির্ভর থিয়েটারও তাই বুঝি কখনও পুনরাবৃত্তির দোষে দুষ্ট হবে না। পুরনোও হবে না ফুরবেও না। নির্ভয়ে বিশ্বাস রাখতে পারি।

তিন। কালীদার সঙ্গে প্রথমে দেখা আমার গত শতকের ৫৭-এ যখন ৫৭নং যতীন দাস রোডে আমাদের সুন্দরম। বাণির কর্তা গিন্নি দুজনেই থিয়েটারের ভক্ত। বাড়ির নিচতলায় যেখানে সুন্দরম প্রতিষ্ঠা পেল, সে অংশে আমাদের পূর্বে দক্ষিণ কলকাতার সিএলটি থিয়েটার পেয়েছিলেন তার সুচনাপূর্বেই। তাই কি সন্ধ্যাবেলায় পার্থর সন্ধানে বেরিয়ে পড়তেন।

পাচের দশকের শেষে আর ছয়ের দশকে কালীদা রোজই এসে পার্থকে খুঁজতেন— না পেয়ে আমাদের নিয়ে বসতেন। গণনাট্য আন্দোলনের শুরুর দিনগুলোর কথা শোনাতেন। পুলিশের তাড়া খাওয়া আতঙ্কের দিনরাত্রি যাপনের কথা শোনাতে শোনাতে কখন যে মেঝেতে বিছানো সুন্দরম ছেঁড়া শতরাঞ্চ মুঠে করে ফিরে যেতেন আইপিটির বিসর্জন নাটকের জয়সিংহের চরিত্রে, রক্ষুপতির পায়ে কাকুতি মিনতি জানিয়ে অপর্ণার জন্য আশ্রয় ভিক্ষা করতেন— চোখের কোল দুটো টলটল করত, দেখব কি, খক— নিঃশব্দে বিদ্যুত চলে গিয়েচে। উহ কালীদা কি অভিনয়টাই না করেছিলেন জরাসন্ধর লৌহকাটি এ ঋত্বিক ঘটকের অযান্ত্রিক এ। হৃষীকেশ মুখার্জির ডাকে মুম্বাই চলে যান।

কিন্তু নিজের জায়গা, নিজের কলকাতা ছেড়ে থাকার কথা ও তো কোনওদিন ভাবেননি--- প্রীতি বৌদি একদিন বলেছিলেন— মাঝে মাঝে বলত বটে, গোড়ার জীবনে বোম্বে চলে গেলেই হত। আচ্ছা বলো তো, গেলে কি বিশ্বরূপায় আরোগ্য নিকেতন এ কম্পাউন্ডার সাজতে নিজের বাবার কেটে চুরি করে গায়ে দিতে পারত মঞ্চে? না কি বিধায়ক ভট্টাচার্যর ক্ষুধার নাটকে ভিজে গামছাটা নিংড়োতে নিংড়োতে বলতে পারত— ামায় মারেনি রে, এমনি করে নিংড়েছে। প্রীতি বৌদির চোখের পাতা কাঁপছিল একফোঁটা জলের ভারে।

সৌজন্যে— প্রতিদিন)

জেনারেলদের জন্য সংরক্ষণের শর্ত নির্ধারন করে দিল নবান্ন

কলকাতা, ১৫ জুলাই (হি.স): সরকারি চাকরি ও শিক্ষায় জেনারেলদের জন্য সংরক্ষণের শর্ত নির্ধারন করল নবান্ন। কেন্দ্রীয় সরকারের পথে হেঁটে আর্থিক আয়ের উর্দসীমা ৮ লক্ষ টাকাই রাখল তারা। সোমবার নবান্ন থেকে জারি এক নির্দেশিকায় রাজ্য সরকারি চাকরি ও শিক্ষায় জেনারেলদের জন্য সংরক্ষণের শর্ত নির্ধারিত হয়েছে। তাতে দেখা যাচ্ছে, কেন্দ্রের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে রাজ্য সরকারের যাবতীয় শর্ত।

সরকারি চাকরি ও শিক্ষায় এবার রাজ্য সরকারের তরফে ১০ শতাংশ সংরক্ষণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সরকারি চাকরি ও শিক্ষায় আর্থিকভাবে অনগ্রসর জেনারেল প্রার্থীদের ১০ শতাংশ সংরক্ষণ অনুমোদন করেছে মন্ত্রিসভা। মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণার পর সেই মতোই নির্দেশিকা জারি করল রাজ্য সরকার । তবে এসটি,এসসি, ওবিসি অর্থাৎ তফশিলী জাতিভুক্তির সুবিধা যাঁরা পান, তাঁরা এই সংরক্ষণের আওতায় থাকবেন না। মুখ্যসচিব মলয় দের জারি করা নির্দেশিকা অনুযায়ী, রাজ্যের আর্থিক ভাবে দুর্বল নাগরিকরা এবার থেকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সরকারি ক্ষেত্রে ১০ শতাংশ সংরক্ষণের সুবিধা পাবেন । তবে এই সংরক্ষণের আওতায় আসার জন্য রয়েছে বেশ কিছু শর্ত । এদিনের নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, ৮ লক্ষ টাকা বা তার কম বার্ষিক আয়, এমন পরিবারের ছেলে বা মেয়েরা পাবেন এই সংরক্ষণের সুবিধা। অবশ্যই পরিবারের মালিকানাধীন জমির পরিমান ৫ একরের বেশি হতে পারবে না। তাছাড়া শহর বা শহরতলিতে ১,০০০ স্কোয়ারফিট বা তার থেকে বড় ফ্ল্যাট থাকলেও মিলবে না সংরক্ষণ। ইতিমধ্যে যাঁরা এসটি,এসসি, ওবিসি সংরক্ষণের আওতায় পড়েন তাঁরা পাবেন না এই সংরক্ষণের সুবিধা। সব ক''টি শর্ত পূরণ করলে তবেই মিলবে সংরক্ষণ। লোকসভা নির্বাচনের আগে সংসদে ১২৪তম সংবিধান সংশোধন করে 'উচ্চবর্ণ'-এর জন্য ১০ শতাংশ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে নরেন্দ্র মোদীর সরকার। ভোটে বিজেপির বিপুল জয়ের পর একই পথে হাঁটে রাজ্যের তৃণমূল সরকার। বিধানসভায় মন্ত্রিসভার এক বৈঠকে রাজ্যেও সাধারণ শ্রেণির জন্য ১০ শতাংশ সংরক্ষণের সিদ্ধান্তে শিলমোহর দেয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্ত্রিসভা।

ফের সংঘর্ষ পশ্চিম মেদিনীপুরের কেশপুরে, আহত উভয় পক্ষের ৮ জন

কেশপুর, ১৫ জুলাই (হি. স.) : কেশপুরে তৃণমূলের একচ্ছত্র আধিপত্য থাকলেও বিজেপির উত্থান শুরু হয়েছে বিভিন্ন অঞ্চলে। রাজ্যে ভোল বদল এর ইঙ্গিত পেতেই বিজেপির নতুন সর্মথকরা গ্রামে গ্রামে পতাকা তোলা শুরু করে দিয়েছে। সেখানে সমস্যা তৈরি হয়েছে বিভিন্ন এলাকায়। বিজেপি পতাকা তোলা ও রাজনৈতিক কর্মসূচি নেওয়া শুরু করতেই আক্রমণ ঘটছে তৃণমূলের। সোমবার সকালে এই আক্রমণ থেকে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে কেশপুর থানার অন্তর্গত দোগাছিয়া গ্রামে। দুই পক্ষের সংঘর্ষে উভয় পক্ষের মোট আটজন আহত হয়ে ভর্তি হয়েছে কেশপুর ও মেদিনীপুর হাসপাতালে। ঘটনার পরে এলাকায় মোতায়েন করা হয়েছে পুলিশ বাহিনী।

কেশপুর থানার অন্তর্গত দোগাছিয়া গ্রাম তৃণমূলের শক্ত ঘাঁটি। লোকসভা নির্বাচনের ভোটগ্রহণের দিন ওই গ্রামে ভোট পরিস্থিতি দেখতে গিয়ে আক্রান্ত হয়েছিলেন ভারতী ঘোষ সহ বিজেপির নেতাকর্মীরা।

ভাঙচুর করা হয়েছিল সংবাদমাধ্যমের বহু গাড়িও। কিন্তু লোকসভা নির্বাচনের ফলাফলে বিজেপির উত্থান দেখতে পেয়ে অনেকে সাহস করে ওই গ্রামে বিজেপির পতাকা তোলা শুরু করেছিলেন। তারপর থেকেই দফায় দফায় সংঘর্ষ ও উত্তেজনা। রবিবার রাতে ওই গ্রামে দুই পক্ষের উত্তেজনা তৈরি হয় পতাকা তোলাকে কেন্দ্র করে, বোমাবাজিও হয়। সোমবার সকালে দোগাছিয়া গ্রামের বাজারে চায়ের দোকানে রাতের ঘটনার জেরে তর্কাতর্কি থেকে সংঘর্ষ শুরু হয়ে যায় উভয় পক্ষের। সংঘর্ষে লাঠিসোটা নিয়ে একে অপরকে মারধর করা হয়েছে।

গ্রামে উত্তেজনার খবর পেয়ে সেখানে আছে কেশপুর থানার পুলিশ। পরিস্থিতি সামাল দেয় তারা।

এই ঘটনায় উভয় পক্ষে ৮ জন জখম হয়েছেন। যাদের মধ্যে বিজেপির চারজনকে কেশপুর হাসপাতালে এবং তৃণমূলের চারজনকে মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।পরিস্থিতি সামাল দিতে নেমে পুলিশ দু''জনকে আটক করেছে। এলাকায় মোতায়েন রেখেছে পুলিশ বাহিনী।

এ বিষয়ে বিজেপি নেতা শিবু পানিগ্রাহী বলেন- 'কেশপুরের সন্ত্রাসবাদি নেতা মহাম্মদ রফিকের নেতৃত্বে এই হামলা হয়েছে । আমাদের চার জন গুরুতর জখম হয়েছেন। এরকম চলতে থাকলে ওই সমস্ত কেশপুরের তৃণমূল নেতাদের মেদিনীপুর শহরে ঢোকা আটকে দেবো আমরা।' অভিযোগ অস্বীকার করে মহম্মদ রফিক উল্টো অভিযোগ করেছেন ।তিনি বলেন -'বিজেপির লোকজন আমাদের লোকজনকে চা দোকানে বসে থাকা অবস্থায় আক্রমণ করেছিল। সেখানেই পাল্টা প্রতিরোধ করেছে গ্রামবাসীরা, বহিরাগত বিজেপির ওই ক্যাডারদের গ্রামবাসীদের প্রতিরোধে যা হওয়ার হয়েছে। আমাদের দলের কোন লোক এতে যুক্ত নেই।

ধৈর্য ধরে বক্তব্য শোনার অভ্যাস করুন, ওয়েইসিকে কটাক্ষ শাহের

নয়াদিল্লি, ১৫ জুলাই (হি.স.) : ধৈর্য ধরে অন্য সাংসদদের বক্তব্যগুলি মন দিয়ে শুনন। সোমবার লোকসভায় এনআইএ সংশোধনী বিল নিয়ে আলোচনার সময় এআইএমআইএম নেতা আসাদউদ্দিন ওয়েইসিকে সতর্ক করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

এদিন বিজেপি সাংসদ সত্যপাল মালিক বলেন, মালেগাঁও কাণ্ড নিয়ে বহুবার আলোচনা হয়েছে। আমাদের উচিত হায়দরাবাদ নিয়েও আলোচনা করা। নির্দিষ্ট একটি রাজনৈতিক দলকে সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার জন্য এমন কাণ্ড করা হয়।

হায়দরাবাদে মক্কা মসজিদ বিস্ফোরণ কাণ্ডের তদন্তে নেমে যখন পুলিশ কমিশনার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কয়েক জন আটক করেছিল।

তখন কমিশনারকে কটাক্ষ করেছিল মুখ্যমন্ত্রী। সত্যপাল মালিক এমন মন্তব্যের পরেই চিৎকার করতে শুরু করে আসাদউদ্দিন ওয়েইসি।

এরপরেই মুখ খোলেন স্বয়ং অমিত শাহ। তিনি বলেন, অধিবেশন কক্ষের নিয়ম অনুযায়ী ধৈর্য ধরে শোনার অভ্যাস করা উচিত। এরকম আচরণ কোনও ভাবেই বরদাস্ত করা যাবে না। পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে আসাদউদ্দিন বলেন, বিরোধী দলের নেতাদের হুমকি দিয়ে চলেছেন অমিত শাহ। তিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, ভগবান নন।

অসমের বন্যা ত্রাণে কেন্দ্রীয় সাহায্যের দাবিতে সংসদ ভবনের সামনে ধরনা রাজ্যের কংগ্রেসি সাংসদদের

নয়াদিল্লি, ১৫ জুলাই (হি.স.) : অসমের চলমান বন্যা ত্রাণে কেন্দ্রীয় প্রাপ্য তহবিল রিলিজ এবং সাহায্যের দাবিতে নয়াদিল্লিতে সংসদ ভবনের সামনে গান্ধী মূর্তির পাদদেশে অসমের ছয় কংগ্রেস সাংসদ সোমবার ধরনা কর্মসূচি পালন করেছেন। আজ সকাল ১০.৩০ মিনিটে এই ধরনা কর্মসূচি পালন করেছেন তাঁরা।

অসমকে জাতীয় বন্যা অধ্যুষিত হিসেবে রাজ্য হিসেবে ঘোষণা করা, তাৎক্ষণিকভাবে উদ্ধার ও ত্রাণ সামগ্রী বন্যার্তদের কাছে পৌঁছে দেওয়া, কেন্দ্রীয় প্রাপ্য বন্যা ত্রাণ তহবিল রিলিজ এবং সাহায্য করা ইত্যাদি বিভিন্ন দাবি-দাওয়া সংবলিত প্ল্যা-কার্ড হাতে হাতে নিয়ে ধরনা দিয়েছেন রাজ্যসভার সদস্য তথা অসম প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি রিপুন বরা, সঞ্জয় সিং (রাজ্যসভা), ভূবনেশ্বর কলিতা (রাজ্যসভা), রানি নরহ (রাজ্যসভা), প্রদ্যুত বরদলৈ এবং আব্দুল খালেক।

এদিকে অসম প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি রিপুন বরা রাজ্যের বন্যা সমস্যা-প্রসঙ্গ আজ রাজ্যসভায়ও তুলেছেন। সদনে জিরো আওয়ারে এ-প্রসঙ্গে তিনি অসম সরকারের বিরুদ্ধে বন্যার্তদের উদ্ধার করা এবং বন্যা-সমস্যা সমাধানে সম্পূর্ণ ব্যর্থ বলে অভিযোগ তুলে বক্তব্য পেশ করেছেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে একটি বিশেষ দল অসমে পাঠিয়ে বন্যা দুর্গতদের সহায়তায় রাজ্য সরকারকে 'গাইড' দেওয়ারও দাবি জানিয়েছেন রিপুন। তিনি বলেন, কেন্দ্রকে রাজ্য সরকার সঠিক বন্যা সমস্যার বর্ণনা করতে পারছে না। তাই অনতিবিলম্বে কেন্দ্রীয় কোনও দায়িত্বশীল মন্ত্রীকে পাঠিয়ে অসমে গত প্রায় দশদিন ধরে চলমান প্রলয়ংকরী বন্যার সরেজমিনে প্রত্যক্ষ করারও আহ্বান জানিয়েছেন তিনি

এছাড়া, তাৎক্ষণিকভাবে বন্যাত্রাণে অর্থ-সাহায্য রিলিজ করার জোড়ালো দাবি কেন্দ্রের কাছে জানিয়েছেন তিনি। পাশাপাশি অসমের বন্যা সমস্যাকে জাতীয় সমস্যা হিসেবে স্বীকৃতি দিতে দাবি জানান সাংসদ বরা।

নিরাপত্তা চেয়ে পুলিশের দ্বারস্থ মুম্বইয়ের হোটেলে থাকা কর্ণাটকের বিক্ষুব্ধ বিধায়করা

মুম্বই, ১৫ জুলাই (হি.স.) : কর্ণাটকের শাসক দলকে হতাশ করে কংগ্রেস-জেডিএস-এর শীর্ষে নেতৃত্বের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করলেন ১৪ বিক্ষুব্ধ বিধায়ক। নিরাপত্তা চেয়ে পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছেন মুম্বইয়ের একটি হোটেলে থাকা কর্ণাটকের বিক্ষুব্ধ বিধায়করা।

বিগত দশদিন ধরে কর্ণাটকে অব্যাহত অচলাবস্থা উ এই অবস্থায় সোমবার শোনা গিয়েছিল বিক্ষুব্ধ বিধায়কদের কয়েকজন ইস্তফাপত্র প্রত্যাহার করতে পারেন। আশার আলো দেখছিলেন কুমারস্বামী-সিদ্দারামাইয়ারাও। কিন্তু ফের ছন্দপতন। সোমবার কংগ্রেস-জেডিএস-এর শীর্ষে নেতৃত্বের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করলেন ১৪ বিক্ষুব্ধ বিধায়ক। তাঁরা রয়েছেন মুম্বইয়ের একটি হোটেলে। পুলিশের কাছে নিরাপত্তার দাবি জানিয়ে সি করেছেন ১০ বিধায়ক।

মুম্বই পুলিশকে চিঠি দিয়ে বিধায়করা জানান, মল্লিকার্জুন খাড়গে, গুলাম নবি আজাদ বা মহারাষ্ট্র ও কর্নাটকের কংগ্রেস নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠক করতে রাজি নন তাঁরা। কিন্তু তাঁদের উপর চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে। বিধায়ক পদ বাতিল করার হুঁশিয়ারি দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ। কংগ্রেস নেতা শিবাকুমার জানান, বিধায়কদের উপর হুইপ জারি রয়েছে। বিধানসভার অধিবেশনে অংশগ্রহণ না করলে দলের নিয়ম অমান্য করা হবে। তাঁদের বিধায়ক পদ বাতিল হতে পারে।

উল্লেখ্য, বিক্ষুব্ধ বিধায়কের ইস্তফাপত্র স্পিকার গ্রহণ করলে, সংখ্যালঘু হয়ে পড়বে কংগ্রেস-জেডিএস জোট সরকার। শরিক-সহ তাদের ১১৮টি বিধায়কের মধ্যে ১৮ জনের (এর মধ্যে ২ জন নির্দল বিধায়ক ইস্তফা দিয়েছেন। এবং তাঁরা বিজেপিকে সমর্থন করবেন বলে জানান।) ইস্তফা গৃহীত হলে ১০০ সংখ্যা দাঁড়াবে জোট সরকারের। বিজেপির হাতে ১০৫ বিধায়ক রয়েছে। সঙ্গে দুই নির্দল বিধায়কের সমর্থন মিলতে পারে। সহজই ম্যাজিক ফিগার অতিক্রম করতে পারবে বিজেপি। এই আবস্থায় বিক্ষুব্ধদের শান্ত করতে মরিয়া রাজ্যের শাসক দল

বন্যার জলে বিধ্বস্ত হাটশিঙিমারির ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের কাঁটাতারের বেড়া, প্লাবিত মানকাচরের দুই শতাধিক গ্রাম

হাটশিঙিমারি (অসম), ১৫ জুলাই, (হি.স.) : রাজ্যের অন্যান্য প্রান্তের পাশাপাশি ধুবড়ি এবং দক্ষিণ শালমারা-মানকাচর জেলায় বন্যা পরিস্থিতি জটিল রূপ ধারণ করেছে। সোমবার বিপদসীমার ১৩০ সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে এলাকার ব্রহ্মপুত্র। বন্যার জলের তোড়ে বিধ্বস্ত হয়ে গেছে হাটশিঙিমারির ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী আসামের আলগায় কাঁটাতারের বেড়া। এর সঙ্গে ভেসে গেছে সীমান্ত সড়কও। এছাড়া হাটশিঙিমারি থেকে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তগামী সংযোগী কোকরাডাঙা বাঁধ-সড়ক ভাঙার উপক্রম হয়েছে। ফলে গোটা অঞ্চলে বিরাজ করছে আতঙ্কময় পরিবেশ।

উল্লেখ্য, দক্ষিণ শালমারা-মানকাচর জেলার সদর হাটশিঙিমারি থেকে মাত্র প্রায় চার কিলোমিটার দূরবর্তী ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে আসামের আলগা বিএসএফ ক্যাম্প এলাকার ১০৫১-৬(এস) নম্বর সীমান্তখুঁটির কাছে সংস্থাপিত কাঁটাতারের বেড়া এবং সংলগ্ন সীমান্তসড়কের প্রায় ১৫ মিটার অংশ আজ বিকেল প্রায় চারটা নাগাদ বন্যার জলে বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। সীমান্তবর্তী শিশুমারা বিএসএফ ক্যাম্প থেকে মানকাচরের সদরটিলা পর্যন্ত প্রায় ৩০ কিলোমিটার কাঁটাতারের বেড়া রয়েছে। কাঁটাতার ঘেঁষা ওই সীমান্তসড়কে ২৪ ঘণ্টা পাহারা দেওয়া ছাড়াও ওই পথে বিএসএফ জওয়ানরা যাতায়াত করেন। আজ বিকেলে রাস্তার পাশপাশি কাঁটাতারের বেড়া গুঁড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার ফলে সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনীকে প্রহরায় বেশ বেগ পেতে হবে।

এদিকে, সীমান্তের কাঁটাতারের বেড়ার পাশাপাশি রাস্তাটি ভেঙে যাওয়ায় দক্ষিণ শালমারা-মানকাচর জেলার প্রায় ৯০ শতাংশ গ্রাম ইতিমধ্যে বন্যার কবলে পড়েছে। সীমান্তের এই ভাঙা রাস্তা গলিয়ে বন্যার জল ঢোকার আগে ৭০ শতাংশ গ্রাম প্লাবিত হয়েছিল। এবার নতুন নতুন এলাকা প্লাবিত হওয়ায় শতাংশের হিসাবে ৯০-এ গিয়ে ঠেকেছে।

জেলায় এক সপ্তাহ অতিক্রম করেছে বন্যার বিভীষিকা। গোটা জেলার প্রায় চার শতাধিক গ্রাম এ মুহূর্তে জলমগ্ন। বন্যাক্রান্ত পরিবারগুলি নিজেদের বাড়িঘর ছেড়ে আশ্রয় নিয়েছেন বাঁধের ওপর এবং বিভিন্ন সরকারি কার্যালয়ের বারান্দায়। সর্বত্র চলছে হাহাকার।

সারদাকাণ্ডে ইডির নোটিশ ৬ প্রভাবশালীকে

কলকাতা, ১৫ জুলাই (হি.স): সারদাকাণ্ডে ইডি সোমবার নোটিশ পাঠাল শতাব্দী রায়, কুণাল ঘোষ সহ ৬ প্রভাবশালীকে। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করা হল তৃণমূল সাংসদ শতাব্দী রায়, প্রাক্তন সাংসদ কুণাল ঘোষ, ইস্টবেঙ্গল ফুটবল ক্লাব কর্তা দেবব্রত সরকার ওরফে নীতু, ব্যবসায়ী বাবা ছেলে সজ্জন আগরওয়াল ও সন্ধীর আগরওয়াল ও বারুইপুরের সারদার এজেন্ট অরিন্দম দাস ওরফে বুম্বাকে। আগামী সপ্তাহতেই সল্টলেকে সিজিও কমপ্লেক্সে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের দফতরে হাজিরা দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ওদিকে আবার লোকসভা ভোটের আগে থেকেই চিটফান্ড তদন্তের গতি কয়েকগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে সিবিআই। এবার একই তদন্তে শাসক দলের প্রাক্তন এক সাংসদ সহ আরও এক জনকে নোটিশ পাঠিয়েছে সিবিআই। সেই সঙ্গে নারদ কাণ্ডে রাজ্য সরকারের বেশ কয়েক জন অফিসারকেও জেরার জন্য নোটিশ ধরিয়েছে এই কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। যে হেতু গোটা তদন্তই সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে হচ্ছে, তাই প্রয়োজনে প্রতি পদক্ষেপ সর্বোচ্চ আদালতকেও জানিয়ে রাখা শুরু করেছে তারা। তাৎপর্যপূর্ণ হল, সম্প্রতি সারদা কাণ্ডের দুই মাথা সুদীপ্ত সেন ও দেবযানী মুখোপাধ্যায়কে জেলে গিয়েও জেরা করে এসেছেন সিবিআই অফিসাররা।

সিবিআই যেমন চিটফান্ড কাণ্ডে ষড়যন্ত্রের দিকটি তদন্ত করে দেখছে। তেমন এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট তদন্ত করছে 'মানি ট্রেইল'। অর্থাৎ সাধারণ মানুষের কাছ তোলা চিটফাণ্ডের টাকা কী ভাবে হাত বদল হয়েছে। তার সুবিধা পেয়েছেন কারা ? এর মধ্যে শাসক দলের কারা রয়েছেন। তা ছাড়া আর কোন কোন প্রভাবশালীর কাছে টাকা পৌঁছেছে।

সিবিআই সুত্রে জানা গেছে , গত কয়েক মাস ধরে সিবিআই,ইডি দুই কেন্দ্রীয় সংস্থারই তদন্তের অগ্রাধিকারের বিষয় হল, -মুখ্যমন্ত্রীর আঁকা ছবির বিক্রি ও নিলাম। চলচ্চিত্র প্রযোজক শ্রীকান্ত মোহতাকে গ্রেফতারের পরই সিবিআই জানিয়েছিল, মুখ্যমন্ত্রীর আঁকা ছবি কেনার জন্য চিটফান্ড সংস্থাগুলোর ওপর চাপ তৈরি করতেন শ্রীকান্ত মেহেতা। পরবর্তী কালে শিবাজী পাঁজা, শুভাপ্রসন্নকেও এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় বলে সিবিআই সূত্রের খবর। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আঁকা ছবির প্রদর্শনী কারা আয়োজন করেছিলেন, কোথায় করেছিলেন, কে কে সেই ছবি কিনেছিলেন সবই তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। এ জন্য একটি বেসরকারি প্রদর্শনশালার মালিককেও তদন্তকারীরা জেরা করতে পারেন বলে জানা গেছে। আগামী সপ্তাহে ইডির তলব করা প্রভাবশালীদের মধ্যে শতাব্দী রায় বাদ দিয়ে বাকি ৫ জনকেই এর আগে সারদা মামলায় গ্রেফতার করেছিল সিবিআই। আর্থিকভাবে কারা কারা লাভবান হয়েছেন, আমানতকারীদের টাকা শেষমেশ কোথায় গিয়ে পৌঁছেছে, তা জানতেই এই ৬ জনকে জিজ্ঞাসাবাদ করার জরুরি বলে মনে করছে ইডি।

সম্প্রতি সারদা মামলায় সুদীপ্ত সেন ও দেবযানী মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে জেলে গিয়ে কথা বলে এসেছেন তদন্তকারী অফিসাররা। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উঠে এসেছে ইডির হাতে। এই ৬ জনকে জিজ্ঞাসাবাদ করে সেগুলি যাচাই করে নিতে চান তদন্তকারীরা।

রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় এরশাদের শেষকৃত্য করার প্রস্তাবে সায় দিল না বাংলাদেশ সরকার

ঢাকা, ১৫ জুলাই (হি.স.) : প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি তথা বাংলাদেশ সংসদে বিরোধী দলীয় নেতা তথা জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের শেষকৃত্য সংক্রান্ত প্রস্তাবে সায় মেলেনি সরকারের। মৃত্যুর পর এরশাদকে রাষ্ট্রীয়ভাবে কবর দেওয়ার ব্যবস্থা নিতে সরকারকে প্রস্তাব দিয়েছিলো জাতীয় পার্টি। কিন্তু সেই প্রস্তাব নাকচ করে দেওয়া হয়েছে।

ক্ষমতাসীন দল আওয়ামি লিগের নেতৃত্বাধীন মহাজোটের শরিক জাতীয় পার্টির মহাসচিব ও বিরোধীদলীয় চীফ হুইপ মসিউর রহমান রাঙ্গা এমপি'র চিঠি পাওয়ার পর সরকারের এ সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

'হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ- এর মৃত্যু পরবর্তী রাষ্ট্রীয়ভাবে দাফন সংক্রান্ত' শিরোনামে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের বিধি অধিশাখার উপসচিব মোহাম্মদ সাইদুর রহমান স্বাক্ষরিত মসিউর রহমান রাঙ্গাকে দেওয়া চিঠিতে বলা হয়, আপনার পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, দি প্রেসিডেন্ট (রিম্যুনারেশন এন্ড প্রিভিলেজ) অ্যাক্ট, ১৯৭৫ (২০১৬ সালের মে পর্যন্ত সংশোধিত) অনুযায়ী সাবেক প্রেসিডেন্টদের রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন (করব দেওয়া)-এর কোন বিধান নেই। এছাড়া প্রাক্তন প্রেসিডেন্টদের রাষ্ট্রীয় মর্যাদায়

ছয়ের পাতায়

ভোটব্যাঙ্ক রাজনীতির জন্য পোটা আইন বাতিল করেছিল ইউপিএ : অমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ১৫ জুলাই (হি.স.) : ভোটব্যাঙ্ক রাজনীতির জন্য পোটা আইন বাতিল করেছিল তৎকালীন ইউপিএ সরকার। সোমবার লোকসভায় দাঁড়িয়ে এমনই জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

দি ন্যাশনাল ইনভেস্টিকেশন এজেন্সি সংশোধনী বিল ২০১৯ নিয়ে আলোচনায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিরোধীদের আশ্বস্ত করে অমিত শাহ বলেন, দি ন্যাশনাল ইনভেস্টিকেশন এজেন্সি সংশোধনী বিল ২০১৯ অপব্যবহারের কোনও লক্ষ্য মোদী সরকারের নেই। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াই আরও জোরদার করার জন্য এই বিলের লক্ষ্য। জঙ্গি কোন সম্প্রদায়ভুক্ত তা বিচার্য না করে জঙ্গি দমনে কঠোর অবস্থান নেওয়াই এই বিলের লক্ষ্য। পাশাপাশি কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তোপ দেগে অমিত শাহ স্পষ্ট করে দেন, অপব্যবহারের জন্য পোটা আইনকে বাতিল করা হয়নি। ভোটব্যাঙ্ক রাজনীতির জন্যই পোটা আইন বাতিল করেছিল তৎকালীন ইউপিএ সরকার। পোটা এমন একটি আইন ছিল যা জঙ্গিদের থেকে দেশের সীমান্তকে সুরক্ষিত করেছিল। পোটাকে ব্যবহার করে জঙ্গিদের জেলে পোড়া যেত। ২০০৪ সালের ইউপিএ সরকারের প্রথম মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই আইনকে বাতিল করে দেওয়া হয়। এটি পুরোপুরি রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত ছিল।

উল্লেখ করা যেতে পারে ২০০২ সালে প্রথম এনডিএ সরকারের আমলে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারি বাজপেয়ীর আমলে দি প্রিভেনশন অফ টেরোরিসম অ্যাক্ট (পোটা) কার্যকর করা হয়েছিল। জঙ্গিদমন অভিযান শক্তিশালী করার লক্ষ্যে এই আইন কার্যকর করা হয়েছিল। পরবর্তী সময় মনমোহন সিং প্রধানমন্ত্রী হলে এই আইন বাতিল করে দেওয়া হয়।

আয়ারাম- গয়রাম- হায়রাম! বলে বিজেপি-তৃণমূলকে কটাক্ষ সূর্যকান্ত মিশ্রর

সিউড়ি, ১৫ জুলাই (হি.স.) : আয়ারাম- গয়রাম- হায়রাম! তৃণমূল থেকে বিজেপিতে, ফের তৃণমূলে যোগ দেওয়া। জনপ্রতিনিধিদের বারবার দলবদলকে কটাক্ষ করতে গিয়ে আয়ারাম গয়ারাম বলার পরই গান্ধীজির বক্তব্যকে হাতিয়ার করলেন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক সূর্যকান্ত মিশ্র। সিউড়িতে দলের বৈঠকে যোগ দিয়ে সোমবার তিনি দাবি জানালেন কাট্মানির টাকা যেন ফের কাটমানি হয়ে কারও পকেটে না ঢোকে। আদায় হওয়া ওই টাকায় পুকুর কাটার দাবি জানিয়েছেন সূর্যকান্ত মিশ্র। ভোট পরবর্তীতে আত্মসমীক্ষার জন্য সোমবার সিউড়িতে ক্লোড ডোর বৈঠকে বসেন বীরভূম জেলা সিপিএমের নির্বাচিত সদস্যরা। ওই সভায় ছিলেন রাজ্য সম্পাদক সূর্যকান্ত মিশ্র, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য রামচন্দ্র ডোম, জেলা সম্পাদক মনষা হাঁসদা। দীর্ঘক্ষণ আত্মমন্থন করা হয়। পরে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে কাটমানি ইস্যু থেকে পুরসভা থেকে পঞ্চায়েত এমনকি বিধায়কদের

ছয়ের পাতায়

অসমের বন্যা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বললেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৫ জুলাই (হি. স.) : বন্যা কবলিত অসমের পরিস্থিতি সম্পর্কে সোমবার টেলিফোনে খোঁজ-খবর নিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। অসমের মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়ালকে ফোন করে এদিন বন্যা পরিস্থিতির খবর নেওয়ার পাশাপাশি এই প্রবল দুর্যোগের দিনে কেন্দ্র সরকারের সবরকম সহায়তা ও পাশে থাকার আশ্বাসও দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল তাঁকে জানান, রাজ্যের ৩৩টি জেলার মধ্যে ৩১টি জেলাই বর্তমানে বন্যা কবলিত। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন প্রায় সাড়ে ২৬ লক্ষ মানুষ। এখনও পর্যন্ত মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১১।

একটানা প্রবল ভারী বর্ষণের জেরে ফুঁসছে ব্রহ্মপুত্র নদ। প্লাবিত হয়ে গিয়েছে প্রচুর গ্রাম। আশ্রয়হীন

ছয়ের পাতায়

বর্জ্য জলে দুষিত হচ্ছে জলাশয়, অভিযোগ খতিয়ে দেখতে এসে গ্রামবাসীদের রোষে কারখানা কর্তৃপক্ষ

দুর্গাপুর ১৫ জুলাই (হি. স.) : মদ কারখানার বর্জ্য জলে নষ্ট হচ্ছে চাষজমি, জলাশয়। দুর্গন্ধে ওষ্ঠাগত প্রাণ গ্রামবাসীদের। অভিযোগ খতিয়ে দেখতে এসে গ্রামবাসীদের রোষে পড়ল মদ তৈরী কারখানার কর্মীরা।সোমবার ঘটনাকে ঘিরে চরম উত্তেজনা ছড়াল পশ্চিম বর্ধমানের বুদবুদের মাড়ো গ্রামে। পরিস্থিতি সামাল দিতে নামল পুলিশ।

উল্লেখ্য, পানাগড় শিল্পতালুকে গ্লোবাল স্পিরিট নামে মদ তৈরী কারখানা। বছর তিনেক ধরে ওই কারখানা উৎপাদন শুরু হয়েছে। উৎপাদন শুরু হতে মাত্রারিক্ত দুষনে জেরবার আশপাশের কোটা, চন্ডীপুর, নতুনগ্রাম, মাড়ো সহ ৭ টি গ্রামের বাসিন্দারা। কারখানার মদ তৈরীর সময় পচা দুর্গন্ধে অতিষ্ঠ এলাকাবাসীরা। তবে বেশী আক্রান্ত মাড়ো গ্রামের বাসিন্দারা। কারখানার বর্জ্য জল মিশছে পার্শবর্তী চাষ জমি ও সেচ ক্যানেলে। আর ওই সেচ ক্যানেল মাধ্যমে মাড়ো গ্রামের একাধিক পুকুরে মিশছে। শুধু তাই নয় আশপাশের চাষজমিতে ওই নোংরা জল পড়ে জমির উর্বরতা নষ্ট করছে। বিষয়টি নিয়ে দফায় দফায় প্রশাসনের কাছে অভিযোগ জানায় গ্রামবাসীরা। সোমবার চাপে পড়ে অভিযোগ খতিয়ে দেখতে গ্রামে যায় কারখানার কর্মীরা। গ্রামে ঢুকতে ঘিরে ধরে বাসিন্দারা। শুরু হয় কারখানার কর্মীদের সঙ্গে বচসা। আর তাতেই উত্তেজনার পারদ চড়তে থাকে।

গ্রামবাসীদের দাবী,' সেচ ক্যানেলে কারখানার বর্জ্য দুষিত জল নিকাশী বন্ধ করতে হবে। যে সমস্ত পুকুরের মাছ মরেছে ও জমি নষ্ট হয়েছে তার ক্ষতিপূরন দিতে হবে।' গ্রামবাসীরা জানান,' কর্তৃপক্ষ রাজনৈতিক নেতাদের ''কাটমানি'' দিয়ে বিষয়টি মিটিয়ে নিতে চাইছে। তা হতে দেব না। প্রয়োজনে এই নরক যন্ত্রনা থেকে বাঁচতে কারখানার গেটে তালা ঝুলিয়ে দেওয়া হবে।' যদিও এসব বিষয়ে কোনরকম মুখ খুলতে চায়নি গ্লোবাল স্পিরিট কর্তৃপক্ষ। তবে গলসী-১ বিডিও বিনয় মন্ডল জানান,' অভিযোগ পেয়েছি। বিষয়টি তদন্ত করা হচ্ছে।'

প্রেসিডেন্সিতে প্রবেশিকায় স্বচ্ছতার দাবিতে অবস্থান বিক্ষোভ

কলকাতা, ১৫ জুলাই (হি. স.) : প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশিকায় স্বচ্ছতার দাবি নিয়ে সোমবার কলেজ স্ট্রিটে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে বাম পড়ুয়ারা অবস্থান বিক্ষোভ শুরু করে। অ্যাডমিশন কমিটির চেয়ারম্যানের ঘরের সামনে অবস্থান বিক্ষোভে বসে বাম ছাত্র সংগঠন এসএফআই। তাদের বক্তব্য, কর্তৃপক্ষ ছাত্রদের দাবি আংশিক মেনে নিয়েছে। কিন্তু পুরো দাবি না মেটা পর্যন্ত অবস্থান চলবে।

গতবছরের ধরা বজায় রেখে এই বছরও প্রতিষ্ঠানের প্রবেশিকা পরীক্ষার ফলাফলে দেখা যাচ্ছে একাধিক অস্বচ্ছতা। বিক্ষোভকারী ছাত্রদের তরফে এই অভিযোগ করে বলা হয়, জয়েন্ট বোর্ডের ওয়েবসাইটে ফল প্রকাশের পর দেখা যায় সেখানে কোনও মেধাতালিকা প্রকাশ করা হয়নি। পরীক্ষার্থীরা কেবল নিজেদের রাঙ্ক কার্ড সংগ্রহ করতে পারছে। সেখানেও মিলছে একাধিক অসঙ্গতি। জয়েন্ট বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত এই কার্ডে এবার কোনো সিরিয়াল নম্বরের উল্লেখ নেই। যে কোনও প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাতে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ প্রায়শই একাদিক পরীক্ষার্থী একই রাঙ্ক পেলেও তাদের সিরিয়াল নম্বর ভিন্ন হয়। ভর্তির ক্ষেত্রে এই সিরিয়াল নম্বর মুখ্য ভূমিকা পালন করে।

পড়ুয়াদের অভিযোগ, একই সাথে এই বারের ফলাফলে মেধাতালিকা এবং সিরিয়াল নম্বরের অনুপস্থিতি অস্বচ্ছতার প্রবণতাকে প্রকট করেছে। এ ছাড়া, কাউন্সেলিংয়ের নোটিশে একাধিক অন্যায় পদক্ষেপের নমুনা পাওয়া যাচ্ছে। প্রথমত, প্রতিটি বিষয়ে রেজিস্ট্রেশনের জন্য এবারও ৫০০ টাকা করে ধার্য করা হয়েছে। ২০১৭ সালে পরিমাণটি ছিল ১০০ টাকা। গত বছর সব কটি ছাত্রসংগঠন ও মঞ্চ একযোগে আন্দোলন করায় কর্তৃপক্ষ আশ্বাস দিয়েছিলেন যে এবার অর্থাৎ ২০১৯-এর ক্ষেত্রে কাউন্সেলিং ফি কমানো হবে। বাস্তবে দেখা যাচ্ছে কর্তৃপক্ষ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছে।

দ্বিতীয়ত, প্রতিবছর জয়েন্ট বোর্ড প্রথম কাউন্সেলিং লিস্ট আগে প্রকাশ করে এর পর ক্রমান্বয়ে অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন ও কাউন্সেলিং হয়ে থাকে। এবার দেখা যাচ্ছে অনলাইনে রেজিস্টার করার পরে প্রথম কাউন্সেলিং লিস্ট প্রকাশিত হবে। ফলস্বরূপ ছাত্রছাত্রীরা

ছয়ের পাতায়

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

খাবারের তালিকায় থাকা জিনিসগুলিই ক্যান্সার ডেকে আনতে পারে

ক্যানসার আমাদের জীবনের এখন একটি অতি পরিচিত বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। পাড়ায় পাড়ায়, অলিতে গলিতে এখন একটি দুটি করেক্যানসার আক্রান্ত দেখা যায়। চিকিৎসকদের বক্তব্য, দূষণকাজের ধরণ, খাওয়ারের রকমফেরই নাকি এই রোগের উৎস। বহু ক্ষেত্রে অতি সাধারণ জীবনযাপন করেও মুক্তি পাওয়াযাচ্ছে না এই মারণ ব্যাধী থেকে।তবে, আমরা যদি একটু নিজেদের পরিবর্তন করতে পারি তাহলে হয়তো বিপদের আশঙ্কা কিছুটা হলেও রোধ করা যাবে। সম্প্রতি একটি সমীক্ষায় বলা হয়েছে প্রতিদিনের জীবনে আমরা যদি এই খাবারগুলিকে আমাদের খাওয়ারেরতালিকা থেকে বাদ দিতে পারি তাহলে ক্যান্সারে রোখা যায়।

এবার এক নজরে দেখে নেওয়া যাক কোন কোন খাবারে রয়েছে এই তালিকায়—

১) প্রসেস্ড মিট :কাজের সুবিধার জন্য আজকাল আমরা সব কিছুতেই প্যাকেজড ফুড বা টিন ফুডের ব্যবহার কারি। চটজলদি খাবার তৈরি করা যায়। সঙ্গে ঝঞ্ঝাটও কম এই ধরনের খাবারের ক্ষেত্রে। শাক-সব্জি থেকে মাছ, এমনকী মাংসও আমরা এভাবেই খাই । তবে সমীক্ষায় বলা হচ্ছে টিনড মিট বা প্রসেস্ড মিট -এ প্রচুর পরিমাণে সোডিয়াম নাইট্রেড থাকে। এই রাসায়নিক শরীরে ক্যানসার সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে অন্যতম একটি বস্তু।

২) মাইক্রোওয়েভ পপকর্ন: ফাস্ট ফুড থেকে পটাটো ওয়েফার্স এমনকী পপকর্ন, তরুণ প্রজন্মের কাছে অতি পরিচিত এবং পছন্দের। গোটা দিনটাই তারা এগুলোর উপর কাটিয়ে দিতে পারে। কিন্তু, মাইক্রোওয়েভে তৈরি করা পপকর্ণ শরীরে পারফ্লুওরকট্যানোইক অ্যাসিড তৈরি করে। আর এই অ্যাসিড অতি সহজেই ক্যানসারের তৈরির কারণ।

৩) রিফাইন্ড ময়দা ঃ প্যাকেটজাত ময়দা বা আটাও রয়েছে এই তালিকায়। প্রাচীণকালে বাড়িতে মা ঠাকুরদা গম কিনে কলোটা তৈরি করে আনতেন। আর এখন চটজলদি কাজের জন্য মিলছে প্যাকেট করা রিফাইন্ড আটা বা ময়দা। চিকিৎসকরা বলছেন এই আটা ময়দায় থাকে ক্লোরিন গ্যাস। আর তা থেকেই শরীরে তৈরি হতে পারে ক্যান্সার।

৪) রিফাইন্ড চিনি: রিফাইন্ড চিনি। এটি শরীরে নানা ধরনের রোগ তৈরি করার অন্যতম একটি উপাদান বলেমনে করেন চিকিৎসকরা। শরীরে জীবন্ত সেল অতি সহজেই নষ্ট করে দিতে পারে এই চিনি। আর তার ফলেই দেখা দিতে পারে ক্যান্সার। শুধু রিফাইন্ড চিনিই নয়, এই তালিকা রয়েছে রিফাইন্ড নবল ও রিফাইন্ড তেলও। এগুলি প্রতিটিই শরীরে বিভিন্ন ধরনের অ্যাসিড তৈরি করে আর তাথেকেই ক্যানসারের উৎপত্তি হতে পারে বলে মনে করছেন চিকিৎসকরা।

৫) চাষ করা মাছ: যে সব মাছ পুকুরে বা ভেরিতে চাষ করা হয়, সেই মাছ খেতে বারণ করছেন চিকিৎসকরা। মাছ আকারে বড় করতে এবং সুস্থরাখতে সেখানে দেওয়াবিভিন্ন ধরনের ওষুধ। আর এই ওষুধ থেকেই মানুষের শরীরে তৈরি হয় রোগ। বাসা বাধছে ক্যানসারের মতো রোগও।৬) কোল্ডড্রিঙ্ক ঃ বাজারে পাওয়াযায় বিভিন্ন ধরনের সফট ড্রিঙ্ক। গরমে তেষ্টা মেটাতেই হোক বা ফাস ফুডের সঙ্গেই হোক ৮ থেকে ৮০ সকলেই এই সফট ড্রিঙ্ক পছন্দ করেন। অথচ, চিকিৎসকদের মতে এই সব ড্রিঙ্ক-এ থাকে মারাত্মক ক্ষতিকারক সোডা। আর তা থেকেই ক্যানসারের মতো মারণ ব্যাধি বাসা বাধতে পারে শরীরে। শুধু সফট ড্রিঙ্কই য়, নিষেধের তালিকায় রয়েছে কার্বাইড দিয়ে পাকানো বিভিন্ন ফলও। এই কার্বাইড থেকেই মানুষের শরীরে ঢুকতে পারে ক্ষতিকারক রাসায়নিক। ৭) প্যাকেটজাত আলুভাজা ঃ প্যাকেটজাত আলুভাজা বা ফ্রেঞ্চ ফ্রাই। বিভিন্ন খাবারের সঙ্গেই হোক বা মাল্টিপ্লেক্সে সিনেমা দেখতে দেখতে, ফ্রেঞ্চ ফ্রাই-এর কামড় ও সফট ড্রিঙ্কে চুমুক দিতে সকলেরই বেশ লাগে। কিন্তু, এই কামড় ও চুমুকই আপনার শরীরে ডেকে আনতে পারে ক্যানসারের মতো মারাত্মক রোগকে। আপনার অজান্তেই আপনাকে ঠেলে দিতে পারে মৃত্যু মুখে। এর থেকে শরীরে ঢুকে পড়তে পারে ক্ষতিকারক অ্যাক্রিলামাইড অ্যাসিড।

অবসাদ কীভাবে কাটাবেন?

চাপ বাড়ছে মনের উপর। পাহাড়প্রমাণ মানসিক চাপের কারণে একসময় আপনি অবসাদে ভুগতে শুরু করছেন। কিন্তু সামান্য কটা জিনিস মেনে চললে, মানসিক অবসাদ কাটানো অনেক সহজ হয়ে উঠবে।

চোখ বন্ধ করে বুকভরে শ্বাস নিন। মাথা থেকে সব চিন্তা হটানোর চেষ্টা করুন।

দিনের শত ব্যস্ততার মাঝেও ৩০ মিনিট সময় বের করে নিন। ওই ৩০ মিনিট ধ্যান করুন।

শরীর সুস্থ থাকলেই মন ভালো থাকবে। তাই শরীর সুস্থ রাখুন। রোজ সকালে নিয়ম করে তাই যোগা বা জগিং করুন। ব্যায়ামও কতে পারেন। হাসি মন ভাল করে দেয়। প্রাণ খুলে হাসুন। পজিটিভ এনার্জি পাবেন।

অবসর সময়ে বিশ্রাম করে কাটিয়ে দেওয়া নয়। নিজের পছন্দের কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখুন। সময় করে ছুটি নিয়ে মাঝে মাঝে দূরে ঘুরে আসুন। অপরিচিত জায়গা আপনাকে নতুন অক্সিজেন দেবে। একা বাড়ির মধ্যে বসে না থেকে বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটান।

কোনওভালো সালান বা স্পা পার্লালে গিয়ে বডি মেসেজ বা বডি স্পা করান।

এতেও যদি কাজ না হয়, নিজেকে বারবার বলুন, 'আমার থেকেও অনেকে খারাপ আছে। আমার যা আছে, অনেকের সেটুকুও নেই। আমি অনেক ভালো আছি।" সত্যিই, ভালো আছেন আপনি।

মানসিক চাপমুক্ত ও মন ভালো রাখতে একা থাকুন

একা থাকা মানেই অলস জীবন যাপন, দুশ্চিন্তা আর সময়ের অপচয় মনে করেন অনেকে। কিন্তু সলিটিউড আর লনলিনেস শব্দ দুটি কিন্তু ভিন্ন। বেশিরভাগই এ দু'টোকে এক বলে ভুল করেন। সলিটিউড অর্থ নির্জনতা যেখানে লনলিনেস মানে একাকিত্ব। একা থাকা মানেই একাকিত্ব নয়। নির্জনে শুধুমাত্র নিজেকে সঙ্গ দেওয়া একটি শারীরিক ও মানসিক চহিদা। এতে ফিজিক্যাল ও মেন্টাল রিল্যাক্সমেন্ট হয়।

লনলিনেটস এর ফলশ্রুতিতে তৈরি হতে পারে মানসিক অবসাদ। কিন্তু মনোবিজ্ঞান বলে, সলিটিউড শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য ফলদায়ক। জীবনকে আরও চিন্তাশীল, গতিশীল, সফল ও উৎপাদনশীল করতে দিনের একটি নির্দিস্ট সময় নির্জনেএকা থাকা উচিত বলে মনে করে মানসিক বিশেষজ্ঞরা। এর কিছু সফলতা রয়েছে।

চিন্তার জট মুক্তি

গবেষণায় দেখা গেছে, আমরা যেটুকু সময় নির্জনে একা থাকি সেসময় আমাদরে মস্তিষ্ক ভালো ভালো সিদ্ধান্ত তৈরি ও জটিল সমস্যার সমাধান করতে পারে এবং উদ্যম ফিরে আসে। যা কোলাহল বা লোকজনপূর্ণ স্থানে সম্ভব নয়।

মানসিক চাপ দূর

দৈনন্দিন কাজ, বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা, মিটিং, ইত্যাদিতে মস্তিষ্কে চাপ তৈরি হয়। দিনে নির্দিষ্ট সময়ে একা থাকুন। এ সময়টায় নিজের যা ভালো লাগে, যা ভালো অনুভব করেন তাই করুণ। ক্লান্তি দূর হয়ে শরীর ও মনে জোর ফিরে আসবে।

সূক্ষ্ম চিন্তা ও বিচারশক্তি

সারাক্ষণ অন্যদের সঙ্গে কথাবার্তা বা আলোচনা করলেও অনেক সময় সমাধান পাবেন না। কারণ আপনার মস্তিষ্ক তথ্য নিতে থাকবে কিন্তু তা বিশ্লেষণের জন্য ভুল ঠিক বিচারের সময় প্রয়োজন। সে সময়টি নিন। ইতিবাচক চিন্তা ও সহজ জীবনবোধ নির্জনতা জীবনকে সহজ করে। সারাদিন কী কী করলেন, আপনার দিনের পরিকল্পনা কতোটুকু সফল হলো, কতোটুকু অসম্পূর্ণ থাকলো, সফল হতে আর কী করা যেতে পারে তা ভাবার ও সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় দিনের এ ভাগটাই। এসবছাড়াও সম্পর্কের জটিলতা ও সমস্যাগুলো সমাধানের পথ হতে পারে গুরুত্বপূর্ণ এ সময়টি। বিচ্ছিন্নতা আপনি একাধারে ঘরে বাইরে দায়িত্ব পালন করছেন। সামলে নিচ্ছেন বিভিন্ন ধারার সম্পর্ক দিনের যেকোনো একটি ভাগে নিজেকে সব বন্ধন থেকে মুক্ত করুন। নির্জন বারান্দায় সময় কাটান, ছাদে বা প্রিয় স্থানে একা সময় পার করুন। ভাবুন এই মুহূর্তে আপনি একমাত্র সত্ত্বা যাকে আপনি চেনেন ও জানার চেষ্টা করছেন। দেখবেন ধীরে ধীরে আপনার সব সমীকরণগুলো মিলে যাবে।একটুখানিই তো সময়, এরপর না হয় ফের যুক্ত হবেন প্রিয় মানুষদের সঙ্গে ও ব্যস্ত পৃথিবীতে। ভালো থাকুন।

সুষম খাদ্যের মধ্যে কি ধরনের উপাদান থাকে

বাজার অনেক নানারকম ফল পাওয়া যায়। এনজাইম, মিনারেল, ভিটামিন, প্ল্যান্ট ফাইটোকেমিক্যালে ভরপুর ফল শরীরকে ভাল রাখতে সাহায্য করে। আজ আপনার সামনে উপস্থাপন করছি আমাদের চারপাশে পাওয়া যায় এমন কিছু ফলের পুষ্টিগুণ সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য।

সুষম খাবার কি?

যে খাদ্যে ভিটামিন, শর্করা, আমিষ, চর্বি, লবণ ও জলের এই ছয়টি উপাদান থাকে।

আমিষ বা প্রোটিন—

প্রোটিন, শ্বেতসার আর স্নেহ পদার্থ আমাদের শরীরের বৃদ্ধি ও বিকাশের জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় এবং এরা আমাদের শরীরের শক্তি বৃদ্ধি করে থাকে।

বাজারে ওষুধ আকারে বিভিন্ন খনিজ লবণ সমৃদ্ধ ও ভিটামিন ওষুধ কিনতে পাওয়া যায়। তবে আমাদের দেশীয় বিভিন্ন ফল ও শাকসবজি গ্রহণের মাধ্যমে এসব ভিটামিন ও খনিজ লবণ অতি সহজে, সুলভ মূল্যে গ্রহণ করাই বাঞ্চনীয়। কারণ শাকসবজি ও ফলমূল সরাসরি গ্রহণ করলে শরীরের পুষ্টি ও উপকারিতা বেশি পাওয়া যায়।

শর্করা বা শ্বেতসার —

শ্বেতসার বা শর্করা জাতীয় খাবারগুলো হচ্ছে চাল, আটা, ময়দা, আলু, গুড় চিনি ইত্যাদি।

স্নেহ বা তেলজাতীয় খাদ্য—

ঘি, মাখন, তেল, চর্বি ইত্যাদি চর্বি বা স্নেহজাতীয় খাবার। ভিটামিন। আমাদের শরীরের স্বাভাবিক সুস্থতা রক্ষায় প্রয়োজন ভিটামিন। এই ভিটামিন আবার এ বি, সি, ডি কে এবং ইত্যাদি নামে পরিচিত। আর এসব ভিটামিন আমরা সহজেই সরাসরি গ্রহণ করতে পারি বিভিন্ন ফলমূল, শাকসবজি ও বিভিন্ন সুগন্ধি মসলাজাতীয় দ্রব্যের মাধ্যমে। দেশী ফলে এসব ভিটামিন প্রচুর রয়েছে। সাধারণ দেশীয় ফলে, যেমন— কলা, পেঁপে, পেয়ারা, বেল, আম, জাম কাঁঠাল প্রভৃতি ভিটামিন সমৃদ্ধ ফল। খনিজ লবণ--- ক্যালশিয়াম সর্বাধিক পরিচিত ও গুরুত্বপূর্ণ একটি খনিজ লবণ। ক্যালসিয়াম আমাদের হাড় ও দাঁতের গঠন মজবুত ও শক্তিশালী করে, ক্ষয়রোধ করে এবং আর্থ্রারাইটিস, বাত জাতীয় রোগের সাথে লড়াই করে। গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়ের ক্যালসিয়ামের অবদান অনস্বীকার্য। এছাড়াও আয়োডিন গলগন্ড, দুর্বলতা, স্তন ক্যান্সার সহ বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধ করে থাকে। কডলিভার অয়েল, বিভিন্ন সামুদ্রিক মাছ, আয়োডিন মিশ্রিত খাবার লবণ হতে খুব সহজেই আয়োডিন পাওয়া যায়। কডলিভার অয়েলে আয়োডিন ছাড়াও আছে একটি মূল্যবান উপাদান ভিটামিন এ যা অন্ধত্ব ও রাতকানা প্রতিরোধ করে। এছাড়া আরো আছে ক্যালশিয়াম যা শিসুদের হাড় ও দাঁত মজবুত করে।

জল— সব খাদ্যে কমবেশি জল থাকে। খাদ্যগ্রহণ, পরিপাক ও শোষণ করতে জলের প্রয়োজন। জল রক্ত তরল রাখে এবং মলমূত্রের সাথে দূষিত পদার্থ দেহ থেকে বের করে দেয়। মানুষের দেহের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ জল। জলের অভাবে হজমে সমস্যা ও কোষ্ঠকাঠিন্য দেখা দেয়।

নানা ঔষধি গুণে তিল

নানান গুণ রয়েছে তিলের ছোট্ট দানায়। বিশেষজ্ঞদের মতে, এর অ্যান্টি অক্সিডেন্ট উপাদান ব য়সের বিভিন্ন ক্ষতিকর প্রভাব দুরে রাখে। আবার এর ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড চুল গজাতে সাহায্য করে। পুষ্টিবিদ জানিয়েছে, প্রসাধনী এবং বিক্রেতা প্রতিষ্ঠান সৌলফ্লাওয়ারের ব্যবস্থাপনা পরিচালক অমিত সারদা জানিয়েছেন তিলের গুণাগুণ সম্পর্কে। ত্বকের সুস্বাস্থ্য --- ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়াতে এবং ক্ষয়পূরণ করতে কার্যকর তিল। সাহায্য করে আর্দ্র এবং উষ্ণ রাখতেও। এর প্রদাহরোধী পাদন প্যাথোজেন ও অন্যান্য প্রদাহ সৃষ্টিকারী উপাদান অপসারণের মাধ্যমে ত্বকের লালচেভাব ও অন্যান্য সমস্যা সরাতে সাহায্য করে। এই উপকার পেতে এক টেবিল চামচ অলিভ অয়েলের সঙ্গে দুই টেবিল চামচ তিলের গুঁড়ো মিসিয়ে নিন। এবার মুখে ধুয়ে মুছে আধ ভেজা অবস্থায় মিশ্রণটি মাখতে হবে। সপ্তাহে এক থেকে দুইবার এটি করতে হবে. চুলের যত্নে--- তিলে রয়েছে ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড যা চুলের গোড়ায় পুষ্টি সরবরাহ করে চুল গজাতে সাহায্য করে। মাথার তক ময়েশচারাইজ করতে এবং সেখানে রক্ত সরবরাহ বাণানোর মাধ্যমে হেয়ার ফলিকল কে পুনরায় জীবিত করতে পারে তিল। দুই টেবিল চামচ তিলের তেলের সঙ্গে দুই থেকে তিন ফোঁটা রোজমেরি এসেনসিয়াল অয়েল ও এক টেবিল চামচ অ্যালোভেরা এবং অয়েল মিশিয়ে নিতে হবে। সপ্তাহে দুই থেকে তিনবার এই মিশ্রণ মাথায় মালিশ করতে হবে এবং রাসায়নিক উপাদনহীন স্যাম্পু ব্যবহার করতে হবে। মুখগহ্বরের যত্নে--- অন্যান্য ভোজ্য বীজজাতীয় খাবারের তুলনায় তিলে তেলের মাত্রা সবচাইতে বেশি। এটি দাঁতের ফাঁক থেকে খাদ্যকণা বের করার মাধ্যমে মুখগহ্বরের সুস্বাস্থ্য রক্ষাতেও ভুমিকা রাখে। হজম ক্রিয়া বাড়াতে— কোষ্ঠকাঠিন্য থেকে মুক্তি দেয়ার মাধমে হজমক্রিয়ার সুস্বাস্থ্য বজায় রাখে তিল।

তেজস্ক্রিয়তা থেকে রক্ষার্থে — ক্যান্সারে চিকিৎসার জন্য কিংবা বিশেষ কোনো শারীরিক পরীক্ষার জন্য তেজস্ক্রিয়তার সংস্পর্শে আসতে হয়। এই তেজস্ক্রিয়তার ক্ষতিকর প্রভাব কমতে তিল উপকারী।

ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে — তিলে থাকা ম্যাগনেশিয়াম ও অন্যান্য উপাদান ইনসুলিন ও শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে সহায়ক। উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতেও এটি উপকারী।চুল পাকা ঠেকাতে — এর অ্যান্টি এজিং উপাদান চুলে পুষ্টি যোগায় এবং অকালে চুল পাকা রে ধ করে। প্রদাহ রোধে --- হাড়ের জোড়, হাড় ও পেশিতে হওয়া প্রদাহ সারাতে উপকারী তিল। রোদপোড়া থেকে বাঁচাতে --- প্রাকৃতিক অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ও এসপিএফ থাকে তিলে, যা সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মির ক্ষতিকর প্রভাব থেকে ত্বককে বাঁচায়। এত গুণের কথা জেনে সকাল বিকাল তিল খেতে বসে গেলে চলবে না। মনে রাখতে হবে অতিরিক্ত কোনো কিছুই ভালো নয়।

শরীরের দুর্গন্ধ কমানোর কয়েকটি সহজ উপায়

গায়ে দুর্গন্ধ। চেনা পরিচিত অপরিচিত সকলের কাছেই লজ্জায় ছোট হয়ে যেতে হয় যদি আপনার গা থেকে দুর্গন্ধ বেরোয়। আর এই সমস্যা বেশিরভাগ মানুষের কাছেই একটা বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কীভাবে শরীরের দুর্গন্ধ দূরকরবেন তার কিছু উপায় দেওয়া হল। সারাদিন রোদে গরমে থাকলে শরীর ঘেমে যায়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কারণেই শরীরের দুর্গন্ধ দেখা দিতে পারে। তবে এর আরও অনেক কারণ রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে এটা জেনেটিকও। তবে ঘামের ফলে যে দুর্গন্ধ দেখা দেয় তা কমানোর উপায় রয়েছে। ১) রোজ ভালো করে স্নান করা প্রয়োজন। শুধু তাই নয়, শরীরের বেশ কিছু অংশে যেখানে ঘাম জমে কিন্তু শুকোতে পারে না, সেই সমস্ত স্থান রোজ ভালো করে পরিষ্কার রাখতে হবে। ২) স্নানের জন্য শুধু সাবানই যথেষ নয়। কোনও অ্যান্টিসেপটিক লিকুইড, যা আপনার শরীরের দুর্গন্ধ দূর করতে সাহায্য করে।৩) খাবারের নিয়মের জন্যেও শরীরের দুর্গন্ধ দেখা দিতে পারে। তাইএমন খাবার খেতে হবে, থেকে শরীরে দুর্গন্ধ না হয়। ৪) ঘাম থেকে ব্যাকটেরিয়ার জন্ম হয়। আর সেই ব্যাকটেরিয়ার ফলেই শরীরে দুর্গন্ধ দেখা দেয়। তাই যে যে স্তানে ঘাম জমে সেই স্থানগুলি শুকনো রাখতে হবে।

নারী-পুরুষ একসঙ্গে কাজ করতে পারে, তাদের মস্তিষ্ক না

কর্মক্ষেত্রে বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একে অন্যকে সহযোগিতা করতে আমরা দলবদ্ধ হয়ে কাজ করে থাকি। অনেক সময় মতের বিল হয় না। বিশেষত লিঙ্গ প্রশ্ন এলে। এর কারণ উঠে এসেছে সম্প্রতি একটি জার্নালে প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদনে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে নারী এবং পুরুষের মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ আলাদা আলাদাভাবে সক্রিয় থাকে। বিষয়টা এমন নয়- নারী বা পুরুষ একে অন্যকে সহযোগিতা করতে পারে না।

এই গবেষণার জ্যেষ্ঠ স্বত্তাধিকারী এবং স্ট্যাম্পফোর্ড ইউনিভার্সিটি স্কুল অব মেডিসিনের অধ্যাপকের মতে, বরং তাদের সহযোগিতা করার ক্ষেত্রে সামান্য পার্থক্য আছে। অতীতের গবেষণায় নারী পুরুষের সহযোগিতা করার ক্ষেত্রে পার্থক্য খুঁজে পাওয়া না গেলেও, নতুন গবেষণায় দেখা যাচ্ছে যখন নারী এবং পুরুষ একসঙ্গে সমস্যা সমাধান করতে যান তাদে রকৌশলগত কিছু পার্থক্য থাকে। একজন পুরুষ সমস্যা সমাধান করার ক্ষেত্রে সামগ্রিকভাবে চিন্তা করে, কোনো বিষয় সম্পর্কে দৃশ্যকল্পনা তৈরি করে।

অন্যদিকে নারীরা সমস্যার একটি বৈশিষ্ট্য ধরে ধরে সমাধান করে এবং তুলনা করে। নারীরা সূত্রের ব্যবহারও বেশি করে থাকে। একজন পুরুষ কৌশল অবলম্বন করার ক্ষেত্রে গাণিতিক নমুনা নির্ধারণ কর ভেন চিত্র তৈরি করে। রেইস এবং তার সহকর্মীরা মোট ২২ জনকে গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত করেন নারী এবং পুরুষের চিন্তর পার্থক্য খুঁজে বের করতে। তারা বলেন, 'নারী এবং পুরুষের চিন্তায় যে পার্থক্য এটা দেখে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই। নানা দিক থেকে বিষয়টি খুব স্বাভাবিক'। দলবদ্ধ হয় কাজ করার ক্ষেত্রে এই গবেষণা খুবই কার্যকর ভূমিকা পালন করবে। বিশেষত, বিশেষ শিশুরা যাদের সামাজিক আচরণগত সমস্যা রয়েছে তাদের জন্য আরও বড় আকারে এই গবেষণা চালানো হলে চিকিৎসা ক্ষেত্রেও নতুন দ্বার উন্মুক্ত হবে।

বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা নিয়ে যেসব শিশুরা জন্ম নে, তারা হতাশ, উদ্বিগ্নতাসহ নানা অনুভূতির বহিঃ প্রকাশ করতে পারে না। সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রেও তারা সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগে। আরও গভীরভাবে গবেষণা করা হলে, তাদের সঙ্গে সেতুবন্ধন সৃষ্টি করা যাবে, যোগ করেন রেইস।

সোমবার বন্যা দুর্গতের সাথে দেখা করেন উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা। ছবি- নিজস্ব।

রাজীব কুমারের মামলার শুনানি স্থগিত হয়ে গেল হাইকোর্টে

কলকাতা, ১৫ জুলাই (হি.স): সিবিআইয়ের দেওয়া নোটিশ খারিজ করার জন্য কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন কলকাতার প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার রাজীব কুমার। সেই মামলার শুনানি স্থগিত হয়ে গেল সোমবার। রাজীব কুমারের সিনিয়র আইনজীবী অসুস্থ থাকায় এদিন এই মামলার শুনানি স্থগিত করে দেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি আশা অরোরা। বিচারপতি অরোরা জানিয়েছেন, আগামী ১৭ জুলাই, বুধবার দুপুর দুটোর সময়ে এই মামলার শুনানি হবে। তারপর টানা কয়েকদিন ধরে চলতে পারে এই মামলার শুনানি। সুপ্রিম কোর্ট রাজীব কুমারের উপর থেকে রক্ষাকবচ তুলে নেওয়ার পর, সিবিআই নোটিশ পাঠিয়েছিল তাঁকে। সেই নোটিশ নিয়ে বারাসত কোর্টেও ধাক্কা খেতে হয়েছিল বর্তমান এডিজি সিআইডিকে। তবে, হাইকোর্টে চলা মামলার দরুন ওই পদে এখনও যোগ দিতে পারেন নি রাজীব কুমার। যদিও কলকাতা হাইকোর্ট শর্ত সাপেক্ষে সাময়িক রক্ষাকবচ দেয় তাঁকে। সিবিআইকে বলা হয়, এখনই গ্রেফতার করা যাবে না রাজীব কুমারকে। একই সঙ্গে রাজীব কুমারকে হাইকোর্ট বলে, সিবিআই যখন যখন ডাকবে, তখন তখন হাজিরা দিতে হবে। পাসপোর্ট জমা রাখতে হবে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার কাছে। কলকাতার বাইরে যাওয়া চলবে না।

সেই মত সিআইডির এক অফিসারকে দিয়ে রাজীব কুমার তাঁর পাসপোর্ট জমা দেন সল্টলেকে সিজিও কমপ্লেক্সে সিবিআই দফতরে। এরপর রাজীব কুমারের সরকারি বাসভবনে গিয়ে হাজিরা নেন সিবিআই আধিকারিকরা। রাজীব কুমারও এসেছেন সিজিও কমপ্লেক্সে। শিলং-এর পর ফের তাঁকে জেরা করেন গোয়েন্দারা। তবে আদালত যে সময়সীমা দিয়েছিল, তা শেষ হয়েছে ১০ জুলাই। তাই রাজীব কুমারের পক্ষ থেকে আবেদন করা হয়, সিবিআই নোটিশ মামলার দ্রুত নিষ্পত্তি করুক হাইকোর্ট।

ইতিমধ্যেই ইডি এবং সিবিআই চিটফান্ড এবং নারদ তদন্তে গতি বাড়িয়েছে। সোমবারই রোজভ্যালি কাণ্ডে সাংসদ শতাব্দী রায়, প্রাক্তন রাজ্যসভার সাংসদ কুণাল ঘোষ, ইস্টবেঙ্গল কর্তা দেবব্রত সরকার সহ ছ'জনকে নোটিশ পাঠিয়েছে ইডি।

জলাভূমি ভরাট নিয়ে রাজ্য সরকারকে তীব্র ভৎসনা হাইকোর্টের

কলকাতা, ১৫ জুলাই (হি.স): জলাভূমি ভরাট নিয়ে আজ রাজ্য সরকারকে তীব্র ভৎসনা করল কলকাতা হাইকোর্ট। বিধাননগরের মেয়র সব্যসাচী দত্তের অনাস্থা মামলার শুনানি চলাকালীনই বিধাননগরে জলাভূমি ভরাট নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন বিচারপতি সমাপ্তি চট্টোপাধ্যায় । বিধাননগরের দেদার জলাভূমি ভরাট নিয়ে সোমবার রীতিমতো উদ্বেগ প্রকাশ করেন বিচারপতি ।

বিধাননগর পুরসভার অনাস্থা নোটিশের বিরুদ্ধে মেয়র সব্যসাচী দত্তর দায়ের করা মামলার শুনানি ফের হবে মঙ্গলবার। কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সমাপ্তি চট্টোপাধ্যায় সোমবারের শুনানিতে জানিয়েছেন, এই মামলায় যুক্ত করতে হবে বিধাননগর পুরসভার চেয়ারপার্সন কৃষ্ণা চক্রবর্তীকে। তারপর মঙ্গলবার আবার এই মামলার শুনানি হবে।

বিধাননগরের মেয়র সব্যসাচী দত্তের বিরুদ্ধে অনাস্থা মামলার শুনানি হয় আজ সোমবার । সব্যসাচী দত্তর হয়ে হাইকোর্টে সওয়াল করেন আইনজীবী অরুণাভ ঘোষ, বিকাশ ভট্টাচার্য ও প্রতীক ধর । কয়েকটি আইনি প্রশ্নেই আটকে মামলার ভবিষ্যত । অনাস্থা নোটিশে পুর কমিশনারের সই রয়েছে। কিন্তু পুর কমিশনার ছুটিতে রয়েছেন । তাই তাঁর সই গ্রাহ্য হবে কিনা, তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন । নানা আইনি জটিলতাতেই নির্ভর করছে মামলার ভবিষ্যত বলেই মনে করছেন আইনজ্ঞরা ।

বিধাননগর পুরসভার কমিশনার গত ৯ জুলাই আস্থা ভোটের বিজ্ঞপ্তি জারি করেন। ঠিক করেন, ১৮ জুলাই হবে বোর্ড মিটিং। সেখানেই ভোটাভুটি হবে। তারপরই কলকাতা হাইকোর্টে দীর্ঘ পিটিশন দাখিল করেন মেয়র সব্যসাচী দত্ত। পিটিশনে সব্যসাচীর তরফে প্রশ্ন তোলা হয়, ২৭ জুন থেকে ৯ জুলাই পর্যন্ত কমিশনারের ছুটিতে থাকার কথা। তাহলে কী ভাবে ৯ জুলাই ওই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হল ? সেই সঙ্গে তিনি এও বলেন, বিধাননগর পুরসভা একটি স্বশাসিত সংস্থা। সেখানে অন্য কেউ হস্তক্ষেপ করতে পারেন না। এই প্রসঙ্গে তিনি তৃণমূল ভবনে বিধাননগরের কাউন্সিলরদের নিয়ে রাজ্যের পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের বৈঠকের প্রসঙ্গটি তোলেন।ওই পিটিশনে বিধাননগরের মেয়র আরও বলেছেন, রাজারহাট গোপালপুর পুরসভা এবং মহিষবাথান পঞ্চায়েত যখন যুক্ত হয় ২০১৭ সালে। তারপর থেকে ওই এলাকার বেআইনি নির্মাণ, জলাভূমি ভরাট সহ একাধিক বিষয়ে তিনি মুখ্যমন্ত্রী ও পুর দফতরকে চিঠি লিখেছিলেন। কিন্তু কোনও সদুত্তর আসেনি। তাই কি এই পদক্ষেপ ?

এরপরেই বিধাননগরে জলাভূমি ভরাট নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন বিচারপতি সমাপ্তি চট্টোপাধ্যায় । রাজ্য সরকারের ভর্তসনা করে বিচারপতির প্রশ্ন, রাজ্য সরকার দেখতে পাচ্ছে না ? রাজ্য সরকারের সমালোচনা করে বিচারপতি বলেন, 'এত জলাভূমি ভরাট করা হচ্ছে কার স্বার্থে ? আমরা দেখতে পাচ্ছি, সরকার দেখতে পায় না ? মেয়র জলাভূমি ভরাট বন্ধ করতে চেয়ে ,সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দেন মেয়র । সব জেনেও কেন পদক্ষেপ করেনি সরকার' ?

সব্যসাচী দত্তর আইনজীবিদের বক্তব্য, যে চিঠি কাউন্সিলররা জমা দিয়েছেন বলে দাবি করা হচ্ছে, নিয়মানুযায়ী তার একটি কপি তাঁকেও দেওয়ার কথা। কিন্তু কমিশনার তাঁকে দেননি। তিনি জানেন না কোন কোন কাউন্সিলররা তাতে সই করেছেন। আদালতের কাছে মেয়রের প্রশ্ন, আইন অনুযায়ী কি এটা তাঁর জানার কথা নয় ?

আগামীকাল মঙ্গলবার কর্নাটক বিধানসভার বিধায়কদের ইস্তফা বিষয়ে শুনানি

বেঙ্গালুরু, ১৫ জুলাই (হি.স.) : সুপ্রিম কোর্টের পরবর্তী নির্দেশ না আসা পর্যন্ত কোন পদক্ষেপ নেবেন না বলে জানিয়ে দিলেন কর্নাটক বিধানসভার স্পিকার রমেশ কুমার। এর আগে কংগ্রেস-জেডিএস জোট সরকার আস্থা ভোটের প্রস্তাব দেওয়ার পর সোমবার কর্নাটক বিধানসভার স্পিকারের কাছে অনাস্থা ভোট করার প্রস্তাব দিল বিজেপিও।

আগামীকাল মঙ্গলবার শীর্ষ আদালতে রয়েছে শুনানি। এদিকে বিক্ষুব্ধ বিধায়করা মুম্বইয়ে হোটেলে বসে পুলিশকে নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য চিঠি দিয়ে জানান। মুম্বই পুলিশকে চিঠি দিয়ে বিধায়করা জানান, মল্লিকার্জুন খাড়গে, গুলাম নবি আজাদ বা মহারাষ্ট্র ও কর্নাটকের কংগ্রেস নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠক করতে রাজি নন তাঁরা। কিন্তু তাঁদের উপর চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে। বিধায়ক পদ বাতিল করার হুঁশিয়ারি দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ। উল্লেখ্য, সব বিধায়কের উপর হুইপ জারি করেছে জেডিএস এবং কংগ্রেস। বিধায়কদের ইস্তফাপত্র নিয়ে মঙ্গলবার পর্যন্ত কোনও সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন না স্পিকার রমেশ কুমার। শীর্ষ আদালতের নির্দেশের উপরই এখন নির্ভর করছে কর্নাটকের সরকারের ভবিষ্যত কিন্তু এই অল্প সময়ে বিক্ষুব্ধ বিধায়কের মন গলানোর কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন সিদ্দারামাইরা। এমটিবি নাগরাজ জানান, আমি এবং সুধাকর বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছি। সব নেতারা বুঝিয়েছেন কংগ্রেসে থাকার জন্য। তাই দলেই এখন রয়েছি। পাশাপাশি তিনি এ-ও বলেন, "সুধাকর এবং অন্যান্যদের বোঝানোর চেষ্টা কর ইস্তফাপত্র তুলে নেওয়ার জন্য।" তবে, জানা যাচ্ছে বেশ কিছু শর্ত তাঁরা রেখেছেন। এর আগে বিক্ষুব্ধ বিধায়কদের ঘরে ফেরাতে মুখ্যমন্ত্রী ছাড়া মন্ত্রিসভার সব মন্ত্রীদের জোর করে ইস্তফা দেওয়ানো হয়। যাতে বিক্ষুব্ধ বিধায়কদের ওই জায়গায় বসানো যায়। এর পরও তাঁদের মন গলানো যায়নি। উলটে স্পিকারের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ এনে সুপ্রিম কোর্টে দ্বারস্থ হন তাঁরা। সুপ্রিম কোর্টও জানিয়ে দেয়, বিধায়কদের ইস্তফাপত্র দ্রুত গ্রহণ করে সিদ্ধান্ত নিক স্পিকার। পরে, স্পিকার রমেশ কুমার সুপ্রিম কোর্টে জানান, এক সঙ্গে এত কটা ইস্তফাপত্র গ্রহণের আগে নিয়ম মেনে খতিয়ে দেখা উচিত। তার জন্য সময়ের প্রয়োজন। এর পর সুপ্রিম কোর্ট ইস্তফা কাণ্ডে স্থগিতাদেশ জারি করে জানিয়ে দেয় মঙ্গলবার এর পরবর্তী শুনানি হবে।

বিক্ষুব্ধ বিধায়কের ইস্তফাপত্র স্পিকার গ্রহণ করলে, সংখ্যালঘু হয়ে পড়বে কংগ্রেস-জেডিএস জোট সরকার। শরিক-সহ তাদের ১১৮টি বিধায়কের মধ্যে ১৮ জনের ইস্তফা গৃহীত হয়, তাহলে ১০০ সংখ্যা দাঁড়াবে জোট সরকারের। বিজেপির হাতে ১০৫ বিধায়ক রয়েছে। সঙ্গে দুই নির্দল বিধায়কের সমর্থন মিলতে পারে। সহজই ম্যাজিক ফিগার অতিক্রম করতে পারবে বিজেপি।

উত্তরপ্রদেশে পথ দুর্ঘটনায় মৃত দম্পতি

রায়বরেলি, ১৫ জুলাই (হি. স.) : উত্তরপ্রদেশের পথ দুর্ঘটনায় মৃত্য হল বাইক আরোহী দম্পতির। ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার সকালে। পুলিশ মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে।

জানা গেছে, উত্তরপ্রদেশ লালগঞ্জ জেলার কোতয়ালি এলাকায় বাসিন্দা রাকেশ সিং তাঁর স্ত্রী উর্বশীর সাথে মন্দিরে পুজো দিতে গিয়েছিলেন। সোমবার দুপুরে পুজো দিয়ে বাড়ি ফেরার পথে রেল কোচ ফ্যাক্টারির কাছে দ্রুত গতিতে আসা একটি বোলেরো গাড়ি তাদের বাইকের পিছনে ধাক্কা মারে। গুরুতর জখম অবস্থায় ওই দম্পতিকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষনা করেন। পুলিশ মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। ঘাতক গাড়ির চালক পলাতক। পুলিশ ঘটনানর তদন্ত শুরু করেছে।

গুজরাটের নতুন রাজ্যপাল আচার্য্য দেবব্রত, হিমাচলের রাজ্যপাল কলরাজ মিশ্র

নয়াদিল্লি, ১৫ জুলাই (হি.স.): হিমাচল প্রদেশের রাজ্যপাল আচার্য্য দেবব্রতকে বদলি ও নিযুক্ত করা হল গুজরাটের রাজ্যপাল হিসেবেউ পাশাপাশি হিমাচল প্রদেশের নতুন রাজ্যপাল হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে কলরাজ মিশ্রকেউ সোমবার রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ হিমাচল প্রদেশের রাজ্যপাল আচার্য্য দেবব্রতকে বদলি করে গুজরাটের রাজ্যপাল নিযুক্ত করেছেনউ ওম প্রকাশ কোহলির স্থলাভিষিক্ত হলেন আচার্য্য দেবব্রতউ

অন্যদিকে, ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)-র প্রবীণ নেতা তথা প্রাক্তন সাংসদ (উত্তর প্রদেশের দেওরিয়া লোকসভা) কলরাজ মিশ্রকে হিমাচল প্রদেশের নতুন রাজ্যপাল হিসেবে নিযুক্ত করেছেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দউ প্রসঙ্গত, প্রথম মোদী সরকারের আমলে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প মন্ত্রকের মন্ত্রী ছিলেন উত্তর প্রদেশ বিজেপির প্রাক্তন প্রধান কলরাজ মিশ্রউ যদিও, ২০১৭ সালে তিনি ইস্তফা দেনউ সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচনেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেননি তিনিউ চলতি বছরের মার্চ মাসে লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে কলরাজ মিশ্র জানিয়েছিলেন, দলের পক্ষ থেকে তাঁকে অন্যান্য অনেক দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে

টেকনো ইন্ডিয়ার সমাবর্তন অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল

কলকাতা,১৫ জুলাই (হি.স.): বিশ্ববাংলা কনভেনশন সেন্টারে আয়োজিত হল টেকনো ইন্ডিয়ার সমাবর্তন অনুষ্ঠানউ সোমবার ২০১৯ এর এই সমাবর্তন অনুষ্ঠানে উ পস্থিত ছিলেন রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠি উ

টেকনো ইন্ডিয়ার ছাত্রছাত্রীদের নাচে গানে মেতে উঠল সপ্তাহের প্রথম দিনউ টেকনো ইন্ডিয়ার সমাবর্তন অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল ছাড়াও সেখানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ভারত

ছয়ের পাতায়

রাজ্যবাসীর কাছে সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রমাণের দায়িত্ব কুমারস্বামীর, দাবি সুরেশ কুমার

বেঙ্গালুরু, ১৫ জুলাই (হি.স.) : বিধানসভার অন্যান্য কাজের আগে সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রমাণ করা উচিত মুখ্যমন্ত্রী কুমারস্বামীর। সোমবার এমনই দাবি করেছেন বিজেপি বিধায়ক সুরেশ কুমার।

এদিন বিধানসভা চত্বরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সুরেশ কুমার বলেন, রাজ্যবাসীর কাছে সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রমাণ করার দায়িত্ব মুখ্যমন্ত্রী কুমারস্বামীর। তিনি নিজের স্পিকারকে এই বিষয়ে সময় নির্ধারণ করতে বলেছেন। প্রথমে সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণ করুন। তারপর বিধানসভার অন্যান্য কাজ হবে। পাশাপাশি বিজেপির ১০৫ জন বিধায়ক যে ঐক্যবদ্ধ রয়েছে, তাও স্পষ্ট করে দেন রাজাজিনগরের বিধায়ক সুরেশ কুমার। দলীয় কোন্দল যে বিজেপির মধ্যে নেই তাও স্পষ্ট করে দেন তিনি।

এদিন এর আগে বেঙ্গালুরুর তাজ ভিভান্তা হোটেলে বৈঠকে বসে কংগ্রেসের পরিষদীয় দলের সদস্যরা।

উল্লেখ করা যেতে পারে কংগ্রেস-জেডিএস জোটের ১৬ জন বিক্ষুব্ধ বিধায়ক ইস্তফা দেওয়ায় জটিলতা তৈরি হয়েছে রাজ্য সরকারে। পাশাপাশি দুই নির্দল বিধায়কও নিজেদের সমর্থন জোট সরকার থেকে প্রত্যাহার করে বিজেপিকে জানিয়েছে। রবিবার বিজেপির বর্ষীয়ান নেতা বিএস ইয়েদুরাপ্পা বলেছিলেন, মুখ্যমন্ত্রী যদি সৎ এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতি যদি দায়বদ্ধ হন তবে অবিলম্বে ইস্তফা দেওয়া উচিত। পাশাপাশি সোমবার আস্থা ভোটের আয়োজন করারও দাবি জানিয়ে

ছয়ের পাতায়

দূষণ কমাতে শহরে বসবে ঝরনা

কলকাতা, ১৫ জুলাই (হি.স.): দূষণ কমাতে শহরে বসবে ঝরনাউ সোমবার মোহরকুঞ্জে বৃক্ষ রোপন দিবস পালন করতে গিয়ে এমনটাই জানালেন কলকাতা পুরসভার মেয়র ফিরহাদ হাকিমউউ পরিবেশে দূষণের মাত্রা বেড়ে চলেছে অহরহউ তাই দূষণের পরিমাণকে কমাতে বদ্ধপরিকর আমাদের সমাজউ সেই নিয়েই আজ মোহরকুঞ্জে বৃক্ষ রোপন দিবস পালন করলেন কলকাতা মেয়র ফিরহাদ হাকিমউ এদিন তিনি নিজেও এই অনুষ্ঠানে বৃক্ষ রোপন করেনউ

এদিনের অনুষ্ঠানে মেয়র জানান, "দূষণের মাত্রাকে নিয়ন্ত্রণে আনতে এই ধরনের বৃক্ষ রোপন অনুষ্ঠান করা হচ্ছেউ দেবদারু, ফল ও নিম গাছ লাগানো হবেউ বিশেষ করে নিম গাছ লাগানো হবেউ" পাশাপাশি শহরের যেখানে যেখানে জায়গা পাওয়া যাবে সেখানে ঝরনা লাগানো হবে বলেও জানান মেয়রউ তিনি জানান, "এতে বাতাসের কার্বন কণা ওই ঝরনার জলের সংস্পর্শে এসে নষ্ট হয়ে যাবেউ এতে বাতাসে দূষণের পরিমান অনেকটা কমবেউ"

অরণ্য সপ্তাহ উপলক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার 'বন মহোৎসব' নামে এক বিশেষ পরিকল্পনা গ্রহণ করছে। এই উপলক্ষ্যে গোটা রাজ্যের প্রতিটি জেলায় বৃক্ষ রোপণ কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ তথা কলকাতার বিভিন্ন সরকারি,বেসরকারি সংগঠন, বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় বিভিন্ন জায়গায় বৃক্ষ রোপণ কর্মসূচি নিয়েছে।

কলকাতায় বিএসএফের সদর দফতরে বন মহোতব পালন করল লরেটো হাউস

কলকাতা, ১৫ জুলাই (হি.স.): জুলাই মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ ধরে পালিত হয় বৃক্ষ রোপন দিবসউ সেই মতই সোমবার সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনী(বিএসএফ)-র কলকাতার সদর দফতরে পালিত হল বৃক্ষ রোপন দিবসউ নিউটাউনের এই দফতরে লরেটো হাউস স্কুলের তরফ থেকে ১০০টি গাছের চারা রোপন করা হলউ এই অনুষ্ঠানে গাছের চারা দিয়েছে এনজিও ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি অফ হিউম্যান রাইটস(আইএএইচআর)উ

এদিন অনুষ্ঠানে ১০০ টি ফলের চারা রোপন করে লরেটো হাউসের ছাত্রীরাউ বেশিরভাগই ফলের গাছউ এমন গাছ পোঁতা হয়েছে যেগুলি বড় হয়ে ছায়া দিতে সক্ষমউ এদিন আইএএইচআর-র চেয়ারম্যান নভনীত পান্ডে বলেন, "এখন দিনে দিনে গরম যেভাবে বেড়ে চলেছে তাতে এই পরিবেশ মানুষের বসবাস অযোগ্য হয়ে উঠছেউ এই স্কুলের ছোট ছোট মেয়েরা যে উদ্যোগ নিয়েছে তাকে সাধুবাদ জানাই"উ

বিএসএফ জওয়ানরা ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন আইএএইচআর-র ভাইস চেয়ারম্যান তথা প্রাক্তন আইপিএস ডিজি ডি.এন বিশ্বাসউ উনিও একবাক্যে এই প্রচেষ্টাকে প্রশংসা করেনউ সম্প্রতি হিডকোর থেকে ৬ একর জমি পেয়েছে বিএসএফউ সেখানেই তাঁরা এখন সবুজায়নের উদ্দেশ্যে বৃক্ষরোপন করতে চায়।

সেনাশাসক এরশাদ বদলে দিয়েছিলেন রাজনীতির সাধারণ সংজ্ঞাটাকা

১৫ জুলাই (হি.স.) : সব বিতর্ক ফেলে রেখে না ফেরার দেশে চলে গেছেন বাংলাদেশের জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান, প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি তথা সেনাশাসক হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ উ একসময় সেনাশাসক এরশাদের পতনের আন্দোলনে আওয়ামি লিগ ও বিএনপিসহ ডান-বাম সব রাজনৈতিক দল একাট্টা হয়েছিল। আবার এরশাদের পতনের পর ক্ষমতায় থাকার জন্য তাকে নিয়ে টানাটানির বিস্ময়কর নজিরও তৈরি হয়েছে বাংলাদেশের রাজনীতিতে। বিভিন্ন সময় নানা বিষয় নিয়ে রাজনীতিকদের সমালোচনার শিকার হয়েছেন এরশাদ, কিন্তু তাঁকে পাশে রেখে ক্ষমতায় যাওয়ার প্রতিযোগিতায় এই রাজনীতিকরাই দৌড়ঝাপ করেছেন।

এরশাদ গণআন্দোলনকে বিভ্রান্ত করতে হঠাৎ করে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণা করে সংবিধান সংশোধন করেন। ১৯৮৮ সালে এই সংবিধান সংশোধন বিল জাতীয় পার্টি সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতীয় সংসদে উত্থাপনের পর প্রতিবাদ জানাতে আওয়ামি লিগ ও বিএনপিসহ বামজোট সম্মিলিতভাবে হরতাল ডেকেছিল। সফল হরতাল ছিল সেদিন বিরোধী দলের। মৌলবাদী ইসলামি দলগুলো এরশাদের পাশে ছিল। কিন্তু বিচিত্র হচ্ছে ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাসী আওয়ামি লিগ বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় গিয়ে সংবিধান সংশোধন করেছে, জিয়াউর রহমানের বাতিল করা সংবিধানের চার মূলনীতির অন্যতম ধর্মনিরপেক্ষতা ফিরিয়ে এনেছে। কিন্তু রাষ্ট্রধর্ম যথাস্থানে রয়ে গেছে। অর্থাৎ এরশাদের রাষ্ট্রধর্ম সঠিক ছিল। ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিকে পরিণত হলেও কিছু করার নেই। এখন সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতা ও রাষ্ট্রধর্ম পাশাপাশি অবস্থান করছে।

এরশাদ ইসলামের নামে অনেক কিছু করেছেন। রবিবারের সাপ্তাহিক ছুটি বাতিল করে শুক্রবার সাপ্তাহিক ছুটি করেছেন। বলা হয়েছে শুক্রবার দুপুরের নামাজ আদায়ের সুবিধার্থে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। মসজিদের উন্নয়ন করেছেন, বিদ্যুৎ ও জলের বিল মওকুব করে দিয়েছেন। বৃহস্পতিবার রাতে স্বপ্ন দেখেছেন একথা ঘোষণা করে পরদিনই পূর্বনির্দিষ্ট মসজিদে নামাজ পড়তে ছুটে গেছেন দুপুরে। অথচ সেই মসজিদ কর্তৃপক্ষ পরে গোপনে জানিয়েছেন এক সপ্তাহ ধরে মসজিদে নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। গোয়েন্দারা এসেছেন। রেডক্রসকে খ্রিস্টান মতাদর্শের উল্লেখ করে তিনি ইসলামি আদর্শের রেডক্রিসেন্ট করেছেন।

কবি হওয়ার জন্য এরশাদের চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। কবিতা লিখে ক্ষমতাধর এই সামরিক শাসক সংবাদপত্র সম্পাদকদের বাধ্য করেছেন সেই কবিতা সংবাদপত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় ছাপতে। তৎকালীন সরকারি কাগজ দৈনিক বাংলা-র সম্পাদক কবি শামসুর রাহমান এরশাদের কবিতা প্রথম পৃষ্ঠায় ছাপতে রাজি না হওয়ায় তাঁকে পরদিনই বিদায় নিতে হয়। শামসুর রাহমান হাসিমুখেই বিদায় নেন। এরশাদের কবিতার বই বেরিয়েছে কয়েকটি। প্রকাশনা উৎসব করতেন জাঁকজমক সহকারে। কিন্তু কোনও বিশিষ্টজন বা কবিকে তিনি অনুষ্ঠানে নিতে পারেননি। সরকারি কর্মকর্তারাই কবি সেজে অনুষ্ঠানে যোগ দিতেন। আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতেন। তাঁর শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলনের অংশ হিসেবে বাংলাদেশের কবিদের উদ্যোগে অমর একুশের মাস ফেব্রুয়ারির ১ ও ২ তারিখে কবিতা উৎসবের আয়োজন করা হয়, যা পরবর্তী সময়ে রেওয়াজে পরিণত হয়েছে। এরশাদ চাপ দিতেন তাঁকে সেখানে আমন্ত্রণ জানানোর জন্যে। কিন্তু কবিরা রাজি হননি। ফলে কবিদের অনেককেই বিপদগ্রস্ত হতে হয়েছে। এই কবিতা উৎসবের মঞ্চে বসে প্রখ্যাত শিল্পী কামরুল হাসান এরশাদের ছবি এঁকে নাম দেন 'বিশ্ববেহায়া'। এই ছবি আঁকার পর এই নন্দিত শিল্পী হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মঞ্চেই প্রাণত্যাগ করেন। কিন্তু 'বিশ্ববেহায়া' ছবিটি পরদিন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়ার পর বিপদে পড়তে হয়েছে সম্পাদক-সাংবাদিকদের। দৈনিক সংবাদ বন্ধ করে দেওয়ার পদক্ষেপ নেওয়া হয়।

রাজনীতির এই বিচিত্র নায়কের বিদায়ে জাতীয় পার্টি রাজনীতির ময়দানে কোন অবস্থানে থাকবে এখনই বলা যাচ্ছে না। তবে স্বৈরশাসক হিসেবে চিহ্নিত হলেও এরশাদ কখনও নির্বাচনে হারেননি। রাজনীতির কৌশলে দলকে দ্বিতীয় স্থানে টেনে নিয়ে এসেছেন, আওয়ামি লিগের সঙ্গে মিলে মহাজোটের সরকার গড়েছেন, বিরোধী দলও হয়েছেন। একই সঙ্গে সরকার ও বিরোধী দল। বিশ্বে সম্ভবত এই ধরনের নজির প্রথম।

জাতীয় পার্টির প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই সর্বময় ক্ষমতাধর চেয়ারম্যান এরশাদ। দলের গঠনতন্ত্র এমনভাবে তৈরি করেছেন, যাতে চেয়ারম্যানের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। তার নির্দেশই দলে শেষ কথা।

ছয়ের পাতায়

সোমবার বন্যা আশ্রিতদের দুমোঠো খাবার তুলে দিলেন বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন। ছবি- নিজস্ব।

প্রযুক্তিগত ত্রুটি ! শেষ মুহূর্তে স্থগিত ইসরো-র চন্দ্রযান-২ অভিযান

শ্রীহরিকোটা, ১৫ জুলাই (হি.স.): সবকিছুই ঠিকঠাক চলছিল। রবিবার দিনভর চূড়ান্ত প্রস্তুতি ছিল অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীহরিকোটার সতীশ ধাওয়ান স্পেস রিসার্চ সেন্টারে। সমস্ত কাজই চলছিল মসৃন গতিতেই। অভিযানের সাফল্য চেয়ে ইসরো-র চেয়ারম্যান কে শিবন তিরুপতি মন্দিরে পুজোও দিয়েছিলেন। কিন্তু, শেষ মুহূর্তেই প্রযুক্তিগত ত্রুটি ! ফলে স্থগিত রাখা হল ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (ইসরো)-র চন্দ্রযান-২ অভিযান। সোমবার ভোররাত, ২.৫১ মিনিট নাগাদ মহাকাশে পাড়ি দেওয়ার কথা ছিল ”বাহুবলী”র। ”বাহুবলী” একটি রকেট, জিয়োসিনক্রোনাস স্যাটেলাইট লঞ্চ ভেহিকল মার্ক থ্রি। ওড়ার নির্ধারিত সময়ের ৫৬ মিনিট ২৪ সেকেন্ড আগে ত্রুটি ধরা পড়ে। ইসরো-র বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, টি-৫৬ মিনিটে লঞ্চ ভেহিকেল সিস্টেমে প্রযুক্তিগত ত্রুটি ধরা পড়েছে। তাই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে সোমবারের জন্য চন্দ্রযান-২-এর উৎক্ষেপণ স্থগিত রাখা হয়েছে। ইসরো-র পক্ষ থেকে আরও জানানো হয়েছে, পরবর্তী উৎক্ষেপণের তারিখ শীঘ্রই জানানো হবে। ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (ইসরো)-র এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন ডিআরডিও-র প্রাক্তন ডিরেক্টর পাবলিক ইন্টারফেস রবি গুপ্তা। তাঁর কথায়, ”চন্দ্রযান-২ মিশন উৎক্ষেপণ স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ সঠিক। এমন ধরনের বৃহৎ মিশনের ক্ষেত্রে আমরা কোনও রকম ঝুঁকি নিতে পারি না।”
চন্দ্রযান-২ মিশন সফল হলে চতুর্থ দেশ হিসেবে চাঁদের মাটিতে পা ছোঁয়ার ইতিহাস গড়বে ভারত। ভারতের মহাকাশ অভিযানের ক্ষেত্রে প্রথম বড় সাফল্য চন্দ্রযান-১উ সেই অভিযানের সাফল্যই দ্বিতীয় চন্দ্রাভিযান বা চন্দ্রযান-২ প্রকল্পকে উৎসাহিত করেছেউ পরে মঙ্গল অভিযানের সাফল্য সেই প্রকল্পকে তরান্বিত করে। চন্দ্রযান-২ মিশনের লক্ষ্য হল-৩ লক্ষ ৮৪ হাজার ৪০০ কিলোমিটার দূরে থাকা চাঁদউ সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে চন্দ্রযান-২ চাঁদের মাটিতে পা রাখত সেপ্টেম্বরের ৬ অথবা ৭ তারিখউ কিন্তু, শেষ মুহূর্তেই প্রযুক্তিগত ত্রুটি ! ফলে স্থগিত রাখা হল ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (ইসরো)-র চন্দ্রযান-২ অভিযান।

হিমাচলে বাড়ি ভেঙে মৃত্যু ১২ জন সেনা জওয়ান-সহ ১৩ জনের, তদন্তের নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রী জয়রাম ঠাকুরের

সোলন (হিমাচল প্রদেশ), ১৫ জুলাই (হি.স.): হিমাচল প্রদেশের সোলন জেলায় বাড়ি ভেঙে মৃত্যু হল ১২ জন সেনা জওয়ানের। এছাড়াও একজন সাধারণ নাগরিকেরও মৃত্যু হয়েছে। সবমিলিয়ে সোলন জেলায় চারতলা বাড়ি ভেঙে মৃত্যু হয়েছে ১৩ জনের। ধ্বংসস্তূপ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে প্রায় ১৭ জন সেনা জওয়ান এবং ১১ জন সাধারণ নাগরিককে। সারারাত উদ্ধারকাজ চালানোর পরও সোমবার দুপুর পর্যন্ত নিখোঁজ রয়েছেন ৪ জন সেনা জওয়ান। মর্মান্তিক এই ঘটনায় গভীর দুঃখপ্রকাশ করেছেন হিমাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী জয়রাম ঠাকুর। সোলন-এ বিল্ডিং ভেঙে পড়ার ঘটনাকে ”দুর্ভাগ্যজনক” আখ্যা দিয়ে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।
উত্তরাখণ্ড যাওয়ার পথে রবিবার দুপুরের খাওয়া সেরে নিতে হিমাচলের রাজ্য সড়কের ধারে একটি ধাবায় ঢুকেছিল সেনাবাহিনীর একটি দল। পাহাড়ের গা বেয়ে চলা রাস্তা, নাহান-কুমারহাট্টি রোডের ধারে একটি চারতলা বাড়ির নীচের তলায় সেই ধাবা। গোটা দলটি যখন ভিতরে, সেই সময়ে বৃষ্টিতে ধসে পড়ে বাড়িটাই। আহত অবস্থায় একজন সেনা জওয়ান জানিয়েছেন, ”বিল্ডিং ভেঙে পড়ার সময় ৩৫ জন সেনা জওয়ান উপস্থিত ছিলেন ওই ধাবায়, তাঁদের মধ্যে ৩০ জন জুনিয়র কমিশনড অফিসার (জেসিও)। চারতলা বিল্ডিং ভেঙে পড়ার ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ১২ জন সেনা-সহ ১৩ জনের। সোমবার সকলে সোলনের ডেপুটি কমিশনার কে সি চমন জানান, ধ্বংসস্তূপের নীচে আটকে পড়া ১৭ জন সেনা জওয়ান এবং ১১ জন সাধারণ নাগরিককে উদ্ধার করা হয়েছে। ৪ জন সেনা জওয়ান এখনও আটকে রয়েছেন। সোমবার সকালে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করার পর হিমাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী জয়রাম ঠাকুর জানিয়েছেন, ”ধ্বংসস্তূপের নীচ থেকে ১৭ জন সেনা জওয়ান এবং ১১ জন সাধারণ নাগরিককে উদ্ধার করা হয়েছে।”

লোকসভায়

● প্রথম পাতার পর

সিংয়ের বক্তব্যের বিরোধিতা করেন এআইএমআইএম সাংসদ আসাদউদ্দীন ওয়াইসি। তাঁকে উদ্দেশ্য করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ পাল্টা বলেন, ‘শোনার অভ্যেসও করুন ওয়াইসি সাহেব, এভাবে চলতে পারে না।’ এরপরই, ভোটাভুটির পর লোকসভায় পাশ হয়ে যায় ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি (সংশোধনী) বিল, ২০১৯। বিলটি একটি জাতীয় স্তরের সংস্থার জন্য একটি নির্দিষ্ট সময়ের (পরিকল্পিত অপরাধ) মধ্যে অপরাধের তদন্ত এবং বিচারের ক্ষমতা বিস্তৃত করে। এছাড়াও, নির্দিষ্ট অপরাধের বিচারের জন্য বিশেষ আদালত গঠনের অনুমতিও দেয় এই সংশোধনী বিল।

যাত্রীরা

● প্রথম পাতার পর

এনে পুনরায় শিলচরের উদ্দেশ্য রওয়ানা দেয় যাত্রীবাহী ট্রেনটি ।আর তাতে যাত্রীবাহী এই ট্রেনটির সাথে সাথে শিলচর - আগরতলা, আগরতলা-ধর্মনগর, ধর্মনগর-আগরতলা এই সবকটি দূরপাল্লা যাত্রীবাহী ট্রেন দাঁড়িয়ে থাকতে হয় ।আর যাত্রী দুর্ভোগ চরমে উঠে ।তবে বিশেষ সুত্রে জানাগেছে,২০০০৪ নম্বরের ট্রেনটি সোমবার সকালবেলা ধর্মনগর থেকে আগরতলা যাওয়ার পথে কিছুটা ইঞ্জিনে সমস্যা করেছিল ।কিন্তু পুনরায় ওই ইঞ্জিনটি মেরামতি না করেই হয়তো শিলচরের উদ্দেশ্যে পাঠিয়ে দেওয়া হয় যার ফলেই মাঝপথে ঘটে এই বিপত্তি বলে অভিযোগ করেন দূর্ভোগের শিকার হওয়া যত্রীরা।

সংজ্ঞাঢাকা

পাচের পাতার পর

আর এই ক্ষমতা ব্যবহার করে তিনি দলে একবার স্ত্রীকে কো-চেয়ারম্যান করেন, ছোট ভাই গোলাম মোহাম্মদ (জি এম কাদের)কে কো-চেয়ারম্যান করেন। আবার কয়েকদিন পরই একজনকে রেখে অন্যজনকে সরিয়ে দেন। দলের মহাসচিব পদে নিয়োগ করেন যখন-তখন, হঠাৎ করে সরিয়ে দিয়ে নতুন কাউকে বসান। দলের সভাপতি মন্ডলীর সদস্যপদে রদবদল করেন মুহূর্তেই। সর্বশেষ ছোট ভাই জি এম কাদেরকে দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান করেন কয়েক মাস আগে। আবার মাসদুই আগে মধ্যরাতের এক ঘোষণায় কাদেরকে সরিয়ে দেন। ফের কাদেরকে ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের দায়িত্বে ফিরিয়ে আনেন মাসখানেক আগে। এখন সর্বশেষ নির্দেশ অনুযায়ী জি এম কাদেরই জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান।
তবে স্ত্রী রওশন এরশাদ, যাকে এরশাদ জাতীয় সংসদে বিরোধীদলের উপ-নেতা করেছেন, তিনি দলের এক নম্বর হওয়ার দাবিদার। এ নিয়ে এরশাদ বেঁচে থাকতেই বিরোধ ছিল, গড়ে উঠেছে দুটি শিবির। এরশাদের মৃত্যুর পর তার সর্বশেষ নির্দেশ ও গঠনতন্ত্র অনুযায়ী জি এম কাদেরই জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান। রওশনও ছাড়তে নারাজ। রবিবার এরশাদ ইহলোক ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে জানাজা এবং দাফন নিয়ে মতভেদ প্রকাশ্যে চলে এল।-

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

পৃথক

● প্রথম পাতার পর

কিছুটা উত্তম মধ্যম দেন কিন্তু বাইকে থাকা অপর এক বাইক আরোহী চতুরতার সহিত ঘটনাস্থল থেকে দৌড়ে পালিয়ে যায়। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে পুলিশ। ঘটনাস্থল থেকে দুর্ঘটনাগ্রস্ত পালসার বাইক ও স্কুটি নিয়ে যায় এবং বাইক চালককে ও তাদের হেফাজতে নিয়ে যায় পুলিশ।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

দিয়েছেন, জানান দেববর্মা।
প্রসঙ্গত, আইপিএফটি সভাপতি এনসি দেববর্মা, সাধারণ সম্পাদক মেবারকুমার জমাতিয়া-সহ নয়জনের এক প্রতিনিধি দল দিল্লি সফরে গিয়েছেন। আগামীকাল তাঁরা প্রধানমন্ত্রীর সাথে দেখা করতে চাইছেন। মঙ্গল দেববর্মা বলেন, প্রধানমন্ত্রীর সাথে সূচি চূড়ান্ত হয়নি। বুধবার তাঁরা রাজ্যে ফিরবেন বলে জানান তিনি।

সুরেশ কুমার

পাচের পাতার পর

ছিলেন বর্ষীয়ান এই বিজেপি নেতা। তিনি আরও বলেন, কংগ্রেস-জেডিএস জোটের ১৬ জন বিধায়ক ইস্তফা দিয়েছে এবং দুই নির্দল বিধায়ক জোট সরকার থেকে সমর্থন তুলে নিয়ে বিজেপিকে দিয়েছে। ফলে কুমারস্বামী সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারিয়ে ফেলেছে। তাই আস্থা ভোট বা ইস্তফা দেওয়া ছাড়া আর কোনও পথ খোলা নেই কুমারস্বামীর।

রাজ্যপাল

পাচের পাতার পর

সেবাশ্রম সঙ্ঘের সাধারণ সম্পাদক স্বামী বিশ্বাত্মানন্দ মহারাজ, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার প্রাক্তন সিএমডি অরুন্ধতী ভট্টাচার্যউ
এদিন শুধু টেকনো ইন্ডিয়ার সমাবর্তন অনুষ্ঠানই নয় পাশাপাশি টেকনো ইন্ডিয়া বিশ্ববিদ্যালয় ডিলিট সন্মানে সন্মানিত করল সাহিত্যিক বুদ্ধদেব গুহকে ।তাছাড়াও লেখক বিবেক দেবরয়কে পদ্মশ্রী সন্মানে ভূষিত করল টেকনো ইন্ডিয়া বিশ্ববিদ্যালয়উ
এদিন সমাবর্তন অনুষ্ঠানে এসে রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠি বলেন, ‘এই ধরনের অনুষ্ঠানে সামিল থাকতে পেরে খুবই ভাল লাগছে উ টেকনো ইন্ডিয়া যে এই ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে এটা ভেবে খুবই ভালো লাগছে উঅনুষ্ঠানে উপস্থিত ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে রাজ্যপাল বলেন,জীবনে সফল হতে গেলে মা-বাবা ও শিক্ষকের কথা মেনে চলতে হবে আর নিজের লক্ষ্যে অটুট থাকবে তাহলে আর পিছনে ফিরে দেখতে হবেনা

বাংলাদেশ সরকার

তিনের পাতার পর

দাফনের বিষয়ে কোন নজির নেই। প্রাক্তন সেনাপ্রধান এবং জাতীয় সংসদের বিরোধীদলীয় নেতার মৃত্যু পরবর্তী রাষ্ট্রীয় করব দেওয়ার মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক কোন কার্যক্রম গ্রহণেরও কোন বিধান বা নজির নেই।
জাতীয় পার্টি সূত্রে জানা গেছে, সরকারের এ সিদ্ধান্তের কথা এরই মধ্যে তারা জেনেছেন।

অবস্থান বিক্ষোভ

তিনের পাতার পর

অনলাইনে রেজিস্টার করার সময় জানতে পারবে না তারা আদৌ প্রথম কাউন্সিলিং এ ডাক পাবেন কিনা। শুধুমাত্র আয় বৃদ্ধির জন্য এই পদক্ষেপকে নিন্দনীয়। এফএফআইয়ের এক ছাত্রনেতা বলেন, “প্রবেশিকা পরীক্ষা নিয়ে এই অস্বচ্ছতা ও অসঙ্গতি আমরা মেনে নিচ্ছিনা ।আমাদের মুখ্য দাবি ছিল ১.অবিলম্বে মেধাতালিকা (সিরিয়াল নম্বর সহ) প্রকাশ করতে হবে। ২. অনলাইন রেজিস্ট্রেশন এর পোর্টাল প্রথম কাউন্সেলিং লিস্ট প্রকাশের পরেও খোলা রাখতে হবে। প্রথম দাবি কর্তৃপক্ষ মেনে নিয়েছে। আমরা দ্বিতীয় দাবি না মেটা পর্যন্ত অবস্থান চালিয়ে যাব।

বললেন প্রধানমন্ত্রী

তিনের পাতার পর

লক্ষাধিক মানুষ। পরিস্থিতি আরও ভয়ঙ্কর করে বাড়ছে বৃষ্টি। লাফিয়ে বাড়ছে মৃত ও নিখোঁজের সংখ্যা। শনিবার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে এ নিয়ে কথা বলেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নির্দেশে উদ্ধারকাজে গতি এনেছে জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী (এনডিআরএফ)। ভারী বৃষ্টির ফলে ক্রমশ অবস্থার অবনতি হচ্ছে। রবিবার আরও চার জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। এ নিয়ে অসমে বন্যায় মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ১১। রাজ্যের বিপর্যয় মোকাবিলা কর্তৃপক্ষ জানান, জোরহাট, বরপেতা এবং ধুবড়িতে ৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। ইতিমধ্যেই আরও বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া দফতর। যার প্রভাবে ব্রহ্মপুত্রের জলস্তর আরও বৃদ্ধি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

সূর্যকান্ত মিশ্রর

তিনের পাতার পর

দলত্যাগ ফের দলে প্রত্যাবর্তন যেভাবে শুরু হয়েছে তা নিয়ে তৃণমূল বিজেপিকে কটাক্ষ করেন সূর্যকান্ত মিশ্র। তিনি বলেন, “বিজেপি থেকে তৃণমূল হচ্ছেন, তৃণমূল থেকে বিজেপি হচ্ছেন। যাতায়াত একদম এদিক থেকে ওদিক, এদিক থেকে সেদিক। আয়ারাম, গয়ারাম... হায় রাম। গান্ধিজির শেষ কথাটা উল্লেখ করতে হচ্ছে, হায় রাম”!
মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণার পরই রাজ্যজুড়ে কাটমানি ফেরতের দাবিতে আন্দোলন, তৃণমূল নেতাদের বাড়ি ঘেরাও করা হচ্ছে। রাজনৈতিক মহলের মতে এই বিক্ষোভ আন্দোলন সবথেকে বেশি হচ্ছে বীরভমে। এদিন কাটমানি নিয়েও সরব ছিলেন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক। তিনি বলেন, “মুখ্যমন্ত্রী এখন কাটমানি নিয়ে খুব ব্যস্ত। কে কার কাছে থেকে কাটমানি আদায় করছে, তার কাছ থেকে আবার কাটমানি আদায় করত হবে কি না, এই কাটমানি নিয়ে কাটাকাটি চলবে কি না এটা সবচেয়ে বড় প্রশ্ন। এটা যদি সত্যি সত্যি উনি কিছু করতে চান তাহলে নির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে সরকারেরই দায়িত্ব নেওয়া উচিত, প্রশাসনেরই দায়িত্ব নেওয়া উচিত। মুখ্যমন্ত্রীর যদি প্রকৃতই সদিচ্ছা থাকে তাহলে তাঁর উচিত সেগুলো উদ্ধার করা। তার আরও বক্তব্য, “পঞ্চায়েতে পঞ্চায়েতে পুকুর কাটার নামে যে কোটি কোটি টাকা পুকুর চুরি হয়েছে সেই টাকা উদ্ধার করে পুকুরই কাঁটা হোক। এটা তো এই নয় যে কাটমানি আদায় পর সেখান থেকে আবার কাটমানির কাটমানি রেখে দিলাম”।

কুমারস্বামীর

● প্রথম পাতার পর

এই বিষয়ে সময় নির্ধারণ করতে বলেছেন। প্রথমে সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণ করুন। তারপর বিধানসভার অন্যান্য কাজ হবে। পাশাপাশি বিজেপির ১০৫ জন বিধায়ক যে ঐক্যবদ্ধ রয়েছে, তাও স্পষ্ট করে দেন রাজাজিনগরের বিধায়ক সুরেশ কুমার। দলীয় কোন্দল যে বিজেপির মধ্যে নেই তাও স্পষ্ট করে দেন তিনি। এদিন এর আগে বেঙ্গালুরুর তাজ ভিভান্তা হোটেলে বৈঠকে বসে কংগ্রেসের পরিষদীয় দলের সদস্যরা।
উল্লেখ করা যেতে পারে কংগ্রেস-জেডিএস জোটের ১৬ জন বিক্ষুব্ধ বিধায়ক ইস্তফা দেওয়ায় জটিলতা তৈরি হয়েছে রাজ্য সরকারে। পাশাপাশি দুই নির্দল বিধায়কও নিজেদের সমর্থন জোট সরকার থেকে প্রত্যাহার করে বিজেপিকে জানিয়েছে। রবিবার বিজেপির বর্ষীয়ান নেতা বিএস ইয়েদুরাপ্পা বলেছিলেন, মুখ্যমন্ত্রী যদি সৎ এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতি যদি দায়বদ্ধ হন তবে অবিলম্বে ইস্তফা দেওয়া উচিত। পাশাপাশি সোমবার আস্থা ভোটের আয়োজন করারও দাবি জানিয়ে ছিলেন বর্ষীয়ান এই বিজেপি নেতা। তিনি আরও বলেন, কংগ্রেস-জেডিএস জোটের ১৬ জন বিধায়ক ইস্তফা দিয়েছে এবং দুই নির্দল বিধায়ক জোট সরকার থেকে সমর্থন তুলে নিয়ে বিজেপিকে দিয়েছে। ফলে কুমারস্বামী সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারিয়ে ফেলেছে। তাই আস্থা ভোট বা ইস্তফা দেওয়া ছাড়া আর কোনও পথ খোলা নেই কুমারস্বামীর।

জরিমানা

● প্রথম পাতার পর

ক্ষমতাকে খর্ব করছে না। সংশোধিত আইন কার্যকর করতে কোনও ভাবেই রাজ্য সরকারগুলিকে বাধ্য করা হবে না। সড়ক দুর্ঘটনা নিয়ে নিজের উদ্বেগ প্রকাশ করে নীতিন গড়করি বলেন, পথ দুর্ঘটনার কারণে প্রতি বছর ১.৫ লক্ষ মানুষ প্রাণ হারায়। এমন পরিস্থিতি থেকে দেশকে মুক্ত করার জন্য কাজ করে চলেছে তাঁর মন্ত্রক বলে জানিয়েছেন তিনি। মাত্র ৩ থেকে ৪ শতাংশ দুর্ঘটনার হার কমানো গিয়েছে।
এই বিলের বিরোধিতা করে কংগ্রেস নেতা অধীররঞ্জন চৌধুরী বলেন, বিলটি নিয়ে আগে রাজ্য সরকারগুলির সমর্থন আদায় করা উচিত ছিল কেন্দ্রের। সংশোধিত বিলটির সমালোচনা করেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের মহুয়া মৈত্র। এর উত্তরে নীতিন গড়করি আরও বলেন, দেশের ১৮টি রাজ্যের পরিবহন মন্ত্রীদের সঙ্গে আলোচনা করেই করেন সংশোধনী বিলটি তৈরি করা হয়েছে। সংসদের স্ট্যাডিং কমিটি এবং জোয়েন্ট সিলেক্ট কমিটির সঙ্গে বিলটি নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

ইউপিএসসিতে

● প্রথম পাতার পর

ব্যবস্থা করবে ত্রিপুরা সরকার। পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী বিজ্ঞান প্রতিভা অন্বেষণ এবং শিক্ষামন্ত্রী গণিত প্রতিভা অন্বেষণ প্রকল্পের অধীন প্রতি বছর দশম শ্রেণির ১১ হাজার ছাত্রছাত্রীকে বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবে রাজ্য সরকার। সূত্রের খবর, বর্তমানে একাদশ শ্রেণিতে ১৫ শতাংশ ছাত্রছাত্রী বিজ্ঞান বিষয়ে পড়াশুনা করেন। ওই হার ৩০ শতাংশে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যেই এই দুই প্রকল্প চালু করতে চলেছে সরকার, দাবি সূত্রের।
এই সমস্ত প্রকল্পে বছরে ২ কোটি ৪৫ লক্ষ টাকা ব্যয় ধরেছে শিক্ষা দফতর।

কুমারঘাটে

● প্রথম পাতার পর

বন্ধু ব্যাঙ্গালোরে কর্মরত বিপ্লব মালাকারের সাথে চন্দন চক্রবর্তীর মেয়ের দীর্ঘদিন ধরেই প্রণয়ের সম্পর্ক চলছিল। এদিকে বিপ্লব ও জালাল দু’জনে বন্ধু। তাই বিপ্লবের কাছে তার প্রেমিকাকে পৌঁছে দিতেই সে নিয়ে গেছে ঐ নাবালিকাকে। কিন্তু মেয়ে এবং বিপ্লবের পরিবার সূত্রের খবর এখনো পর্যন্ত নাবালিকাকে নিয়ে বিপ্লবের কাছে পৌঁছোয়নি জালাল। সাথে সাথেই অভিযোগ দায়ের করা হয় কুমারঘাট থানায়। নাবালিকার খোজে ময়দানে নামে পুলিশ। কিন্তু ঘটনার পাঁচদিন অতিক্রান্ত হলেও এখনো পর্যন্ত অভিযুক্তকে জালে তুলতে পারেনি পুলিশ। উপরন্তু দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে ঘটনা হওয়ায় অভিযুক্তের বাড়িতে পুলিশ এবং টিএসআর দিয়ে নিরাপত্তা প্রদানে ব্যস্ত পুলিশ। নাবালিকা অপহরণের ঘটনায় এলাকায় ছড়িয়েছে চাঞ্চল্য পাশাপাশি পুলিশের দায়িত্ব এবং কর্তব্য নিয়েও উঠছে প্রশ্ন।

নোভাক জকোভিচ

আটের পাতার পর

এসডব্লু নাইন্টিন। কোরিয়ারের পাঁচ নম্বর উইম্বলডন খেতাব জিতে ৩২ বছর বয়সি জকোভিচ ছুঁয়ে ফেলেন বিয়ন বর্গকে। ওপেন যুগে জোকারের থেকে বেশি উইম্বলডন ট্রফি জিতেছেন পিট সাম্প্রাস (৭) ও তাঁর এই ম্যাচের প্রতিপক্ষ ৩৭ বছর বয়সি ফেডেরার।

পর্যায়ে তদন্ত শুরু

আটের পাতার পর

চেন্নাই থেকে আড়াই বছর আগে এসেছে অত্যাধুনিক মেধা রেক। কিন্তু, ত্রুটির কারণে গত আড়াই বছর রেকগুলো চালানো যায়নি। দীর্ঘ ট্রায়াল রানের পর ত্রুটি মেরামত করে ২টি রেক চালানো হচ্ছে। কিন্তু, শনিবারের ঘটনা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল’ যাত্রী সুরক্ষা শিকেয় তুলে ত্রুটিপূর্ণ রেকই চালাচ্ছে মেট্রো কর্তৃপক্ষ।
দরজা বন্ধ হয়েছে কিনা তা দেখার জন্য চালকের কেবিনে ট্রেন কন্টোল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম থাকে। ত্রুটিপূর্ণ রেকে সেই সিস্টেম কাজ করেনি। যাত্রী নিরাপত্তায় স্টেশনে মোতায়েন থাকে আরপিএফ। তাদের ভূমিকা কী ছিল? রেকের দরজায় যাত্রীর হাত আটকে গেল, মেট্রো চলতে শুরু করল, তাও কেন নজরে এল না আরপিএফের ? ফলে প্রাথমিক তদন্তে মেট্রো কর্তৃপক্ষের গাফিলতি স্পষ্ট। যাত্রী অনুপাতে কলকাতায় মেট্রোর রেকের সংখ্যা এখনও অনেক কম। তারসঙ্গে যোগ হয়েছে সময় বিভ্রাট। একটা ট্রেন ছাড়লে, পরেরটা কখন আসবে তা অনেকসময়ই অনিশ্চিত। তাই প্রাণের ঝুঁকি নিয়েও ভিড় রেকেই উঠতে বাধ্য হন যাত্রীরা। যার ফলে প্রাণ দিতে হয়েছে সজল কাঞ্জিলালের মত অকৃতদার মানুষকে।

মারাত্মক ক্ষতি

● প্রথম পাতার পর

হয়েছে। তাতে, ৩১৩০ পরিবারের ১২ হাজার ৮৩৭ জন আশ্রয় নিয়েছেন। এছাড়া খোয়াই জেলায় তেলিয়ামুড়ায় ৭টি শরণার্থী শিবিরে ২১৫ পরিবারের ৮৯৮ জন এবং, খোয়াইতে ৪টি শরণার্থী শিবিরে ১৫৪ পরিবারের ৬১০ জন আশ্রয় নিয়েছেন। বাকি জেলাগুলির মধ্যে ঊনকোটি জেলায় কৈলাসহরের গৌরনগরে ২টি শণণার্থী শিবিরে ২৭টি পরিবারের ১০৬ জন এবং গোমতি জেলায় ১টি শরণার্থী শিবিরে ১০ পরিবারের ৩৯ জন আশ্রয় নিয়েছেন। রাজ্য দূর্যোগ মোকাবিলা দপ্তরের আধিকারিক শরৎ দাসের মতে, পরিস্থিতি অনুযায়ী আরও আগরতলায় শরণার্থী শিবির খোলা হতে পারে। তিনি আরও জানান, আগামী দুইদিন আবহাওয়া একই রকম থাকবে মৌসম বিভাগের পূর্বাভাসে জানা গিয়েছে।
এদিকে, বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন আজ আগরতলায় বন্যা কবলিত এলাকা পরিদর্শন করেছে। পাশাপাশি, শরণার্থী শিবিরের বসবাসকারীদের খোঁজ খবর নিয়েছেন। তিনি বলেন, প্রকৃতির উপর কারোর হাত নেই। তবে, মানুষের কোন অসুবিধা যাতে না হয় সেদিকে সবরকম খেয়াল রাখা হচ্ছে। পাশাপাশি, বিভিন্ন ক্লাব, সামাজিক সংস্থা, রাজনৈতিক দল সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে।
গত দু’দিনের অবিরাম বৃষ্টিপাতের ফলে রাজ্যে বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। টানা বর্ষণের ফলে রাজ্যের বিভিন্ন এলাকার নিম্নাঞ্চল যেমন প্লাবিত হয়েছে, তেমনি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কৃষিজমিও। পরিস্থিতি মোকাবিলায় জেলা ও মহকুমা প্রশাসন থেকে সার্বিক প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে।
বিভিন্ন জেলা ও মহকুমা থেকে বন্যা পরিস্থিতিজনিত সংবাদে জানা গেছে, কমলপুর মহকুমার দুর্গাচৌমুহনি কৃষি মহকুমায় কৃষিজমি ও ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কৃষি তত্ত্বাবধায়কের অফিস থেকে জানানো হয়েছে, দুর্গাচৌমুহনি কৃষি মহকুমায় ৫৫ হেক্টর জমির আউশ ধান, ১.৫ হেক্টর জমির আমন ধান, ৩৩ হেক্টর জমির গ্রীষ্মকালীন সব্জি চাষের এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। এতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন ৬৩১টি কৃষক পরিবার। অতি বৃষ্টির জন্য দুর্গাচৌমুহনি কৃষি মহকুমার ৮৯.৫০ হেক্টর কৃষিজমির ফসল নষ্ট হয়েছে। কৃষি তত্ত্বাবধায়ক কার্যালয় থেকে জানানো হয়েছে, ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের প্রধানমন্ত্রী কৃষি বীমা যোজনায় সহায়তা করা হবে। কমলপুর মহকুমার মহকুমা শাসক জানিয়েছেন, ধলাই নদীর জল বিপদসীমা অতিক্রম না করলেও সতর্কতা সীমা অতিক্রম করেছে। বিপর্যয় মোকাবিলায় প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা সংক্রান্ত বিশেষ গ্রুপ সহ মহকুমা প্রশাসন পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রস্তুত আছে।
বর্ষণের ফলে জম্পুইজলা মহকুমায় দুটি বসতবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। এই মহকুমার উত্তর টাকারজলা এডিসি ভিলেজের বিশু দেববর্মার বসতবাড়িটি সম্পূর্ণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মহকুমা প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ক্ষতিগ্রস্ত বিশু দেববর্মাকে নতুন ঘর নির্মাণের জন্য এসডিআরএফ থেকে ৯৫ হাজার টাকা আর্থিক সাহায্য দেওয়া হবে। এছাড়া মহকুমার পেকুয়ারজলা এডিসি ভিলেজের হীরালাল দেববর্মার বসতবাড়িটিও আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে প্রাপ্ত তথ্যে জানা গেছে। মহকুমা প্রশাসনের পক্ষ থেকে হীরালাল দেববর্মাকে ঘর মেরামতের জন্য ৫০০০ টাকা আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে। মহকুমা শাসক সঞ্জিত দেববর্মা আজ এখবর জানিয়েছেন।
এদিকে আমবাসাতেও গত কয়েকদিনের টানা বৃষ্টিপাতের ফলে জাতীয় সড়কের কিছু অংশে জল জমে যায়। আজ সকাল থেকে পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হয়েছে। আমবাসায় ধলাই নদীর উপর বিপিন চন্দ্র সেতুটির এপ্রোচে কিছু সমস্যা দেখা দেওয়ায় ভারী যানবাহন চলাচলে অসুবিধার সৃষ্টি হয়। তবে, আজ সকাল থেকে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়েছে। মহকুমা শাসক জে বি দোয়াতি জানান, আমবাসা মহকুমায় ১২টি বসতবাড়ি আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। মহকুমা প্রশাসন পরিস্থিতির উপর নজর রাখছে।
উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগর ও পানিসাগরে গত কয়েকদিনের প্রবল বর্ষণে বিভিন্ন নীচু জায়গায় জল জমলেও বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়নি। তবে মহকুমা প্রশাসন থেকে সম্ভাব্য পরিস্থিতির উপর নজর রাখা হচ্ছে। যে কোনও তাৎক্ষণিক সহায়তার জন্য জেলার ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টারের টোল ফ্রি নম্বর ১০৭৭-এ যোগাযোগ করার জন্য বলা হয়েছে।
শান্তিরবাজার মহকুমাতেও কিছু কিছু এলাকায় জল জমলেও বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়নি। মহকুমার লাউগাঙ ও মুহুরী নদীতে জলস্তর স্বাভাবিক রয়েছে। পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রশাসন সতর্ক রয়েছে বলে মহকুমা প্রশাসন থেকে জানানো হয়েছে।
তেলিয়ামুড়া মহকুমায় বেশ কিছু নীচু এলাকায় জল জমে বন্যা পরিস্থিতির স’ষ্টি হয়েছে। পরিস্থিতি মোকাবিলায় মহকুমা প্রশাসনের পক্ষ থেকে গতকাল থেকে আজ পর্যন্ত ৭টি ত্রাণ শিবির খোলা হয়েছে। এর মধ্যে মহকুমার কুচপাড়া জে বি সুকলে, রামবাবু সম্পাদক পাড়া হাইসুকলে, গুংরাই পাড়া অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে, মারগং জে বি সুকলে, মারগং অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে, মোহরছড়া হায়ার সেকেণ্ডারি সুকলে এবং বিদ্যাসাগর শিশু নিকেতনে বন্যা দুর্গতরা আশ্রয় নিয়েছেন। মহকুমা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ত্রাণ শিবিরগুলিতে প্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী, পানীয় জল এবং প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র দেওয়া হয়েছে। তেলিয়ামুড়া মহকুমা প্রশাসন থেকে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।
টানা বর্ষণের ফলে করবুক মহকুমার শিলাছড়ি ব্লকের ঘোড়াকাপ্পা থেকে নিউ গুঞ্জলিমা পাড়া পর্যন্ত সড়কে জমি ধসের ফলে যাতায়াতের অসুবিধার সৃষ্টি হলে মহকুমা প্রশাসন থেকে দ্রুত পদক্ষেপ নিয়ে পরিস্থিতির মোকাবিলা করেছে। বর্তমানে রাস্তাটি চলাচলের উপযুক্ত করা হয়েছে। পূর্ত দপ্তরের মহকুমা আধিকারিক জানিয়েছেন, এই সড়কটির রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে রয়েছে এন বি সি সি। এন বি সি সি কর্তৃপক্ষকেও বিষয়টি জানানো হয়। তাদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার ফলে সড়কটি চলাচলের উপযুক্ত হয়ে উঠেছে।
সিপাহীজলা জেলার বিশালগড় মহকুমায় কিছু অংশ জলপ্লাবিত হয়েছে। মহকুমার পূর্ব গোকুলনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের পুকুরিয়ামুড়া অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে একটি ত্রাণ শিবির খোলা হয়েছে। এই শিবিরে ৭ পরিবারের ৩১ জন আশ্রয় নিয়েছেন বলে জানানো হয়েছে। ত্রাণ শিবিরে মহকুমা প্রশাসনের পক্ষ থেকে খাদ্য ও পানীয় জল সরবরাহ করা হয়েছে। সোনামুড়া মহকুমায় গোমতী নদীর জল সতর্কতামূলক স্তরের উপর দিয়ে বইছে।
খোয়াই মহকুমার বিভিন্ন নিম্নাঞ্চল জলে প্লাবিত হয়েছে। বন্যা দুর্গতদের আশ্রয়ের জন্য মহকুমায় ৪টি ত্রাণ শিবির খোলা হয়েছে। এর মধ্যে শ্রীনাথ বিদ্যানিকেতন সুকলে, খোয়াই সরকারি বালক দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে, শ্রীকৃষ্ণ হাইসুকলে ও শেওড়াতলী জে বি সুকলে বন্যা দুর্গতরা আশ্রয় নিয়েছেন বলে মহকুমা প্রশাসন থেকে জানানো হয়েছে। মহকুমা প্রশাসন ত্রাণ শিবিরগুলিতে খাবার ও পানীয় জল সরবরাহের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়েছে। মহকুমা প্রশাসন থেকে জানানো হয় পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হওয়ায় আজ শ্রীকৃষ্ণ হাইসুকলে আশ্রয় নেওয়া দুর্গত পরিবারগুলির মধ্যে কোনও কোনও পরিবার নিজ বাড়িতে ফিরে গেছে। খোয়াই জেলা হাসপাতালের পক্ষ থেকে এই ত্রাণ শিবিরগুলিতে গতকাল স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়।
এদিকে, গত ২৪ ঘন্টার বৃষ্টিপাতের ফলে সদর মহকুমার বিভিন্ন স্থান প্লাবিত হয়েছে। সদর মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে যেসব ত্রাণ শিবির খোলা হয়েছে সেগুলিতে পানীয় জল ও খাবার সরবরাহ করা হচ্ছে। মহকুমা শাসক অসীম সাহা জানান, সিভিল ডিফেন্স, এন ডি আর এফ, টি এস আর, ত্রিপুরা পুলিশ এবং আগরতলা পুরনিগমের উদ্ধারকারী দল জলবন্দী মানুষকে উদ্ধার করে ত্রাণ শিবিরগুলিতে পৌঁছে দিয়েছে। ১৪টি ভ্রাম্যমান মেডিক্যাল টিমকে শিবিরগুলিতে আশ্রিত মানুষের স্বাস্থ্য পরিষেবার কাজে নিযুক্ত করা হয়েছে। তাছাড়াও বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, পি আর আই বডি, সমাজসেবীগণ ত্রাণ কাজে এগিয়ে এসেছেন।

আর্শিয়া আমাদের রাজ্যের গর্ব যুব বিষয়ক ও ক্রীড়ামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ জুলাই।। রাজ্যের প্রতিভাবান দাবাড় আর্শিয়া দাসকে আজ সংবর্ধনা ৗপন করা হয়। মহাকরণের প্রেস কনফারেন্স হলে আয়োজিত এক সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়ামন্ত্রী মনোজ কান্তি দেব আর্শিয়ার হাতে পুপস্তবক ও ১১ লক্ষ ৮৬ হাজার ৪৪০ টাকার চেক তুলে দেন। উল্লেখ্য, গত জন মাসে উজবেকিস্তানে অনুষ্ঠিত এশিয়ান স্কুল দাবা চ্যাম্পিয়নশিপে অংশগ্রহণ করে আর্শিয়া দাস একটি স্বর্ণপদক ও একটি বো' পদক লাভ করে।

সংবর্ধনা ৗপনের পর যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রী মনোজ কান্তি দেব সাংবাদিক সম্মেলনে জানান, খদে দাবাড় আর্শিয়া দাস আমাদের রাজ্যের গর্ব। সে উজবেকিস্তানে অনুষ্ঠিত এশিয়ান স্কুল দাবায় অংশ নিয়ে রাজ্যের মুখ উজ্জল করেছে। এছাড়া ২০১৮ সালে স্পেনে অনুষ্ঠিত বিশ্ব সামরিক দাবা চ্যাম্পিয়নশিপে অংশগ্রহণ করে ১২৮ পয়েন্ট নিয়ে ১৩তম স্থান পেয়েছিলো। ঐ বছর থাইল্যাণ্ডে অনুষ্ঠিত এশিয়ান যুব দাবা চ্যাম্পিয়নশিপে অংশগ্রহণ করে বিশ্বে ১৪তম স্থান লাভ করে। এছাড়াও ২০১৭, ২০১৮ এবং ২০১৯ সালে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত কমনওয়েলথ দাবা চ্যাম্পিয়নশিপে অংশগ্রহণ করে সে যথাক্রমে ৫ম, ৯ম এবং ৯ম স্থান লাভ করে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব আর্শিয়ার আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সাফল্যের জন্য তাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। মূলত: মুখ্যমন্ত্রীর আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলে আর্শিয়াকে আর্থিক সহায়তা করার জন্য ও টি পি সি এগিয়ে আসে। মুখ্যমন্ত্রীর আবেদনে সাড়া দিয়ে আজ ও টি পি সি যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের কাছে ১১ লক্ষ ৮৬ হাজার ৪৪০ টাকার একটি চেক তুলে দেয়। সাংবাদিকদের সাথে কথা বলার সময় ক্রীড়ামন্ত্রী শ্রী দেব আর্শিয়ার উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করেছেন। ভবিষ্যতে সে ত্রিপুরাকে ক্রীড়াক্ষেত্রে আরও সাফল্য এনে দেবে বলে তিনি প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন। সাংবাদিক সম্মেলনে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের সচিব ড. দেবাশিস বসু, অধিকর্তা শরদিন্দ চৌধুরী, আর্শিয়ার পিতা পূর্ণেন্দ দাস ও মাতা অর্নিশা নাথ উপস্থিত ছিলেন।

বিশ্বকাপ ২০১৯ একাদশ তালিকা প্রকাশ করল আইসিসি

দুবাই, ১৫ জুলাই (হি.স.) : বিশ্বকাপ ক্রিকেট শেষ হয়েছে। বিতর্কিত আইনে রুদ্ধশ্বাস ম্যাচে নিউজিল্যান্ডকে হারিয়ে প্রথমবার বিশ্বকাপ জিতে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ইংল্যান্ড। টুর্নামেন্ট শেষে এবার বিশ্বকাপের সেরা একাদশের তালিকা প্রকাশ করল আন্তর্জাতিক ক্রিকেট নিয়ামক সংস্থা আইসিসি।

সোমবার বিশ্বকাপ ২০১৯ একাদশ তালিকা ঘোষণা করেছে বিশ্ব ক্রিকেট নিয়ামক সংস্থা। বিশ্বকাপের সর্বোচ্চ রান স্কোরার ভারতীয় ওপেনার রোহিত শর্মার সঙ্গে দলে দ্বিতীয় ওপেনার হিসেবে রয়েছেন ইংল্যান্ডের জেসন রয়। তিন নম্বরে নিউ জিল্যান্ড অধিনায়ক কেন উইলিয়ামসন। তিনিই বিশ্বকাপ একাদশ দলেরও অধিনায়ক। চার নম্বরে রয়েছেন বিশ্বকাপের সেরা অলরাউন্ডার বাংলাদেশের সাকিব আল হাসান। এরপর ইংল্যান্ডের জো রুট এবং ব্রিটিশ অল রাউন্ডার বেন স্টোকস। দলে উইকেটরক্ষক হিসেবে জায়গা করে নিয়েছেন অ্যালেক্স ক্যারে। এই দলে কোনও স্পিনারের জায়গা হয়নি। চার পেসার অস্ট্রেলিয়ার মিচেল স্টার্ক, ইংল্যান্ডের জোফ্রা আর্চার, নিউ জিল্যান্ডের লকি ফার্গুসন এবং ভারতের জশপ্রীত বুমরাহ। দলে দ্বাদশ ব্যক্তি হিসেবে রয়েছেন নিউ জিল্যান্ডের ট্রেন্ট বোল্ট।

তালিকায় রয়েছেন, জেসন রয় (ইংল্যান্ড), রোহিত শর্মা (ভারত), কেন উইলিয়ামসন (নিউ জিল্যান্ড, অধিনায়ক), জো রুট (ইংল্যান্ড), সাকিব আল হাসান (বাংলাদেশ), বেন স্টোকস (ইংল্যান্ড), অ্যালেক্স কারে (অস্ট্রেলিয়া, উইকেটকিপার), মিশেল স্টার্ক (অস্ট্রেলিয়া), জোফ্রা আর্চার (ইংল্যান্ড), লকি ফার্গুসন (নিউ জিল্যান্ড), জসপ্রিত বুমরা (ভারত)।

দ্বাদশ ব্যক্তি হিসেবে দলে রয়েছেন নিউ জিল্যান্ডের ট্রেন্ট বোল্ট। সুপার ওভারে টাই হওয়ার পর বাউন্ডারির হিসেবে জয়ী হয়ে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ইংল্যান্ড।

ফেদেরারকে হারিয়ে উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ন জোকোভিচ

লন্ডন।। শ্বাসরুদ্ধকর ফাইনালে রজার ফেদেরারকে হারিয়ে উইম্বলডনে শিরোপা জিতেছেন নোভাক জোকোভিচ। টানা দ্বিতীয়বারের মতো প্রতিযোগিতাটির শিরোপা জিতলেন বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষ তারকা। সেন্টার কোর্টে রোববার পুরুষ এককের শিরোপা লড়াইয়ে প্রথম সেট হারের পর দুর্দান্তভাবে ঘুরে দাঁড়িয়েছিলেন ফেদেরার। তৃতীয় সেটে আবারও বাজিমাত করেন জোকোভিচ। বারবার পট পরিবর্তনের রোমাঞ্চকর ম্যাচে শেষ সেট গড়ায় টাইব্রেকারে। স্নায়ুচাপ ধরে রেখে উইম্বলডনে পঞ্চম শিরোপা জিতেন সার্বিয়ান তারকা।চার ঘণ্টা ৫৫ মিনিট স্থায়ী ম্যাচটি ৭-৬, ১-৬, ৭-৬, ৪-৬, ১৩-১২(৭-৩) গেমে জিতেন জোকোভিচ।

ক্রিকেট বিশ্বকাপ জয়ের পর নয়া ইতিহাসের সূচনা ইংল্যান্ডের

লন্ডন, ১৫ জুলাই (হি.স.) : বিশ্ব ক্রিকেট জয় করে নয়া ইতিহাসের সূচনা করল ইংল্যান্ড। নিউজিল্যান্ডকে হারিয়ে প্রথম ক্রিকেট বিশ্বকাপ জয়ের পর ইংল্যান্ডই প্রথম দেশ যারা একসঙ্গে ক্রিকেট, ফুটবল ও রাগবি বিশ্বকাপ জয়ের ইতিহাস গড়ল।

বড় ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ইংল্যান্ডের প্রথম সাফল্য আসে ১৯৬৬ সালে। ফাইনালে পশ্চিম জার্মানিকে ৪-২ গোলে হারিয়ে প্রথম ফুটবল বিশ্বকাপ জেতে এই দেশ। এরপর ২০০৩ সালের ফাইনালে আয়োজক অস্ট্রেলিয়াকে ২০-১৭-এ হারিয়ে রাগবি বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন হয় ইংল্যান্ড। তবে ১৯৬৬ সালে ফুটবল বিশ্বকাপ জয়ের পর সেই প্রথম আর কোনও বিশ্বকাপ জেতে রানির দেশ।

আর তার পরের রেকর্ডটা সত্যিই ইতিহাস। দীর্ঘদিন মানুষের স্মরণে থাকবে এই রূদ্ধশ্বাস ম্যাচ। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ম্যাচ টাই হওয়ার পর সুপার ওভারেও ম্যাচের মীমাংসা না-হওয়ায় বেশি বাউন্ডারির নিরিখে ২০১৯ সালের ক্রিকেট বিশ্বকাপ জেতে ইংল্যান্ড। এই জয়ের পর মহিলা ও পুরুষ উভয় ক্ষেত্রেই ৫০ ওভারের ক্রিকেটে বিশ্বকাপ জিতল ইংল্যান্ড। ঠিক দু বছর আগে এই মাঠেই হিদার নাইটের নেতৃত্বে ইতিহাস গড়ে বিশ্বকাপ জেতে ইংরেজ মেয়েদের দল।

খার্চি উৎসব ও প্রদর্শনী - ২০১৯
(১০ জুলাই - ১৬ জুলাই)
পুরাতন আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা
সমাপ্তি অনুষ্ঠান

মহাশয়/মহাশয়া,
আগামী ১৬ই জুলাই, ২০১৯ রাত্রি ৮ টা পুরাতন আগরতলাস্থিত চতুর্দশ দেবতাবাড়ি প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হবে সাতদিনব্যাপী খার্চি উৎসব ও প্রদর্শনীর সমাপ্তি অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন -

প্রধান অতিথি : শ্রী যীষ্ণু দেববর্মা, মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী, ত্রিপুরা সরকার
বিশেষ অতিথি : শ্রী রতন লাল নাথ, মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী, ত্রিপুরা সরকার
শ্রী রাধাচরন দেববর্মা, মাননীয় মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য, টিটিএএডিসি
সম্মানিত অতিথি : শ্রী সুশান্ত চৌধুরী, মাননীয় বিধায়ক, ত্রিপুরা বিধানসভা
শ্রী বীরেন্দ্র দেববর্মা, মাননীয় বিধায়ক, ত্রিপুরা বিধানসভা
শ্রী রাজীব ভট্টাচার্য্য, চেয়ারম্যান, ত্রিপুরা খাদী ও গ্রাম উদ্যোগ
ড. সন্দীপ এন. মহাত্মে, জেলা শাসক ও সমাহর্তা, পশ্চিম ত্রিপুরা
শ্রী সুভাষ দত্ত, মহকুমা শাসক, জিরানীয়া
সভাপতি : শ্রী রতন চক্রবর্তী, মাননীয় বিধায়ক, ত্রিপুরা বিধানসভা

উক্ত অনুষ্ঠানে আপনার সানুরাগ উপস্থিতি কামনা করি।

ভবদীয়
শ্রী রতন চক্রবর্তী
চেয়ারম্যান,
মাননীয় বিধায়ক, ত্রিপুরা বিধানসভা
খার্চি উৎসব কার্যনির্বাহী কমিটি
পুরাতন আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা
ICA/D-519/2019-20

অস্ট্রেলিয়ান কোচের হাত ধরে ইংল্যান্ডের বিশ্বজয়

লন্ডন।।অনুশীলনে তাকে খুব ব্যস্ত বা হাঁকডাক করতে দেখা যায় খুব কমই। হয়তো রোলারের ওপর বসে থাকেন। মাঠ বা নেটের পাশে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে থাকেন। সংবাদমাধ্যমের সামনে হাজির হন কদাচিৎ। আড়ালে থাকতে পছন্দ করেন, নিজের মতো কাজ করতে ভালোবাসেন। সেই পথ ধরে হেঁটেই ট্রেভর বেলিস পেলেন সাফল্যের ঠিকানা, ইংল্যান্ডের বিশ্বজয়ের নেপথ্য নায়ক। ক্রিকেটে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দেশ অস্ট্রেলিয়ার এই কোচের হাত ধরেই ইংলিশরা পেল বহু আরাধ্য ট্রফির দেখা।

সামনেই অ্যাশেজ, অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে ইংল্যান্ডের ঐতিহাসিক লড়াইয়ের উত্তেজনা হয়ে উঠবে উত্তুঙ্গ। চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের হারানোর তৃপ্তি ইংলিশদের অনেকের কাছেই বিশ্বকাপ জয়ের চেয়ে বড়। কিন্তু ক্রিকেট ইংলিশদের এমন বাস্তবতায় দাঁড় করাল যে তাদের প্রথম বিশ্বকাপ শিরোপা এলো অস্ট্রেলিয়ান ছোঁয়াতেই।

অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে সেমি-ফাইনাল জয়ের পর ইংলিশ ক্রিকেটাররা যখন উচ্ছ্বাসে ভেসে যাচ্ছেন, বেশ বিরক্ত হয়েছিলেন বেলিস। এজবাস্টনে সেদিন দলের সবাইকে ডেকে নিলেন ড্রেসিং রুমে। নিজের হ্যাট খুলে শান্ত কিন্তু গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, "ইংল্যান্ডের কোচ হয়ে নয়, আমি তোমাদেরকে এখন একটা কথা বলব অস্ট্রেলিয়ান হিসেবে। একটা সেমি-ফাইনাল জিতেই তোমরা মনে করছো কাজ হয়ে গেছে? এখনও কিছুই জেতোনি তোমরা...।"

ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যমে উঠে আসা ঘটনাটি একটি নমুনা মাত্র। গত চার বছরের ধারাবাহিকতার অংশ। ইংলিশ ক্রিকেটারদের প্রতিভা, সামর্থ্য, বেলিসের পরিকল্পনা ও ম্যান-ম্যানেজমেন্টে নিজস্ব ঘরানা এবং অস্ট্রেলিয়ান মানসিকতার ছোঁয়া, সব মিলিয়েই এসেছে ইংল্যান্ডের প্রথম বিশ্ব শিরোপা।

বেলিসের কোচিংয়ের ধরন ও ঘরানা আর মর্গ্যানের নেতৃত্ব, দলের মানসিকতায় বদল, সব মিলিয়ে এসেছে এই সাফল্য। বেলিস বরাবরই কথা কম, কাজ বেশিতে বিশ্বাসী। তার মূল মন্ত্র, বিশ্বাস, আস্থা ও স্বাধীনতা।

যে ক্রিকেটারদের তিনি মনে করেছেন ইংল্যান্ডের জন্য সাফল্য বয়ে আনতে পারে, তাদের ওপর ভরসা করেছেন। সেই ভরসা তাদের মনেও গেঁথে দিয়েছেন। তাদেরকে স্বাধীনতা দিয়েছেন নিজেকে মেলে ধরতে। ভয়ডরহীন খেলতে। বরাবরই চেয়েছেন ক্রিকেটারদের ওপর থেকে চাপ সরিয়ে তাদের মুক্ত মনে খেলতে দিতে।ক্রিকেটারদের সঙ্গে খুব বেশি কথা অবশ্য তিনি বলেন না। তবে যেটুকু বলেন, সোজাসাপ্টা, সরল ও সরাসরি। যেটুকু দরকার। কখনোই তিনি দলের সাফল্যের কৃতিত্ব সেভাবে নিতে চাননি, ব্যর্থতার সময় দায়িত্ব নিতে পিছপা হননি। মর্গ্যান ও তার ঘরানা প্রায় এক বিন্দুতে মিলে যাওয়ায় সহজ হয়েছে কাজ।নিজের ধরনে তিনি সফল কোচিং ক্যারিয়ারের শুরু থেকেই। খেলোয়াড়ী জীবনে ছিলেন আগ্রাসী ব্যাটসম্যান। পরিচিত ছিলেন কাভারে দুর্দান্ত ফিল্ডিংয়ের জন্যও। জন্ম নিউ সাউথ ওয়েলসে, অস্ট্রেলিয়ার এই রাজ্য দলটির হয়েই খেলেছেন প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে। ১৯৮৯-৯০ মৌসুমে ৯৯২ রান করে রাজ্যের সেরা ক্রিকেটার মনোনীত হয়েছিলেন। তবে জাতীয় দলের কাছে সেভাবে কখনোই যেতে পারেনি। ৫৮ ম্যাচের প্রথম শ্রেণির ক্যারিয়ার শেষ হয় ১৯৯২-৯৩ মৌসুমে।

এরপর তিনি নিউ সাউথ ওয়েলসের ডেভেলপমেন্ট অফিসার হিসেবে কাজ করেছেন, কোচিং করিয়েছেন রাজ্যের দ্বিতীয় একাদশকে। ২০০৪-০৫ মৌসুমে স্টিভ রিক্সন চলে যাওয়ার পর দায়িত্ব পান মূল রাজ্য দলের। সাফল্য ধরা দেয় দ্রুতই। জিতে নেন শেফিল্ড শিল্ড। পরের মৌসুমে তার কোচিংয়ে নিউ সাউথ ওয়েলস চ্যাম্পিয়ন হয় সীমিত ওভারের টুর্নামেন্টে।

২০০৭ বিশ্বকাপের পর টম মুডি শ্রীলঙ্কার দায়িত্ব ছেড়ে দিলে সেই বছরই লঙ্কানদের দায়িত্ব পান বেলিস। তার কোচিংয়ে টেস্ট র‍্যাঙ্কিংয়ে দুই নম্বরে উঠে আসে শ্রীলঙ্কা, এখনও যা লঙ্কানদের সেরা সাফল্য। ২০১১ বিশ্বকাপে তার কোচিংয়ে দল ওঠে ফাইনালে।

বিশ্বকাপের পর লঙ্কানদের দায়িত্ব ছেড়ে ফিরে যান অস্ট্রেলিয়ায়। এবারও গিয়েই পান সাফল্য। ২০১১-১২ বিগ ব্যাশে তার কোচিংয়ে শিরোপা জেতে সিডনি সিক্সার্স। আইপিএলে প্রত্যাশিত সাফল্য পেতে যখন ধুঁকছিল কলকাতা নাইট রাইডার্স, বেলিস দায়িত্ব নিয়েই তাদের শিরোপা উপহার দেন ২০১২ সালে। নিউ সাউথ ওয়েলস আবার শেফিল্ড শিল্ড জেতে তার কোচিংয়ে, ২০১৩-১৪ মৌসুমে।

২০১৫ বিশ্বকাপের পর দায়িত্ব নেন ইংল্যান্ডের। পাল্টে দেন ইংল্যান্ডের ওয়ানডে দলের চিরায়ত চরিত্র। পরিণত করেন আগ্রাসী, সাফল্যের জন্য ক্ষুধার্ত একটি জয়ী দলে। ২০১৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ফাইনালেও উঠেছিল ইংল্যান্ড তার কোচিংয়ে। বেন স্টোকসের চার ছক্কা হজমে সেবার শিরোপা পাওয়া হয়নি। এবার অনেক নাটকীয়তার পর সেই ইংল্যান্ড জিতল আরও বড় বিশ্বকাপ। স্টোকস হলেন নায়ক। বেলিস নেপথ্যের নায়ক। আরও একবার সফল। ক্রিকেটের কাছে ইংল্যান্ডের যেমন এটি পাওনা ছিল, বেলিসের জন্য যেন ছিল অবধারিত। সাফল্যের সঙ্গেই তো তার বসবাস!

এখন তিনি ইংল্যান্ডের প্রথম ওয়ানডে বিশ্বকাপ জয়ী কোচ। এবার অ্যাশেজ জিতলে, হয়তো বলতে হবে ইংল্যান্ডের ইতিহাসের সফলতম কোচ। তার সঙ্গে ইংল্যান্ডের চুক্তি এই অ্যাশেজ পর্যন্তই। ফাইনালের আগেই সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, বিশ্বকাপ ও অ্যাশেজ জিতলেও চুক্তি নবায়ন করবেন না। চার-পাঁচ বছরের বেশি টানা কোনো দলে কাজ করা তার ধরনে নেই।এরপর জীবন তাকে যেখানেই নিয়ে যাক, ইংল্যান্ডের ক্রিকেট ইতিহাসে নিজের জায়গা পাকা করেই ফেলেছেন। ইংলিশ ক্রিকেটে অমর হয়ে থাকবেন একজন অস্ট্রেলিয়ান।

Ref : STB P.S. GDE No. 12 dated 01-07-2019

পাশের ছবিটি শ্রীমতি মনিকা ঘোষ ভৌমিক, বয়স ৩১ বৎসর, স্বামী - শ্রী পলাশ ভৌমিক, সাং - কাঞ্চন নগর, দক্ষিণ পাড়া, থানা - শান্তিরবাজার, জেলা- দক্ষিণ ত্রিপুরা, উচ্চতা- ৫ ফুট ৫ ইঞ্চি, গায়ের রঙ - ফর্সা, পরনে - শাড়ী। অদ্য ৩০-০৬-২০১৯ ইং বাড়ি হইতে বাহির হইয়া যায়, সে আর বাড়িতে ফিরে আসে নেই। উক্ত ব্যক্তি কে এখন পর্যন্ত কোথাও পাওয়া যায় নাই।

উপরে উল্লেখিত নিখোঁজ ব্যক্তি সম্বন্ধে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকিলে নিম্ন লিখিত ঠিকানার ফোন নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে।

যোগাযোগ ঠিকানা ঃ
১) এসপি(ডিআইবি) কন্ট্রোল দক্ষিণ ত্রিপুরা, বিলোনীয়া
ফোন নম্বর ঃ ০৩৮২৩ ২২২০৫২
৯৪৮৫১৪৭৮২৯ / ৭৬২৮০০৭০৭৯
২) শান্তির বাজার থানা ঃ ফোন নম্বর ঃ ৯৪০২৩৭৩৭৯৭

ICA/D-527/2019-20

Superntendent of Police
South Tripura District

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

CMYK

জাগরণ 16 July, 2019, Tuesday আগরতলা ১৬ জুলাই, ২০১৯ ইং, ৩০ আষাঢ়, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার
■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2019

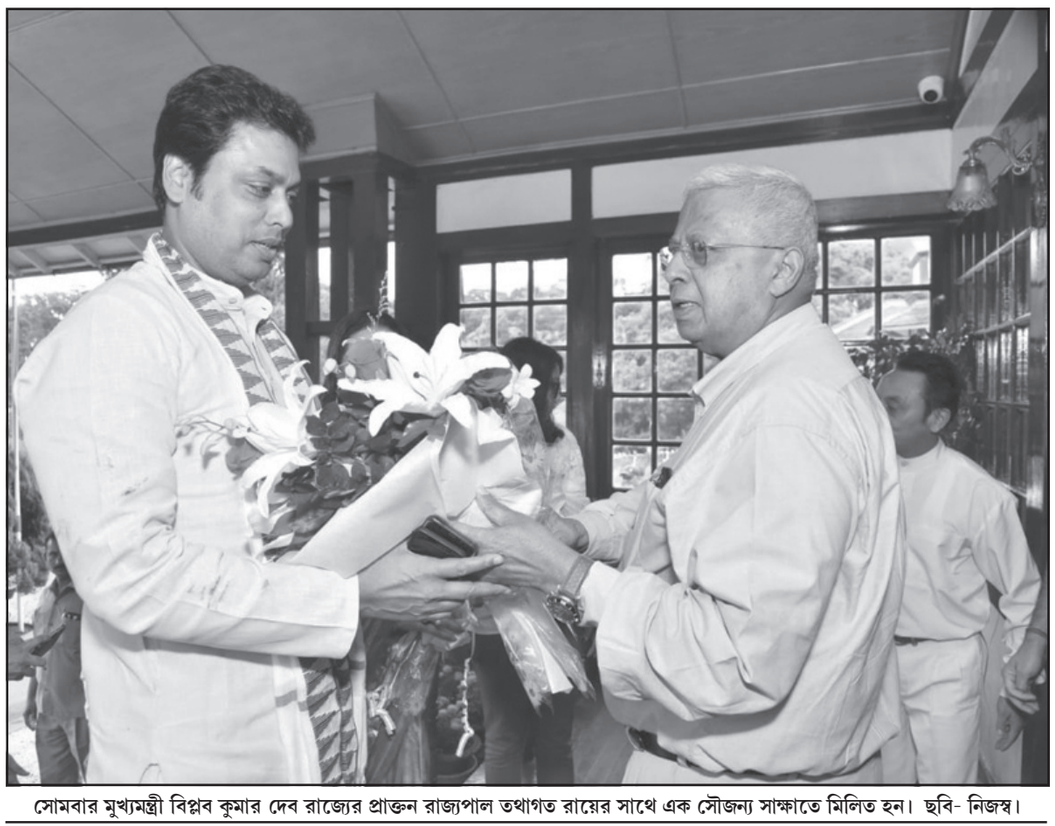

সোমবার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব রাজ্যের প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়ের সাথে এক সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হন। ছবি- নিজস্ব।

ঢাকায় ভারতীয় টাকা তৈরির কারখানার হদিস, গ্রেফতার তিন

ঢাকা, ১৫ জুলাই (হি.স.) : বাংলাদেশের রাজধানীর ব্যস্ত জনপদে জাল টাকা তৈরির কারখানার হদিস। চকচকে নতুন সব নোট। তবে বাংলাদেশি কোনও টাকার নোট নয়, সবই ভারতীয় রুপি। নিখুঁত এর কারুকাজ। খালি চোখে দেখলে বোঝার উপায় নেই যে, এগুলো ভারতীয় জাল টাকার নোট। এই জাল নোট তৈরি করা হচ্ছে রাজধানী ঢাকার রামপুরা এলাকার একটি বাড়িতে। রীতিমত কারখানা করে এখানে জাল টাকার তৈরি করত একটি চক্র।

এই কারখানা থেকে ২১ লাখ জাল টাকার নোটসহ চক্রটির তিন সদস্যকে সোমবার গ্রেফতার করেছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের গোয়েন্দা (ডিবি) উত্তর বিভাগের অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার ও প্রতিরোধ টিম। গ্রেফতার তিনজন হলেন রফিকুল ইসলাম খসরু, মোহাম্মদ আব্দুর রহিম ও জনি ডি কস্তা। এদের কাছ থেকে পাওয়া ২১ লাখ টাকার সবই ৫০০ ও ২০০০ টাকার নোট। এ ছাড়া ঘটনাস্থল থেকে জাল টাকা তৈরির কাজে ব্যবহৃত একটি ল্যাপটপ, একটি কালার প্রিন্টার, একটি লেমিনেটিং মেশিন, জাল রুপি তৈরির বিপুল পরিমাণ কাগজ, প্রিন্টারে ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের কালি, সিকিউরিটি সিল সংবলিত স্ক্রিন বোর্ড, গাম ও জাল টাকা তৈরির জন্য ব্যবহৃত সিল মারা ফয়েল পেপার উদ্ধার করা হয়।

ডিবির উপকমিশনার (ডিসি) মশিউর রহমান বলেন, গত ৯ জুলাই রামপুরার উলন রোডের একটি বাড়িতে অভিযান চালিয়ে জাল বাংলাদেশি টাকা তৈরির একটি কারখানার সন্ধান পাওয়া যায়। সেখানে উদ্ধার হওয়া ভারতীয় টাকা তৈরিতে ব্যবহৃত বিশেষ ফয়েল পেপারের সূত্র ধরে জাল ভারতীয় টাকা তৈরির কারখানাটির সন্ধান পায় ডিবি। রামপুরার পলাশবাগ মোড়ের একটি আবাসিক ভবনের অষ্টম তলার একটি ফ্ল্যাটে কারখানাটি ছিল। সেখানে আজ সকালে অভিযান চালিয়ে ২১ লাখ জাল টাকার নোটসহ এই তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়।

মশিউর রহমান জানান, কোরবানি ঈদ উপলক্ষে ভারত থেকে পোশাক ও কোরবানির গরু আমদানি করা হয়ে থাকে। তাই চক্রটি জাল টাকা তৈরি করে সীমান্ত এলাকায় পাচারের চেষ্টা করছিল। ডিবি সূত্রে জানা যায়, জালিয়াত চক্রটির নেতৃত্বে রয়েছেন রফিকুল ইসলাম খসরু। ঢাকায় জাল টাকার নোট তৈরি করে সীমান্তবর্তী জেলা চাঁপাইনবাবগঞ্জ, যশোরের আগ্রহী অসাধু ব্যবসায়ীদের কাছে চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহের দায়িত্ব ছিল তার।

প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে গ্রেফতারকৃতরা জানান, প্রথম দিকে আসল ভারতীয় টাকার নোটের সঙ্গে এই চক্রের তৈরি করা জাল টাকার নোটে কিছুটা পার্থক্য ধরা পড়ে। তাই জাল নোটের চালান আবারও ফেরত আসে। পরে আরও নিখুঁত ও সূক্ষ্মভাবে রামপুরার কারখানাটিতে জাল টাকার নোট তৈরি শুরু করেন। এই কারখানায় নোট তৈরি করতেন আবদুর রহিম ও রনি ডি কস্তা। গ্রেফতার তিনজনের বিরুদ্ধে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন থানায় জাল নোট তৈরির অভিযোগে একাধিক মামলা রয়েছে। বিভিন্ন মেয়াদে সাজা ভোগ করে জামিনে বের হয়ে তারা আবারও নোট জালিয়াতি শুরু করেন।-

লামডিং-বদরপুর পাহাড় লাইনে ২০ জুলাইয়ের আগে অনিশ্চিত ট্রেন পরিষেবা

হাফলং (অসম), ১৫ জুলাই (হি.স.) : লামডিং-বদরপুর ব্রডগেজ রেলপথে ট্রেন চলাচল কবে নাগাদ শুরু হবে এ-নিয়ে এখনও রয়েছে প্রবল অনিশ্চয়তা। উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেল কর্তৃপক্ষ আগামী ২০ জুলাই পর্যন্ত পাহাড় লাইনে সব ধরনের ট্রেন চলাচল বাতিল করে দেওয়ায় এই অনিশ্চয়তা আরও প্রবল হয়ে উঠেছে।

প্রচণ্ড বর্ষণের দরুন ধস-বিধ্বস্ত এলাকায় কাজ করতে গিয়ে রেল কর্মীদের বেগ পেতে হচ্ছে। এতেই সংশয় দেখা দিয়েছে, আদৌ আগামী ২০ জুলাইয়ের আগে লামডিং-বদরপুর পাহাড় লাইনে ট্রেন চলাচল সচল হয়ে ওঠবে কিনা। উল্লেখ্য, গত ১২ জুলাই থকে নাগাড়ে বর্ষণের দরুন নিউহাফলং ও জাটিঙ্গা লামপুরের মধ্যবর্তী ১১০/৪.৫ কিলোমিটার অংশে ১০০ মিটার জায়গা জুড়ে রেলওয়ে ট্র্যাকের নীচে মাটি পাহাড় থেকে নেমে আসা জলে ধুয়ে নিয়ে যাওয়ার জেরে পাহাড় লাইনে গত তিন দিন থেকে ট্রেন চলাচল বন্ধ। রেল কর্মীরা যুদ্ধকালীন তৎপরতার সঙ্গে রেলওয়ে ট্র্যাক মেরামতির কাজ করে চললেও বৃষ্টির ফলে কাজে বিঘ্ন ঘটাচ্ছে।

বর্তমানে নিউহাফলং ও জাটিঙ্গা লামপুরের মধ্যে ১১০/৪.৫ কিলোমিটার অংশের কাজের যা অগ্রগতি এতে করে ২০ জুলাইয়ের আগে লামডিং-বদরপুর ব্রডগেজ রেলপথে ট্রেন চলাচল শুরু হওয়া নিয়ে রয়েছে সংশয়। বর্তমানে নিউহাফলং ও জাটিঙ্গা লামপুরের মধ্যবর্তী অংশে রেলট্র্যাক তুলে ফেলা হয়েছে এবং সে জায়গায় মাটি ভড়াট-সহ ট্র্যাকের পাশে ধসে যাওয়া মাটি পাথর ও নেট দিয়ে আটকানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। পাহাড়ে বৃষ্টি অব্যাহত থাকায় এখনও মাটি ধসে পড়ছে। তাই বৃষ্টি বন্ধ না হলে ওই রুটে পুনরায় ট্রেন চলাচল শুরু হতে আরও কিছুদিন সময় লেগে যেতে পারে বলে রেল সূত্রে জানা গিয়েছে। তবে বর্তমানে পাহাড় লাইনের ধস-বিধ্বস্ত এলাকা বিপজ্জনক অবস্থায় রয়েছে। এমতাবস্থায় আগামী সপ্তাহ-দশদিনের আগে কোনও অবস্থায় পাহাড় লাইনে রেল পরিষেবা সচল হওয়ার কোনও সম্ভাবনা একপ্রকার নেই, বলেছে সূত্রটি।

এদিকে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ অফিসার প্রণবজ্যোতি শর্মা জানিয়েছেন, লামডিং-বদরপুর ব্রডগেজ রেলপথে ধস নেমে আসার দরুন আগামী ২০ জুলাই পর্যন্ত সব ধরনের ট্রেন চলাচল বাতিল করা হয়েছে।

মেট্রোয় যাত্রী মৃত্যুর ঘটনায় সর্বোচ্চ পর্যায়ে তদন্ত শুরু

কলকাতা, ১৫ জুলাই (হি.স): মেট্রোয় যাত্রী মৃত্যুর ঘটনায় সর্বোচ্চ পর্যায়ে তদন্ত শুরু হল। আজই কলকাতায় এসে পৌঁছন কমিশনার অব রেলওয়ে সেফটি। মেট্রো কর্তৃপক্ষের গঠিত তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি সোমবার তদন্ত শুরু করল। কলকাতা মেট্রো রেলের ৩৫ বছরের ইতিহাসে এই ধরনের তদন্ত এই নিয়ে দ্বিতীয়বার। শনিবারের অভিশপ্ত রেকটি রাখা আছে টালিগঞ্জ মেট্রো স্টেশনে। আজ সেখানে গিয়ে রেকটি পরীক্ষা করেন তদন্তকারী দলের সদস্যরা। মেট্রো দুর্ঘটনায় রেকর্ড করা হল প্রত্যক্ষদর্শীর বয়ানও।

পার্ক স্ট্রিট স্টেশনে মেট্রোর দুর্ঘটনার প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে ত্রুটিপূর্ণ রেক, অসতর্ক চালক, উদাসীন আরপিএফ জওয়ানদের জন্যই অকাল মৃত্যু সজল কাঞ্জিলালের। মেট্রো রেলে হাত আটকে সজল কাঞ্জিলালের মৃত্যুর ঘটনায় তোলপাড় গোটা রাজ্য। শুরু হয়েছে চাপান-উতোর। প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ান অনুযায়ী শেষমুহূর্তে মেট্রোয় ওঠার চেষ্টা করেন সজল কাঞ্জিলাল। কিন্তু, কামরায় পুরোপুরি ওঠার আগেই চলতে শুরু করে মেট্রো। হাত আটকে যায় মেট্রোর দরজায়। সেই অবস্থাতেই চলন্ত রেক তাঁকে টেনে হিঁচড়ে ঢুকে পড়ে টানেলে।

যে রেকটিতে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা, সেটি নতুন রেক। চেন্নাই থেকে আসা এই রেকের দরজা বন্ধ হওয়ার পদ্ধতি অত্যাধুনিক। ১৫ মিমির বেশি চওড়া কিছু দরজায় আটকে থাকলেই, রেকের দরজার সেন্সর অ্যাক্টিভেট হয়ে যাবে। সেন্সর অন থাকলে, চালক চেষ্টা করেও দরজা বন্ধ করতে পারবেন না। দুর্ঘটনার মুহূর্তে সেন্সর কাজ করেনি। সজলবাবুর হাত আটকে থাকা অবস্থাতেই দরজা বন্ধ হয়েছে।

ছয়ের পাতায় দেখুন

আগরতলায় আটক দুই রোহিঙ্গা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ জুলাই।। স্থানীয় মানুষের সহায়তায় দুই রোহিঙ্গা যুবককে আটক করতে সক্ষম হয়েছে আগরতলার বটতলা ফাঁড়ি থানার পুলিশ। সোমবার রাজধানীর পার্শবর্তী বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া জয়পুর এলাকার বাসিন্দারা দুই যুবককে দেখতে পান। এই দুই যুবকের কথাবার্তায় অসংলগ্নতা ধরা পড়ে।

তাঁরা জানান, অপরিচিত লোক দেখে তাঁদের সন্দেহ হয়। তাই তারা কোথা থেকে এসেছে তা জানতে চাইলে দুই যুবক প্রথমে বলে যে তারা হায়দরাবাদ থেকে এসেছে। কিন্তু তাদের কথাবার্তার ধরণ শুনে এলাকাবাসীর সন্দেহ হয়। তখন তারা তাদেরকে বলেন সঠিক কথা বলতে। পরে দুই যুবক জানায় তারা বাংলাদেশের কক্সবাজার রোহিঙ্গা ক্যাম্প থেকে পালিয়ে এসেছে, তাদের সঙ্গে আরও কয়েকজন ছিল, তারা তাদের ফেলে চলে গিয়েছে। তাদের বাড়ি মায়ানমারের রাখাই প্রদেশে। সেখানে দাঙ্গার কারণে তারা বাংলাদেশে এসেছিল বলেও জানায়।

ধৃতরা বলেছে, তারা দালালের মাধ্যমে টাকা দিয়ে সীমান্ত পেরিয়েছে। এদের কথাবর্তা শুনে এলাকাবাসী পুলিশে খবর দেন। পুলিশ জয়পুর থেকে তাদের ধরে বটতলা ফাঁড়ি থানায় নিয়ে আসে। প্রাথমিকভাবে পুলিশ জানিয়েছে, তাদের একজনের নাম মহম্মদ সালাম এবং অন্যজন জাহাঙ্গির আলম। পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, তারা কীভাবে ও কী উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ থেকে পালিয়ে এসেছে, কাদের হাত ধরে তারা আগরতলায় এসেছে তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

কৃষকদের আয় দ্বিগুণ শুধুমাত্র ফসলের ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের উপর নির্ভরশীল নয় কেন্দ্র : ধর্মেন্দ্র প্রধান

নয়াদিল্লি, ১৫ জুলাই (হি.স.) : কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার জন্য শুধুমাত্র ফসল ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের উপর নির্ভরশীল নয় কেন্দ্রীয় সরকার। সোমবার লোকসভা দাঁড়িয়ে এমনই দাবি করেছেন পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান। এদিন লোকসভার জিরো আওয়ারে ধর্মেন্দ্র প্রধান বলেন, কিছু মানুষ হয়তো বিশ্বাস করে ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের মাধ্যমেই কৃষকদের সাহায্য করা যায়। কিন্তু এমন ধারণায় সন্তুষ্ট নয় সরকার। কৃষকদের আয় দীর্ঘমেয়াদি ভাবে দ্বিগুণ করতে কৃষি কাজে ইথানোলের ব্যবহার ও উৎপাদনের উপরেও সমান ভাবে গুরুত্ব দিয়েছে মোদী সরকার। ২০১৪ সাল থেকেই এমন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। ২০১৪ সালে আগে পর্যন্ত গোটা দেশে ইথানোলের উৎপাদন কেবল মাত্র এক শতাংশ ছিল। কিন্তু এখন তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ছয় শতাংশে। কৃষকরা যাতে পচে যাওয়া আলু, পচে যাওয়া গম এবং অন্যান্য জৈব পদার্থ দিয়ে ইথানোল উৎপাদন করতে পারে সে জন্য তাদের উৎসাহ দেওয়া হয়েছে কেন্দ্রে তরফ থেকে। পাশাপাশি এর ফলে ফড়েরা অসুবিধায় পড়বে, তার উপর আলোকপাত করে ধর্মেন্দ্র প্রধান বলেন, ইথানোল থেকে উৎসাহ দেওয়ার নীতি গ্রহণের ফলে যে সকল ফড়েরা ইথানোল আমদানি করতে চেয়েছিল তারা অসুবিধায় পড়বে। উল্লেখ করা যেতে পারে ১২ জুলাই এক আলোচনা সভায় ইথানোলের ব্যবহারের পক্ষে সওয়াল করে কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ মন্ত্রী নীতিন গড়করি বলেছিলেন, ইথানোল পাম্প গড়ে তোলার জন্য পেট্রোলিয়াম মন্ত্রককে সাহায্য করবে তাঁর মন্ত্রক।

অমরনাথের উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন ৫,২১০ জন তীর্থযাত্রী, এযাবতদর্শন ১,৮২,৭১২ জন পুন্যার্থীর

জম্মু, ১৫ জুলাই (হি.স.): চর্তুদশতম দিনে পড়ল বার্ষিক অমরনাথউ অমরনাথ যাত্রার চর্তুদশতম দিনে জম্মু-র ভগবতী নগর যাত্রী নিবাস থেকে কড়া নিরাপত্তা বেষ্টনীতে বালতাল এবং পহেলগাঁও বেসক্যাম্পের উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন অনন্তপক্ষে ৫,২১০ জন তীর্থযাত্রীউ একইসঙ্গে সোমবার পর্যন্ত ১,৮২,৭১২ জন তীর্থযাত্রী অমরনাথ দর্শন করেছেনউ শ্রী অমরনাথজি শ্রাইন বোর্ডের এক আধিকারিকের কথায়, সোমবার জম্মু-র ভগবতী নগর যাত্রী নিবাস থেকে কড়া নিরাপত্তা বেষ্টনীতে বালতাল এবং পহেলগাঁও বেসক্যাম্পের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছেন অনন্তপক্ষে ৫,২১০ জন তীর্থযাত্রীউ এখনও পর্যন্ত ১,৮২,৭১২ জন তীর্থযাত্রী অমরনাথ দর্শন করেছেনউ

প্রশাসন সূত্রের খবর, কড়া নিরাপত্তা বেষ্টনীতে সোমবার ভোররাত ৩.৩০ মিনিট নাগাদ জম্মু-র ভগবতী নগর যাত্রী নিবাস থেকে ২২২টি গাড়িতে চেপে বালতাল এবং পহেলগাঁও বেসক্যাম্পের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছেন ৫,২১০ জন তীর্থযাত্রীউ ৫,২১০ জন তীর্থযাত্রীদের মধ্যে ৩,৭১১ জন পুরুষ, মহিলা পুন্যার্থীর সংখ্যা ছিল ১,৩৮৬, ১৯টি শিশু ও ৯৪ জন সাধু-সন্ন্যাসী।

গোয়ায় কংগ্রেসের উপর ক্ষোভের জেরে বিজেপিকে সমর্থনের সিদ্ধান্ত এনসিপি বিধায়কের

পানাজি, ১৫ জুলাই (হি.স.) : গোয়া বিধানসভায় কংগ্রেসের পরিষদীয় দল থেকে সমর্থন তুলে নিলেন এনসিপি বিধায়ক চার্চিল এলেমাও। রাজ্যের বিজেপি সরকারকে বাইরে সমর্থন করবেন বলে জানিয়েছেন তিনি।

সোমবার গোয়া প্রদেশ কংগ্রেস কমিটিকে লেখা এক চিঠিতে চার্চিল এলেমাও দাবি করেছেন তাঁকে না জানিয়েই যাবতীয় সিদ্ধান্ত নিয়ে চলেছে কংগ্রেসের পরিষদীয়। এর জেরে তার সমর্থন প্রত্যাহার বলে জানিয়েছেন। পাশাপাশি গোয়া কংগ্রেস যেভাবে কাজ করে চলেছে তাতে নিজের হতাশ ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন তিনি। পরিষদীয় দলের কোনও পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত তাকে জানানো হয়নি বলে তাঁর এই সিদ্ধান্ত। অন্যদিকে কংগ্রেসের বদলে রাজ্যের বিজেপি সরকারকে বাইরে থেকে সমর্থন করবেন বলে জানিয়েছেন এনসিপি-র এই বিধায়ক।

উল্লেখ করা যেতে পারে, গত সপ্তাহে দশ জন কংগ্রেস বিধায়ক বিজেপিতে যোগ দেয়। এর মধ্যে তিন বিধায়ককে মন্ত্রিসভায় জায়গা দেয় বিজেপি। উল্লেখ করা যেতে পারে ৪০ আসন বিশিষ্ট গোয়া বিধানসভায় এনসিপি একমাত্র বিধায়ক চার্চিল এলেমাও। ২০১৭ সালের গোয়া বিধানসভায় এনসিপি এবং কংগ্রেস জোট না করে আলাদা ভাবে লড়েছিল।

১৪তম দিনের অমরনাথ যাত্রায় মৃত্যু আরও ৩ তীর্থযাত্রীর

শ্রীনগর, ১৫ জুলাই (হি. স.) : পবিত্র অমরনাথ তীর্থযাত্রার ১৪তম দিনে কাশ্মীরি হিমালয়ের কোলেই মৃত্যুবরণ করলেন তিন তীর্থযাত্রী। প্রশাসন সূত্রের খবর, ১৪ দিনে এখনও পর্যন্ত মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৬ জন। শারীরিক অসুস্থতার কারণেই এদিনের যাত্রাপথে তিন যাত্রীর মৃত্যু হয়েছে বলে খবর।

অমরনাথ শ্রাইন বোর্ড সূত্রের খবর, বালতাল বেস ক্যাম্পে হার্ট অ্যাটাক হয়ে মৃত্যু হয়েছে রাজস্থানের সুন্দের দেবী (৬৩)-র। যাত্রাপথে হঠাৎই অচৈতন্য হয়ে পড়েন মধ্য প্রদেশ থেকে পবিত্র তীর্থযাত্রার সাক্ষী হতে আসা অজয় মালভিয়া (৩৫)। স্থানীয় হাসপাতালে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিতকেরা। অমরনাথ শিবলিঙ্গ দর্শনের আগেই গুহা তীর্থের একেবারে কাছাকাছি পৌঁছে মৃত্যু হয় ডিম্পল শর্মা (৫২)-র। অন্যদিকে, এদিন অমরনাথ যাত্রার চতুর্দশ দিনে কড়া নিরাপত্তা বেষ্টনীর মধ্যে অমরনাথের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছেন ৫২১০ জন তীর্থযাত্রী। জম্মুর ভগবতীনগর বেসক্যাম্পে প্রচলিত পুজো সেরে বালতাল এবং পহেলগামের বেসক্যাম্পের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছেন তাঁরা। ঐতিহ্যবাহী তীর্থযাত্রার ১৪তম দিনে ২২২ টি গাড়ির কনভয়ে রওনা দিয়েছেন তীর্থযাত্রীরা।

বিজেপি কর্মীকে গ্রেফতারের প্রতিবাদে ধুন্ধুমার গড়ফায়

কলকাতা, ১৫ জুলাই(হি.স.): বিজেপি তৃনমূল সংঘর্ষে এবার উত্তপ্ত হয়ে উঠল গড়ফা এলাকাউ কটূক্তি ও শ্লীলতাহানির অভিযোগে এক বিজেপি কর্মীকে গ্রেফতার করে গড়ফা থানার পুলিশউ এরপরেই থানা ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে বিজেপির দলীয় কর্মীরাউ পাল্টা আসরে নামে তৃণমূল বাহিনীউঅভিযোগ ওঠে তৃণমূলের মারে আহত হন বেশ কয়েকজন বিজেপি কর্মীউ

রবিবার সন্ধ্যেয় দক্ষিন কলকাতার গড়ফা এলাকায় অভিজিত পাল নামে এক যুবকের বিরুদ্ধে এক নাবালিকাকে কটূক্তি ও শ্লীলতাহানির অভিযোগ ওঠেউএরপরে সেই অভিযুক্তকে থানায় গ্রেফতার করে নিয়ে গেলে সেখান থেকে অশান্তির সূত্রপাত হয়উ দফায় দফায় চলতে থাকে অশান্তিউ মারধরের সাথে বেশ কিছু বাইক ভেঙে পাশের খালে ফেলে দেওয়া হয়। এদিকে গ্রেফতারের প্রতিবাদে এলাকার বিজেপি কর্মীরা থানার সামনে বসে পড়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। পাল্টা ওই স্থানে তৃণমূল কর্মীরা গেলে হাতাহাতি শুরু হয় দুই পক্ষের মধ্যে। অভিযোগ ওঠে তৃণমূল কর্মীদের মারধরের ফলে জখম হন এলাকার বিজেপি কর্মীরা। ঘটনাস্থলে দক্ষিণ কলকাতার বিজেপি সভাপতি সোমনাথ চক্রবর্তী ঘটনা স্থলে গেলে তাঁর ওপরেও হামলা চালানো হয় বলে অভিযোগ। এই প্রসঙ্গে সোমনাথবাবু বলেন, "হামলায় ৩০-৪০ জন বিজেপি সমর্থক আহত হয়েছেন। তাদের চিকিতার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছে বাঙুর ও পিজি হাসপাতালে"। তৃণমূলের প্রতিক্রিয়া অবশ্য পাওয়া যায়নিউ

অবশেষে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে যাদবপুর, কসবা ও পাটুলি থানার বিশাল পুলিশ বাহিনীকে ময়দানে নামানো হয়। যদিও এই ঘটনায় এখনও কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি।

দীঘায় সমুদ্র সৈকতের তীরে অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির দেহ উদ্ধার, সাত সকালে চাঞ্চল্য

পূর্ব মেদিনীপুর, ১৫ জুলাই (হি.স.): ওল্ড দীঘায় সমুদ্র সৈকতের তীরে অজ্ঞাতপরিচয় একজন ব্যক্তির দেহ উদ্ধার করল পুলিশ। সোমবার সকালে সমুদ্র সৈকতের তীরে অজ্ঞাতপরিচয় একজন ব্যক্তির দেহ দেখতে পান স্থানীয় বাসিন্দারা। সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় দীঘা থানায়। দীঘা থানার পুলিশ দেহটিকে উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য কাঁথি মহকুমা হাসপাতালে পাঠিয়েছে। দীঘা থানা সূত্রের খবর, সোমবার সকালে ওল্ড দীঘার ২ নং ঘাটের কাছে অজ্ঞাতপরিচয় একজন ব্যক্তির দেহ পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয় ব্যবসায়ীরা। তাঁরাই দীঘা থানায় খবর দিলে পুলিশ এসে দেহটিকে উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে।

স্থানীয় সূত্রের খবর, ওই ব্যক্তিকে প্রায়ই সমুদ্র সৈকতে ঘুরতে দেখা যেত। ভবঘুরে ব্যক্তিটির বাড়ি কোথায় তা কেউই জানেন না। তবে কী কারণে ওই ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে, তা নিয়ে রীতিমতো ধোঁয়াশায় রয়েছেন তদন্তকারীরা। পুলিশ জানিয়েছে, ময়না তদন্তের পরেই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে।

ফেডেরারকে হারিয়ে পঞ্চম উইম্বলডন ট্রফি জিতলেন নোভাক জকোভিচ

লন্ডন, ১৫ জুলাই (হি.স.) : রজার ফেডেরারকে হারিয়ে কেরিয়ারের পঞ্চম উইম্বলডন তথা ১৬ নম্বর গ্র্যান্ড স্ল্যাম ট্রফি জিতলেন নোভাক জকোভিচ। ইতিহাসের প্রাচীনতম টুর্নামেন্টের দীর্ঘতম ফাইনাল ম্যাচে শেষ হাসি হাসলেন সার্বিয়ান তারকা। প্রায় পাঁচ ঘণ্টার ম্যারাথন উইম্বলডন ফাইনালে এই প্রথম বার চূড়ান্ত সেট নিস্পত্তি হয় টাইব্রেকারে। পেন্ডুলামের মতো দুলতে থাকা পাঁচ সেটের লড়াই শেষমেশ ৭-৬ (৭/৫), ১-৬, ৭-৬ (৭/৪), ৪-৬, ১৩-১২ (৭/৩) ব্যবধানে জিতে নেন জোকার।

ম্যাচে তিনটি সেটই অত্যন্ত লড়াই করে জিততে হয় বিশ্বের এক নম্বর তারকা তথা শীর্ষ বাছাই জকোভিচকে। ফেডেরার তুলনায় অতি সহজেই জেতেন দু'টি সেট। বিশেষ করে দ্বিতীয় সেটে নোভাককে কার্যত কোর্টে দাঁড়াতেই দেননি সুইস কিংবদন্তি। পঞ্চম তথা শেষ সেটে দু-দু'বার ম্যাচ পয়েন্টে দাঁড়িয়েছিলেন রজার। খাদের কিনারা থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে জোকার শেষমেশ ম্যাচ নিজের দখলে রাখেন।

এই প্রথমবার উইম্বলডনের চূড়ান্ত সেট টাইব্রেকারে নিস্পত্তি হয়। সেদিক থেকেও ঐতিহাসিক ফাইনালের আখ্যা দেওয়া যায় জকোভিচ বনাম ফেডেরারে লড়াইকে। তাছাড়া এত দীর্ঘ ফাইনাল ম্যাচ এর আগে কখনও দেখেনি

ছয়ের পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।